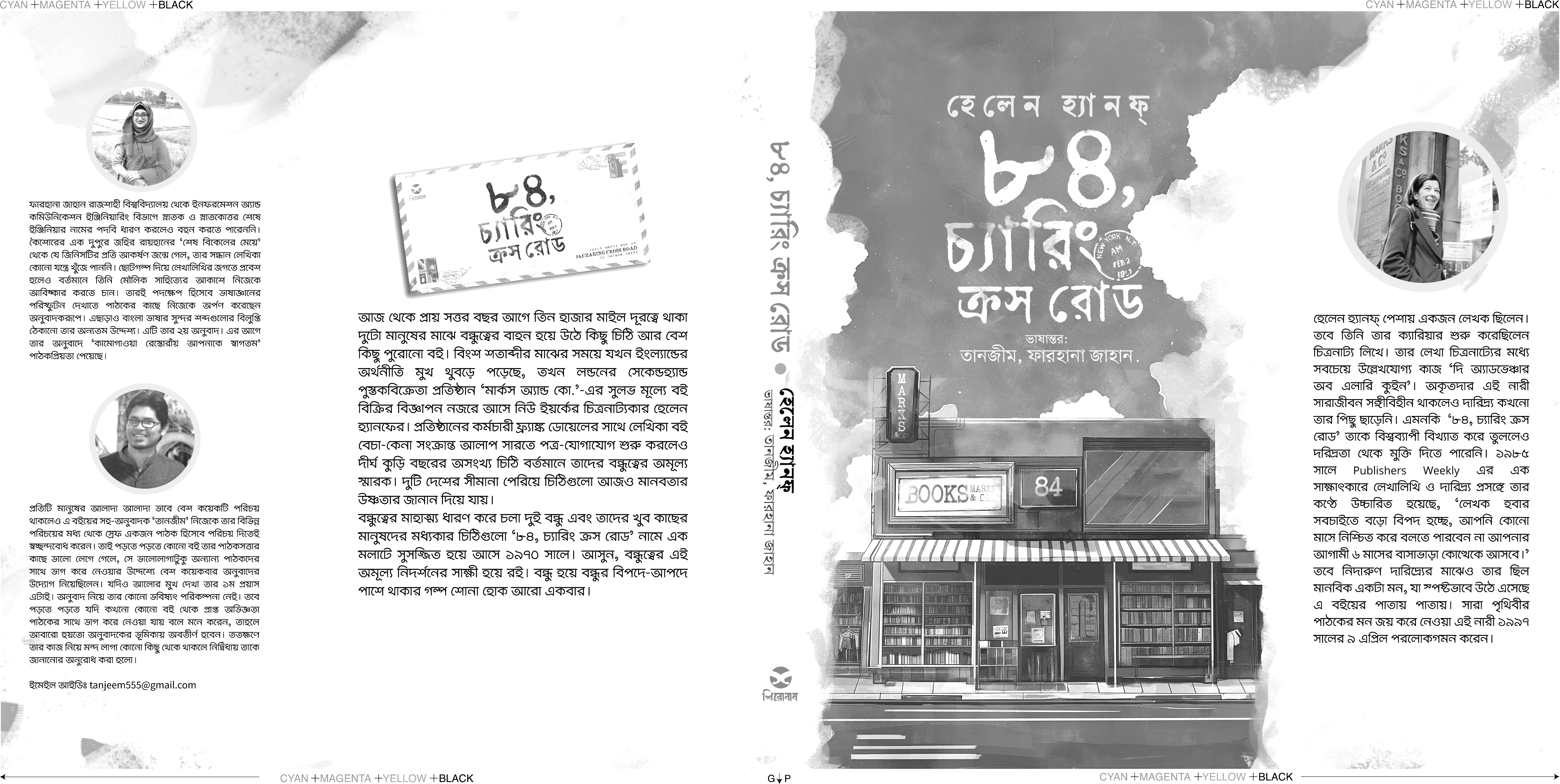
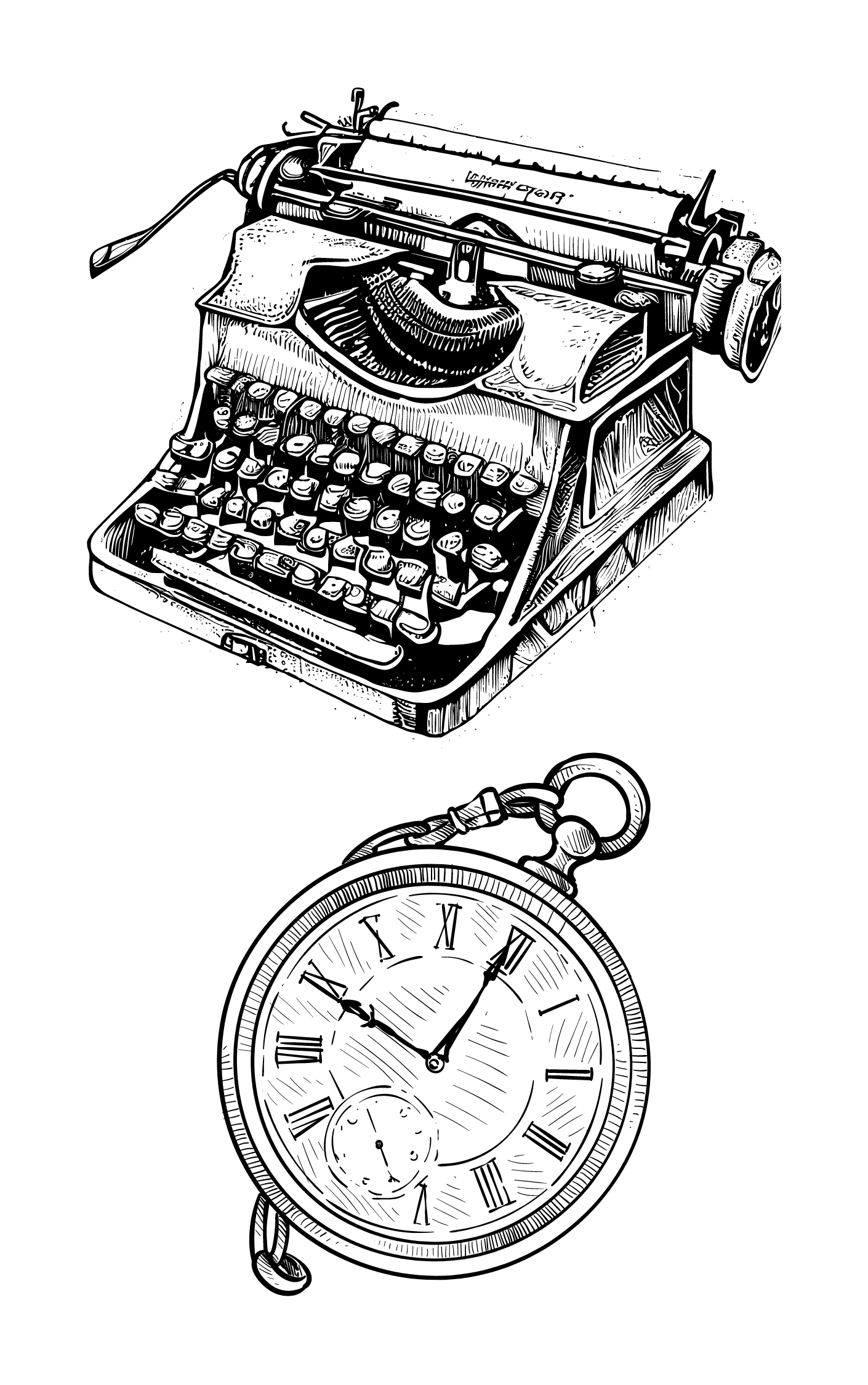
****







৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

**হেলেন হ্যানফ্**

ভাষান্তর:

**তানজীম**

**ফারহানা জাহান**

­­­

|  |  |
| --- | --- |
| **প্রচ্ছদ** | **পরাগ ওয়াহিদ** |
| **সম্পাদনা** | **সম্পূরণ সম্পাদনা সংস্থা** |
| **অলঙ্করণ** | **সায়েম সালেক** |
| **বানান বিন্যাস** | **সম্পূরণ সম্পাদনা সংস্থা** |
| **গ্রন্থস্বত্ব** | **প্রকাশক** |
| **প্রকাশক** | **মেহেদী হাসান জুয়েল**  **শিরোনাম প্রকাশন**  ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা |
| প্রথম প্রকাশ | জুন, ২০২৪ |
| মুদ্রিত মূল্য | **২৭৫ টাকা মাত্র** |

**অনুবাদকের উৎসর্গ**

“দেখতে পারছ তো ফ্র্যাঙ্কি, এই দুনিয়ায় তুমিই একমাত্র আমাকে বুঝতে পারো।”—সকল হেলেনের জীবনে থাকা এমন একজন ফ্রাঙ্কির প্রতি উৎসর্গ করলাম।

* ফারহানা জাহান

অভ্রের নির্মাতা মেহেদী হাসান খানকে, যিনি না থাকলে এত সহজে বাংলায় টাইপ করা হতো না। তিনি শুধু একটি সফটওয়্যারই তৈরী করেননি, গোটা একটা প্রজন্মকে দিয়েছেন অসংখ্য লেখক উপহার যাদের অনেকেই অভ্র না থাকলে লেখক হয়ে উঠতে পারত না।

* তানজীম

**মুখবন্ধ**

আমি সাহিত্যিক নই। তবে এই বইটি, বইয়ের লেখক আমার হৃদয়ের খুব কাছের। তাই যখন জানলাম বইটার নতুন সংস্করণ বাজারে আসছে তখন এই বইয়ের ভূমিকায় দু’কলম লেখার সুযোগ পেয়ে আমি যে বেশ আনন্দিত হয়ে উঠলাম, তা নিশ্চয় বলা বাহুল্য।

যে-সকল মানুষ আমাদের মনের অনেক কাছে থাকেন তাদের সাথে আমাদের প্রিয় বইগুলোর একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়; উভয়ের সাথেই আমাদের পরিচয় ঘটে বড়ো অদ্ভুতভাবে। ‘৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড’ বইয়ের সাথে আমার পরিচয়ের ঘটনাটাই ধরা যাক। কয়েক বছর আগের ঘটনা, আমি ফায়ার আইল্যান্ডের সৈকতে বসে আছি। এমন সময় একজন লোক খুবই আস্তে আস্তে হেঁটে আমার কাছে আসলেন। লোকটাকে আমি চিনতে পারলাম না। তাই তিনি যখন আমার কাছে এসে বললেন, “আমি মাত্রই একটা বই পড়ে শেষ করলাম যেটা আপনার জন্য একদম পারফেক্ট হবে।” আমি একটু অবাকই হলাম।

পরেরদিন আমি একই জায়গায় বসেছিলাম। খানিকবাদে গতদিনের আগন্তুককে আমার দিকে আসতে দেখলাম, তবে এবার তার হাতে একটা বই। আমাকে বইটা পড়ানোর ব্যাপারে তার উদ্যম দেখে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। তাই তিনি আমাকে ছোট্ট আকারের বইটা দিয়ে যেতেই, আমি সেটা খুলে পড়তে বসলাম। আর এভাবেই ‘৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড’-এর সাথে আমার রোমান্সের শুরু।

আপনারা অনেকেই ইতোমধ্যে আমার সাথে একমত এবং আরও অনেকে অচিরেই একমত হবেন যে, এ বইটা পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা অসম্ভব না হলেও, বেশ কষ্টকর। বইয়ে হেলেন হ্যানফের সাথে ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল ও মার্কস অ্যান্ড কো.-তে থাকা তার অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান দেখানো হয়েছে, তা পাঠক হিসেবে আমাদেরকে দারুণভাবে মুগ্ধ করবে। কারণ এখানে শুধু হেলেন হ্যানফের ইংরেজি সাহিত্য অনুরাগই ফুটে ওঠেনি, হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে তার পুথিগত শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ও ফুটে উঠেছে। শুরুর দিকটা পড়লে মনে হয়, এ বইটা স্রেফ বইয়ের কথা নিয়েই লেখা। বইয়ের কথা নিয়ে তো অবশ্যই তবে যতই বইয়ের সামনের দিকে যাওয়া হবে ততই হেলেনকে নিয়ে জানা যাবে; হেলেনের মাধ্যমে জানা যাবে ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল, নোরা ডোয়েল, সেসিলি ফার, মেগান ওয়েলসসহ ‘৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড’ বুকশপের বাকি সদস্যদের। জানা যাবে বই শুধু পড়ার জন্য নয়, এর আলাদা একটা আবেদন আছে, ঘ্রাণ আছে। এখান থেকে ওখানে বই এসব বয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বয়ে নিয়ে যায় ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, মানবতা আর আনকোরা সব গল্প। মোদ্দাকথা, একটা মানুষ তার জীবনে ভালো যা কিছু পেতে পারে তার সবই আসতে পারে বইয়ের মাধ্যমে।

এ বইটি বাহ্যিক দিক থেকে দেখলে একটা ছোট্ট কলেবরের বই মনে হলেও আমার কাছে আসলে তার চাইতেও অনেক বেশি কিছু। বইটা পড়তে গিয়ে আমি যতবার কালো অক্ষরের মধ্যে থেকে হেলেনের উচ্ছ্বাস, তার কথা বলার ভঙ্গি শুনতে পেয়েছি ততবার আমার কানে অন্য একটা কণ্ঠ প্রতিধ্বনি হয়ে বেজেছে। কণ্ঠটা আমার এক বন্ধুর, যার সঙ্গে জীবনের অনেকগুলো বছর আমি বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলাম। আমরা দুজনেই তখন ছাত্র ছিলাম। হেলেনের মতো আমার বন্ধুটির ধ্যানজ্ঞান জুড়ে ছিল বই, তার প্রতিটা কথায় যেন মিশে থাকত এই বই। আর হেলেন এবং আমার বন্ধু, তাদের দুজনেরই বইয়ের প্রতি ছিল একই রকম সম্মান, ভালোবাসা। তাই বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে যখন হেলেনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে থাকে, আমার স্মৃতিতে সে হেলেন যেন হয়ে যায় আমার বন্ধু। দুঃখজনক ও একই সাথে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, ফায়ার আইল্যান্ডের সৈকতে ঐ উৎসুক পাঠকটি যখন আমাকে খুঁজে পেলেন, আমি তখন শোকে মুহ্যমান হয়ে ওখানে অবস্থান করছিলাম। আমার সেই বিশেষ বন্ধুটির মৃত্যুর শোক। সুতরাং পুরোটা বই জুড়ে হেলেন যখন ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েলকে পেপিস, হ্যাজলিট, স্টিভেনসন, কিউ নিয়ে বলছিল, আমার মনে হচ্ছিল আমার বন্ধু তখন আমার কাছে বসে ঐ বইগুলোর সম্মোহনী জাদুকরী ক্ষমতা, মর্মস্পর্শিতা আমাকে বোঝাচ্ছিল।

এ বইটার সাথে আমার হৃদ্যতার কথা জানার পরে, আমার স্বামী চমৎকার একটা কাজ করেছিল। সে এ বইয়ের চলচ্চিত্র স্বত্বাধিকার কিনে আমাদের বিবাহবার্ষিকীতে আমাকে উপহার হিসেবে দিয়েছিল। আর এভাবেই সিনেমাতে হেলেন চরিত্রে আমার অভিনয় করা আর বাস্তবের হেলেনের সাথে আমার দেখা করার সুযোগ মেলে। আরেকটু ভালো করে লেখার ক্ষমতা যদি আমার থাকত তাহলে একটা ঘটনার বর্ণনা আরও সুন্দর করে দিতে পারতাম। ঘটনাটা হলো, এই সিনেমার একটা বিশেষ প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ‘কুইন মাদার’ (রানী এলিজাবেথের মা) এর সাথে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। সে-দিন রানীর মায়ের হস্তচুম্বনের প্রথাগত আচরণের বাইরে গিয়ে হেলেন নিজের হাতটাই তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি আমার স্মৃতিতে অবিস্মরণীয় একটা ঘটনা হয়ে থাকবে।

পাঠক হিসেবে যে হেলেনের সাথে কোনো তুলনাই আমার চলে না, সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ নেই। এমনকি সৈকতে যে ভদ্রলোক আমাকে এই বইটি পড়তে দিয়েছিলেন, পাঠক হিসেবে তার সমতুল্যও নই আমি। তবে দারুণ চমৎকার এই বইটা পড়ার অভিজ্ঞতায় আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি, বই পড়ার অভ্যাস মানুষ হিসেবে আমাদের কতটা সমৃদ্ধ করতে সক্ষম। স্থান-কাল ব্যতিরেকে বই আমাদের পরিচিত ও অপরিচিত বন্ধুদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ তৈরি করে দেয়। অনুভব করাতে সক্ষম হয় মানুষের এক অদৃশ্য সত্তাকে, যা আমাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা রাখে। আপনি যখন একটি একটি পৃষ্ঠা করে বইটা পড়তে শুরু করবেন, আপনি ইংরেজি সাহিত্যের সেই সব বিখ্যাত লেখকদের উপস্থিতি খুঁজে পাবেন, যাদের মাধ্যমে হেলেন খুঁজে পেয়েছিল তার ৮৪, চ্যারিং ক্রস রোডের বন্ধুদেরকে। কিন্তু আপনি খুঁজে পাবেন না সমুদ্র সৈকতে সেই অপরিচিত লোকটির সাথে আমার কথোপকথন, কিংবা খুঁজে পাবেন না আমার হারিয়ে যাওয়া সেই বইপাগল বন্ধুটিকে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, বইয়ের কালো কালো অক্ষর দিয়ে ঠাসবুনোট সেই লাইনের মাঝে রয়ে গেছি আমরা।

**অ্যান ব্যানক্রফট**

(‘৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড’ বই অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রে হেলেন চরিত্রের অভিনয়শিল্পী)

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক সিটি

অক্টোবর ৫, ১৯৪৯

মার্কস অ্যান্ড কো.,

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি.২

ইংল্যান্ড।

মহোদয়বৃন্দ,

স্যাটারডে রিভিউ অব লিটারেচারে আপনাদের বিজ্ঞাপন থেকে জানলাম আপনারা আউট-অব-প্রিন্ট বই নিয়ে কাজ করেন। সত্যি বলতে কী, আপনাদের “অ্যান্টিক পুস্তকবিক্রেতা” ট্যাগ দেখে আমি একটা ঢোক গিলে নিয়ে তবেই চিঠিটা লিখতে বসেছি। কারণ আমার এযাবৎকালের অভিজ্ঞতায় ‘অ্যান্টিক’ আর ‘উচ্চমূল্য’ শব্দদুটোতে নিদারুণ সখ্যতা, একটা এলে অন্যটাও খুব বেশি দূরে থাকতে পারে না। দেখুন, আমি নিতান্তই একজন ছাপোষা লেখক। উপরন্তু মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে জুটেছে এসব দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহের অদম্য বাতিক। আবার আমি যে বইগুলোর খোঁজে থাকি সেগুলো এখানে খুব একটা পাওয়াও যায় না। যদিও বা পাই, তবে সেগুলো হয় অত্যন্ত ব্যয়বহুল ‘দুর্লভ সংস্করণ’ ট্যাগওয়ালা বই; সে-সব কেনার সাধ্য আমার মতো এহেন গরীব কলমচির নেই। সেকেন্ডহ্যান্ড বই পাবার আরেকটা উপায় অবশ্য আছে, ‘বার্নস অ্যান্ড নোবেলস’। কিন্তু নিরুপায় হয়ে সেখানে গিয়ে গলাকাটা দাম গুনতে চাইলেও যাচ্ছে-তাই অবস্থার, হাজারো আঁকাজোকা ছাড়া কোনো বই পাওয়া সম্ভব হয় না। সব মিলিয়ে অপারগ হয়েই আমি আপনাদের লিখছি।

এই মুহূর্তে যে বইগুলো আমার মাথায় তাণ্ডব চালাচ্ছে, সেগুলোর তালিকা চিঠির সাথে পাঠালাম। এক্ষেত্রে আমার শর্ত মাত্র দুটো; বইগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সেকেন্ডহ্যান্ড কপি হতে হবে আর সেগুলোর প্রতিটির দাম অনধিক পাঁচ ডলার করে হতে হবে। যদি আপনারা আমার শর্ত পূরণে সক্ষম থাকেন, তবে আমার এই চিঠিটিকে কি আপনারা অর্ডার বিবেচনা করে আমাকে বইগুলো পাঠিয়ে দিতে পারবেন?

বিনীতা

হেলেন হ্যানফ্

(মিস) হেলেন হ্যানফ্

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

২৫ অক্টোবর, ১৯৪৯

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার ম্যাডাম,

অক্টোবরের ৫ তারিখে আপনার যে চিঠিটা পেয়েছি তার প্রতিউত্তরে বলছি, আপনার সমস্যার দুই-তৃতীয়াংশ আমরা সমাধান করতে পেরেছি। হ্যাজলিটের যে ৩টা প্রবন্ধ আপনি চেয়েছেন, সেগুলো ননসাচ প্রেস থেকে প্রকাশিত তার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংস্করণে আছে। আর স্টিভেনসনের প্রবন্ধটা আছে ভার্জিনিবাস পুয়েরিস্ক-এ। বুক পোস্টের মাধ্যমে এ বইদুটোর চমৎকার দুটো কপি আপনাকে পাঠাচ্ছি। আশা করি নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে বইগুলো আপনার কাছে পৌঁছে যাবে আর সেগুলো আপনার পছন্দও হবে। বইয়ের মূল্যরসিদ বইয়ের সাথেই পাঠালাম।

লেই হান্টের প্রবন্ধগুলো খুঁজে পাওয়াটা খুব একটা সহজ কাজ হবে না। তবে আমরা চেষ্টা করব এমন একটা খণ্ড খুঁজে বের করতে যেখানে আপনার চাহিদা অনুযায়ী সব লেখা একসাথে আছে। আর আপনি যে ল্যাটিন বাইবেলের কথা চিঠিতে বলেছেন ওটা আমাদের কাছে নেই। তবে আমাদের কাছে একটা ল্যাটিন নিউ টেস্টামেন্টের কপি আর গ্রিক নিউ টেস্টামেন্টের একটা কপি আছে। আহামরি কোনো জিনিস না ওগুলো, কাপড়ে বাঁধাই করা আধুনিক সাধারণ সংস্করণ। আপনার জন্য পাঠাব?

বিনীত

এফপিডি

মার্কস অ্যান্ড কো.-এর পক্ষে।

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক সিটি

নভেম্বর ৩, ১৯৪৯

মার্কস অ্যান্ড কো.,

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি.২

ইংল্যান্ড।

মহোদয়বৃন্দ,

বইগুলো বহাল তবিয়তে এসে পৌঁছেছে। স্টিভেনসনের বইটা এত দারুণ যে আমি প্রশংসার ভাষাটুকুও হারিয়ে ফেলেছি! আমার অরেঞ্জ-ক্রেটের নামমাত্র বইয়ের তাকে বইটা যেন গোবরে পদ্মফুল হয়ে ফুটে আছে! বলতে দ্বিধা নেই, আমার নিজেরও বইটা হাতে নিতে বুক কাঁপছে। এত মোলায়েম চামড়ার মলাট আর ক্রিম-রঙা পুরু পৃষ্ঠা—পাছে আবার নোংরা হাতের ছাপ ফেলে নষ্ট করে ফেলি! এতদিন ধরে আমেরিকান বইয়ের কার্ডবোর্ডের শক্ত বাঁধাই আর ফ্যাকফ্যাকে সাদা কাগজের ঠোঙা-ঠাঙা পৃষ্ঠায় তো অবহেলা ছাড়া আর কিছু পাইনি; সেখানে কোনো বই শুধুমাত্র স্পর্শ করেও যে এত ভালো লাগতে পারে, স্টিভেনসনের বইটা না পেলে হয়তো তা আমার অজানাই থেকে যেত।

আপনাদের ১/১৭/৬ পাউন্ডের মাজেজা বুঝতে শেষমেশ উপরতলার বাসিন্দা এক মেয়ের ব্রিটিশ বাবার শরণাপন্ন হতে হয়েছে। উনি যা বুঝালেন তাতে আপনারা দুটি বইয়ের জন্য আমার থেকে ৫.৩০ ডলার পাবেন। আশা করি ওনার হিসেবে কোনো ভুল হয়নি। আমি ৫ ডলার এবং ১ ডলারের একটা নোট পাঠালাম। আর অতিরিক্ত যে ৭০ সেন্ট থাকবে, ওটা নিউ টেস্টামেন্টের কপি দুটোর অগ্রিম হিসেবে জমা করে নেবেন। ঐ দুটো কপিই আমার চাই।

আরেকটা কাজ করতে পারবেন? রসিদে বইয়ের মূল্য ডলারে লিখতে পারবেন? এক আমেরিকান ডলারে সামান্য যোগ-বিয়োগের হিসাব করতেই আমার ঘাম ছুটে যায়, তার উপর যদি নতুন করে ইংরেজি মুদ্রার পাটিগণিত জুড়ে দেন, তাহলে এবার আমাকে আবার স্কুলে ভর্তি হতে হবে!

বিনীতা

হেলেন হ্যানফ্

*বলছিলাম যে, আমাদের এখানে ম্যাডাম মানে যা বোঝায় আপনাদের ওখানে তো তা বোঝায় না, তাই না?*

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

৯ নভেম্বর, ১৯৪৯

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

আপনার পাঠানো ৬ ডলার নিরাপদেই পৌঁছেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় ভবিষ্যতে আপনি টাকা পাঠালে মাধ্যম হিসেবে পোস্টাল মানিঅর্ডার ব্যবহার করতে পারেন। চিঠির সাথে টাকা পাঠানোর চাইতে ওটা অনেক বেশি নিরাপদ হবে আপনার জন্য।

শুনে খুবই ভালো লেগেছে যে স্টিভেনসনের কপিটা আপনার এত বেশি পছন্দ হয়েছে। এ দফায় নিউ টেস্টামেন্টের কপিগুলো পাঠালাম। এবারের রসিদে পাউন্ড আর ডলার দুটাই উল্লেখ করলাম, আশা করি এবার আর আপনার বুঝতে সমস্যা হবে না।

বিনীত

এফপিডি

মার্কস অ্যান্ড কো.-এর পক্ষে।

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক সিটি

নভেম্বর ১৮, ১৯৪৯

**এ আবার কী ধরনের ব্ল্যাক প্রোটেস্ট্যান্ট বাইবেল?**

দয়া করে চার্চ অব ইংল্যান্ডকে জানানোর ব্যবস্থা করুন, তারা পৃথিবীর সবথেকে সুলিখিত রচনারও তেরোটা বাজিয়ে দিয়েছে! কে বলেছিল এদের ল্যাটিন ভালগেট নিয়ে নাক গলাতে, হ্যাঁ? নরকের আগুনে জ্বলবে সবকটা, লিখে নিন আমার থেকে!

আমার নিজের অবশ্য এসব নিয়ে কিছু যায়-আসে না, আমি তো ইহুদি। কিন্তু আমার একজন ভাবি আছেন যিনি ক্যাথলিক খ্রিষ্টান, এক ভাবি মেথডিস্ট ক্যাথলিক, একপাল ভাইবোন আছে যারা প্রেসবাইটেরিয়ান ক্যাথলিক (কারণ আমার পর-চাচা এব্রাহ্যাম ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন)। সেই সাথে একজন আন্টিও আছেন যিনি খ্রিষ্টধর্ম-বিজ্ঞানের একজন আধ্যাত্মিক হিলার[[1]](#footnote-1)। সুতরাং, বলাই বাহুল্য যে তাদের মধ্যে কেউ এই অ্যাঙ্গলিকান বাইবেলের অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনে থাকলেও কখনও সমর্থন দেবে না। (তারা ল্যাটিন ভালগেটের ব্যাপারে আসলেই জানত না!)

যাই হোক! গোল্লায় যাক! আমি এই মুহূর্তে আমার ল্যাটিন শিক্ষকের ভালগেট ধার করে পড়ছি। আপনারা আমার জন্য একটা ভালগেট খুঁজে না দেওয়া পর্যন্ত তাকে এটা ফেরত দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা আমার আপাতত নেই।

আমি এবার ৪ ডলার পাঠালাম। গতবারের রসিদ অনুযায়ী আপনাদের ৩.৮৮ ডলার পাওনা ছিল। বাকি ১২ সেন্ট দিয়ে এক কাপ কফি খেয়ে নেবেন। আসলে আমার আশেপাশে কোনো পোস্টঅফিস নেই। আর মাইলখানেক লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে এই ৩.৮৮ ডলার মানিঅর্ডার করতে আমি মোটেও রকাফেলার প্লাজা অব্দি দৌড়াতে পারব না। আর যদি রকাফেলার প্লাজা যাওয়ার মতো অন্য কাজ জমার অপেক্ষায় থাকি, তবে আপনাদের পাঠানোর মতন ৩.৮৮ ডলার আর আমার হাতে থাকবে না। তাছাড়া ইউএস এয়ারমেইল এবং রাজার ডাকবিভাগের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে, সে আপনারা যাই বলুন না কেন।

ল্যান্ডোরের ইমাজিনারি কনভারসেশন বইটার কোনো কপি আছে আপনাদের কাছে? অবশ্য এর বেশ কয়েকটা খণ্ড আছে। আমি যে খণ্ডটা চাইছি তাতে অবশ্যই গ্রিক ভাষার সংলাপগুলো থাকতে হবে। বিশেষ করে ঈশপ আর রোডোপির সংলাপ থাকা বাধ্যতামূলক।

হেলেন হ্যানফ্

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

আপনার পাঠানো ৪ ডলার পেয়েছি। অতিরিক্ত ১২ সেন্ট আপনার অ্যাকাউন্টে অগ্রিম হিসেবে জমা রাখা হলো।

স্বস্তির খবর হচ্ছে ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যান্ডোরের ওয়ার্ক অ্যান্ড লাইফ-এর একটা খণ্ড (২য় খণ্ড) আমাদের কাছে আছে। আপনি যে গ্রিক সংলাপের কথা বলেছিলেন আপনার চিঠিতে, ওটা আছে এ খণ্ডে। সাথে রোমান সংলাপও আছে। আমাদের কাছে যে সংস্করণটা আছে ওটা বেশ পুরোনো, ১৮৭৬ সালের। কাপড়ে বাঁধানো বইটা দেখতে খুব একটা সুন্দর না হলেও কপিটা ঝকঝকে, কোনো দাগ-টাগ নেই। কোনোরকম চলে বলে আরকি। রসিদসহ এটা পাঠাচ্ছি আপনাকে।

ল্যাটিন বাইবেল নিয়ে আমাদের যে ভুলটা হয়েছে ওটার জন্য আমি দুঃখিত। আপনার জন্য একটা ভালগেট পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখছি আমি। আর লেই হান্টের কথাও ভুলিনি, মাথায় আছে।

বিনীত

এফপিডি

মার্কস অ্যান্ড কো.-এর পক্ষে।

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক সিটি

ডিসেম্বর ৮, ১৯৪৯

জনাব,

(“মহোদয়বৃন্দ” লিখে সম্বোধন করাটা অনর্থক হয়ে দাঁড়ায়, যখন বুঝতেই পারছি আমার সমুদয় কাজের ভার একান্ত নিরীহ একটি আত্মার উপরই নির্বিচারে ন্যস্ত রয়েছে!)

স্যাভেজ ল্যান্ডোর সহিসালামতে এসে হাজির হয়েছেন এবং অবিলম্বে একটি রোমান সংলাপ মেলে ধরেছেন। সেখানে যুদ্ধের আঘাতে দুটো শহর মাত্রই লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। একদিকে পরাজিতদের একাংশকে ক্রুশবিদ্ধ করার প্রক্রিয়া চলমান, আর অন্যদিকে ক্রুশ-মরণের মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে দ্রুত রেহাই পেতে আরেকাংশ রোমান সৈন্যদের পায়ের নিচে পিষে মরার আর্তি নিয়ে হাহাকার করছে। এমতাবস্থায় ঈশপ আর রোডোপির দিকে মন দেওয়া ভালো, সেদিকে বড়োজোর দুর্ভিক্ষের জ্বালা পোহাতে হবে। আমার পুরোনো বইয়ের প্রতি বিশেষ অনুরাগের এই একটা কারণ, বুঝলেন। বই মেলতে নিলে আগের পাঠকের সবথেকে বেশিবার পড়া পাতায় বই আপনি মেলে যায়। হ্যাজলিট যে-বার হাতে পেলাম, বইটা মেলে ধরল তার “আমার নতুন বই পড়তে বিরক্ত লাগে” পাতা, আর আমি কী করলাম জানেন? আগের সেই পাঠকের সমর্থনে রীতিমতো তারস্বরে চেঁচিয়ে স্লোগান দিলাম, “কমরেড!”

আমি এক ডলার পাঠিয়ে দিলাম। আমার উপরতলার প্রতিবেশী কে-র ব্রিটিশ প্রেমিক, ব্রায়ান এবার আপনার /৮/ পাউন্ডের তর্জমা বুঝিয়েছে। আপনি কিন্তু এ দফায় ডলারে ভেঙ্গে বলতে ভুলে গেছেন।

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। ব্রায়ানের বরাতে জানতে পারলাম আপনারা রেশনে সপ্তাহে পরিবার প্রতি মাত্র দুই আউন্স মাংস আর প্রতি মাসে জনপ্রতি মাত্র একটা করে ডিম পান। আমি সত্যিই আতঙ্কিত! ওর কাছে এখানকার একটা ব্রিটিশ খামারের ক্যাটালগও দেখতে পেলাম। এখান থেকে সে ডেনমার্কে তার মায়ের কাছে খাবার পাঠায়। তাই আমিও মার্কস অ্যান্ড কো.-এর জন্য ছোট্ট একটা ক্রিসমাস উপহার পাঠালাম। আশা করছি এটা কিছুটা হলেও আপনাদের উপকারে আসবে। এদিকে ব্রায়ানের ভাষ্যে এও জেনেছি, চ্যারিং ক্রস রোডের বইয়ের দোকানগুলো “বেশ ছোটো”।

আমি আপনার নামেই পাঠালাম, এফপিডি, আপনি যেই হোন।

ক্রিসমাসের শুভকামনা।

হেলেন হ্যানফ্

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক সিটি

ডিসেম্বর ৯, ১৯৪৯

এফপিডি! ক্রাইসিস!

আমি প্যাকেজ পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সেখানে মূল উপহার একটা ছয় পাউন্ডের হ্যাম। আমি ভেবেছিলাম আপনি যে-কোনো কসাইখানা থেকে সেটাকে কেটে নিয়ে সকলের মাঝে বিলি করে দিতে পারবেন।

এদিকে আমি মাত্র খেয়াল করলাম আপনার গত রসিদে লেখা: “বি. মার্কস এম. কোহেন.”[[2]](#footnote-2) প্রোপ্রাইটর।

তবে কি তারা কোশার[[3]](#footnote-3)? এমন হলে আমি খুব দ্রুত জিহ্বার মাংস পাঠানোর চেষ্টা করতে পারব।

দ্রুত পরামর্শ জানাবেন!

হেলেন হ্যানফ্

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

২০ ডিসেম্বর, ১৯৪৯

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

শুরুতেই বলে নিই, আপনার পাঠানো উপহারের পার্সেলটা আজ আমরা পেয়েছি। ওটাতে থাকা জিনিসপত্র সবার মধ্যে ইতোমধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। মি. মার্ক আর মি. কোহেনকেও দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওনারাই বললেন যে, এই উপহার বড়ো স্যারদের না দিয়ে আমরাই যেন ভাগ করে নিই। পার্সেলের ব্যাপারে একটা কথা না বললেই নয়। ওখানে থাকা প্রতিটা জিনিসই দারুণ। এগুলো আমরা আগে দেখিইনি, পাওয়া তো দূরের কথা। আর পেলেও পাওয়া যেতে পারে ব্ল্যাক মার্কেটে। আমাদেরকে আপনার এই উপহার দেওয়াটা খুবই আন্তরিক একটা ব্যাপার। আমরা আপনার কাছে অনেক অনেক কৃতজ্ঞ।

আমাদের সবার পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। সেই সাথে আসছে নতুন বছর ১৯৫০ এর জন্য রইল শুভকামনা।

বিনীত

ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল

মার্কস অ্যান্ড কো.-এর পক্ষে।

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

মার্চ ২৫, ১৯৫০

ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল, করছেনটা কী আপনি ওখানে বসে? মনে তো হয় না কিছু করছেন। বসে বসে ঝিমুচ্ছেন শুধু!

আমার লেই হান্ট কোথায়? অক্সফোর্ড ভার্স কোথায়? ভালগেট আর আলাভোলা জন হেনরিই বা কোথায়? আমি ভেবেছিলাম এগুলো লেন্টের[[4]](#footnote-4) জন্য বেশ আমুদে পাঠ হবে, কিন্তু আপনি তো কিছুই পাঠালেন না।

আপনার জন্য আমি এখানে বসে লাইব্রেরি বইয়ের মার্জিনে মন্তব্য কষছি! কর্তৃপক্ষ একবার টের পেলেই হয়, লাইব্রেরি কার্ডটা হাতছাড়া হতে সময় লাগবে না!

এদিকে আমি তো ইস্টার বানির সাথে সমঝোতা করে রেখেছিলাম যেন আপনাদের অবধি তাজা ডিম পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু যা দেখছি সে গিয়ে দেখবে আপনি আলস্যজনিত অসারতায় গত হয়েছেন!

আর যাই করুন, বসন্ত আসার আগে কিন্তু আমার প্রেমের কবিতার কিছু বই চাই-ই চাই! কিটসও না, শেলিও না। আমাকে এমন কোনো কবির বই পাঠাবেন যে প্রেমের সাথে মাত্রাতিরিক্ত মাখামাখি মিলিয়ে ফেলেনি─যেমন ধরুন ওয়াট কিংবা জনসন বা এমন কেউ, আপনার মর্জি। শুধু খেয়াল রাখবেন বইটা যেন আকারে একটু ছোটো হয়, যাতে পকেটে পুরে সেন্ট্রাল পার্কে নিয়ে গিয়ে পড়তে পারি।

আররে, তাও বসে আছেন! যান যান! খুঁজে দেখুন! সত্যি বলছি, মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে যাই! আপনাদের ব্যবসা যে কীভাবে চলে!

এইচ এইচ

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

৭ এপ্রিল, ১৯৫০

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

ইস্টার উপলক্ষ্যে যে পার্সেলটা আপনি পাঠিয়েছিলেন ওটা গতকাল এসে পৌঁছেছে। আপনার পাঠানো টিন ও বাক্সভর্তি ডিম পেয়ে আমরা সবাই খুবই খুশি হয়েছি। আপনি যে আমাদের নিয়ে এতটা ভাবেন, এটা আমাদেরকে সত্যিই খুব অবাক করেছে। দোকানের সবাই আপনার এই মহানুভবতায় কৃতজ্ঞ।

বেশ কয়েকদিন ধরে আপনাকে কোনো বই পাঠাতে পারিনি আমরা, এর জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। যেরকম প্রেমের কবিতার বইয়ের কথা আপনি চিঠিতে লিখেছেন, ওরকম বই আমাদের কাছে মাঝে মধ্যে আসে। স্টকে এই মুহূর্তে ওরকম বই নেই তবে আপনার জন্য এরকম বই আমরা অবশ্যই খুঁজে বের করব।

পার্সেলের জন্য আপনাকে ফের ধন্যবাদ।

বিনীত

ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল

মার্কস অ্যান্ড কো.-এর পক্ষে।

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

৭ এপ্রিল, ১৯৫০

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

আমি যে আপনাকে লিখছি এটা কোনোভাবেই ফ্র্যাঙ্ককে জানতে দেবেন না প্লিজ। আমি যখনই আপনার কেনা বইগুলোর রসিদ লিখি, তখনই ইচ্ছে হয় ঐ রসিদের নিচে ছোট্ট করে আপনার উদ্দেশ্যেও কিছু লিখে দেই। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক এ ব্যাপারটাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখবে বলে মনে হয় না, এ কারণে আর লেখা হয় না। এটা শুনে ফ্র্যাঙ্ককে অনেক বদমেজাজি, রসকষহীন টাইপের মানুষ মনে হচ্ছে, না? আসলে কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক ভালো মানুষ। শুধু ভালো না, বেশ ভালো মানুষ। কিন্তু যেহেতু চিঠি আর পার্সেল আপনি তাকে উদ্দেশ্য করে পাঠান, আপনার সাথে চিঠিপত্রের আদানপ্রদানকে সে তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব বলে মনে করে। সে হয়তো তার জায়গায় ঠিক আছে কিন্তু আমার মনে হলো আমার আপনাকে কিছু লেখা উচিত।

আপনি জানেন, আপনার চিঠি পড়তে আমাদের কী যে ভালো লাগে! চিঠি পড়তে পড়তে আপনি দেখতে কেমন সেটা ভাবি আমরা। আমার ধারণা আপনার বয়স খুব বেশি নয়। আর আপনার লেখা দেখলেই বোঝা যায় আপনি যে একজন অভিজাত, বুদ্ধিমতী নারী। মিস্টার মার্টিন অবশ্য এমনটা ভাবে না। তার ভাবনা, আপনার মাঝে ব্যাপক রসবোধ আছে ঠিকই কিন্তু আপনি আদতে পড়ুয়া গম্ভীর চেহারার একজন মানুষ। তবে আপনি কিন্তু আপনার একটা ছবি পাঠিয়ে আমাদের এসব ধারণাকে উড়িয়ে দিতে পারেন। সত্যি বলছি, আপনাকে দেখতে পেলে আমাদের কৌতূহল নিবারণ তো হবেই সাথে ভীষণ ভালোও লাগবে।

আর আপনি যদি জানতে চান ফ্র্যাঙ্ক দেখতে কেমন, তবে আমি বলছি। ফ্র্যাঙ্কের বয়স ৩৫ আর ৪০ এর মাঝামাঝি হবে। সে দেখতে বেশ সুদর্শন। ওর বউ আইরিশ একটা মেয়ে, ভীষণ মিষ্টি দেখতে। মেয়েটা সম্ভবত তার দ্বিতীয় স্ত্রী।

যাকগে, আপনার পার্সেলের জন্য আমরা সকলেই অনেক অনেক কৃতজ্ঞ। আমার ছোটো দুটো তো (মেয়েটা ৫ বছর আর ছেলেটা ৪) খুশিতে কী করবে দিশা পাচ্ছিল না। ওদেরকে যে একটা কেক বানিয়ে খাওয়াতে পারব এটা ভেবেই আমার অবাক লাগছিল। আপনার পাঠানো ডিম আর ঐ কিশমিশের কারণেই সেটা সম্ভব হলো।

অনেক কথা হলো। আশা করি আমার এই বকবক করা চিঠি পেয়ে আপনি বিরক্ত হননি। ও হ্যাঁ, ফ্র্যাঙ্ককে আমার এই চিঠির কথা বলবেন না প্লিজ।

শুভকামনা রইল আপনার জন্য।

সেসিলি ফার

পুনশ্চ: আমার বাড়ির ঠিকানাটা পেছনে লিখে দিলাম। লন্ডন থেকে কখনো কিছু আনাবার হলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন।

সি.এফ.

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

এপ্রিল ১০, ১৯৫০

প্রিয় সেসিলি,

বুড়ো মিস্টার মার্টিনের জন্য সমবেদনা জানাতে হচ্ছে। তাকে জানাবে আমি এমনই এক অজ্ঞ মানুষ যে কলেজের দোর অব্দি টপকাতে পারেনি। শুধু বইয়ের বেলায় আমার পছন্দ কিছুটা অদ্ভুত। সেই কৃতজ্ঞতা অবশ্য ক্যামব্রিজের প্রফেসর কুইলার কাউচের, যিনি ‘কিউ’ হিসেবে পরিচিত। তবে তার সাথে আমার পরিচয়ের ঘটনাটা কিন্তু আরও অদ্ভুত। সতেরো বছর বয়সে একবার লাইব্রেরিতে তার সাথে ধাক্কা খেয়ে তাকে প্রায় ফেলেই দিয়েছিলাম। ভাবো! আর যদি চেহারার কথা বলো তবে বলব ব্রডওয়েতে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো মানুষ যতটা পরিপাটি হয়, আমার বেশভূষাও ঠিক ততটাই গোছালো! পোকা-খাওয়া সোয়েটার আর উলের চাদর পেঁচিয়ে গুটিশুটি হয়ে থাকলেও শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকি। কারণ দিনের বেলায় এখানে তাপের কোনো ব্যবস্থা সচল রাখা হয় না। লাল-ইটের একটা পাঁচতলা দালানের নিচতলায় আমার ঠিকানা। এখানকার বাকি বাসিন্দারা সকাল নটা বাজতে বাজতে কাজে বেরিয়ে পড়ে, বাড়ি ফেরে সন্ধ্যা ছটা নাগাদ। সুতরাং নিচতলায় থাকা আমার মতো এক কুঁড়ে চিত্রনাট্যকারের জন্য বাড়িওয়ালা পুরো বিল্ডিংয়ে তাপের ব্যবস্থা সচল রাখবে এটা তো আসলে আশা করা যায় না, তাই না?

বেচারা ফ্র্যাঙ্ক! আমি আসলেই ওনাকে বেজায় দৌড়ের উপর রাখি। সবসময়ই কিছু না কিছু নিয়ে তার উপর আমার হম্বিতম্বি চলতে থাকে। যদিও আমি বেশিরভাগ সময় মশকরা করি, তবুও আমি জানি উনি আমার প্রতিটা কথা বেশ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন, ঠাট্টা হিসেবে উড়িয়ে দেন না। আসলে আমি শুরু থেকেই ওনার ব্রিটিশ-স্বভাবসুলভ রক্ষণশীল আচরণে খেদ বের করার চেষ্টা করছি। আমার এহেন খোঁচাখুঁচিতে তার যদি পেটের পীড়া দেখা দেয়, তবে সেই দায়ভার মাথা পেতে নিতে আমি বাধ্য!

আর হ্যাঁ, অবশ্যই আমাকে লন্ডনের গল্প শোনাবে। আমি প্রায়শই এমন একটা দিনের স্বপ্ন দেখি যেদিন আমি বোট-ট্রেন থেকে কাদামাখা রাস্তায় প্রথমবারের মতন কদম রাখব। বার্কলি স্কয়্যার অবধি হেঁটে ফিরব, আর তারপর উইম্পোল স্ট্রিটের কানাগলি পেরিয়ে সেইন্ট পলে গিয়ে দাঁড়াব─যেখানটায় জন ডন একদিন এসেছিলেন। তারপর টাওয়ারে যেতে নারাজ এলিজাবেথ যে সিঁড়ির ধাপে এসে বসেছিলেন, আমিও সেখানে ঠিক তার মতোই মুখ ফুলিয়ে গিয়ে বসে পড়ব। যুদ্ধের সময় আমার এক পরিচিত খবরের কাগজের লোক কিছুদিন লন্ডনে ছিলেন। উনি মাঝে মাঝেই আমার সাথে আলাপ করেন। বলেন, পর্যটকেরা আগে থেকে সব ধারণা নিয়ে তবেই ইংল্যান্ডে ঘুরতে যায়। আর তাই গন্তব্য খুঁজে পেতে তাদের কোনো ঝক্কি পোহাতে হয় না। ওনার কথা শুনে আমি একদিন বললাম, অন্য কিছু নয়, আমি কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের ইংল্যান্ডকে খুঁজতে যাব। উত্তরে উনি বললেন:

“তবে সেখানেই তাকে পাবে।”

ইতি,

হেলেন হ্যানফ্

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

বেশ অনেকদিন পর আপনাকে লিখছি আমরা কিন্তু তাই বলে ভাববেন না আপনাকে আর আপনার চাওয়া বইগুলোর ব্যাপারে আমরা বেমালুম ভুলে বসে আছি।

যাই হোক, অক্সফোর্ড বুক অব ইংলিশ ভার্স বইটি আবার আমাদের স্টকে এসেছে। অরিজিনাল নীল কাপড়ে বাঁধাই করা, ইন্ডিয়া পেপারে ছাপানো বইটা ১৯০৫ সালের মুদ্রণ। বইয়ের শুরুর দিকের ফাঁকা কাগজে হালকা নীল কালির আঁকাজোকা আছে। এটা বাদ দিলে সেকেন্ডহ্যান্ড এই বইটাতে আর কোনো সমস্যা নেই। এটার দাম পড়বে ২ ডলার। পাঠানোর আগে আপনাকে বলা উচিত মনে হলো। এমনও হতে পারে আপনি ইতোমধ্যে বইটা কিনে ফেলেছেন।

কিছুদিন আগে নিউম্যানের আইডিয়া অব এ ইউনিভার্সিটি বইটির খোঁজ করছিলেন আপনি। বইটার একটা প্রথম সংস্করণের কপি আমাদের হাতে এসেছে। আপনি কি নেবেন? আমরা সদ্যই বইটা কিনেছি, আপনার সুবিধার্থে বইটার বিস্তারিত নিচে দিলাম-

নিউম্যান (জন হেনরি, ডি.ডি.)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ ও প্রকৃতি বিষয়ক বক্তৃতাসমূহ

ডাবলিনের ক্যাথলিকদের জন্য প্রেরিত

১ম সংস্করণ, ভলিউম ৮, ১৯৫২

দাম – ৬ ডলার

বইটার কিছু পৃষ্ঠা কালের বিবর্তনে বিবর্ণ। তবে বইটির বাঁধাই বেশ ভালো অবস্থায় আছে বিধায় বইটাকে প্রায় নতুনই বলা যায়।

আপনি যদি বইটি নিতে চান, অনুগ্রহ করে আমাদের জানাবেন। আপনার চিঠির অপেক্ষায় থাকলাম। আপনি না জানানো পর্যন্ত বইদুটো আমরা রেখে দিচ্ছি।

শুভেচ্ছান্তে,

বিনীত

ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল

মার্কস অ্যান্ড কো.-এর পক্ষে।

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৫০

*নিউম্যান’স ইউনিভার্সিটি-এর প্রথম মুদ্রণ নিয়ে বসে* আছে*, তাও* মাত্র *ছয় ডলারের বিনিময়ে! উপরন্তু কত* সাধু সেজে আমাকে *জিজ্ঞেস করছে,* আমি কি নেব*?*

সুধী ফ্র্যাঙ্ক,

হ্যাঁ, আমি অবশ্যই নিতে চাই। এটা না নিলে গলায় কলসি ঝুলানো ছাড়া আমার আর কোনো উপায় থাকবে না! প্রথম মুদ্রণ নিয়ে আমার কখনোই কোনো মাথাব্যথা ছিল না, কিন্তু ঐ বইয়ের প্রথম মুদ্রণ─বাপরে!

আমি মনে হয় এখনই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বইটা।

অনুগ্রহ করে অক্সফোর্ড ভার্সও পাঠিয়ে দেবেন। সত্যি বলতে, কোথায় গেলে কী পাব না পাব সে-সব নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনাও আর মাথায় আসে না আজকাল। কোথাও খুঁজতে যাই বললেও মিথ্যে বলা হবে। ছেঁড়া-ফাটা, ময়লা-মলিন বই কিনতে কেন অযথা ১৭ নম্বর স্ট্রিটে হন্যে হতে যাব? যেখানে আমি ঘরে বসে, টাইপরাইটারে খটখট করেই পরিচ্ছন্ন, সুন্দর বই হাতে পেয়ে যাচ্ছি! ভাবতেও অবাক লাগে জানেন। মাঝে মাঝে মনে হয় ১৭ নম্বর স্ট্রিটের চেয়ে লন্ডনই আমার হাতের নাগালে।

চিঠির সাথে আট ডলারের নোটটা যেন ঠিকঠাক পৌঁছায়, দোহাই উপরওয়ালার! আমি কি আপনাকে ব্রায়ানের মামলার ব্যাপারে জানিয়েছি? ছেলেটা লন্ডনের একটা কারিগরি বইয়ের দোকান থেকে পদার্থবিজ্ঞানের পাথরসম ওজনের কিছু বই কিনেছিল। ভাববেন না ব্রায়ান আমার মতো এলেবেলে গোছের অর্থদোষে দুষ্ট কোনো মানুষ! তার কেনা বইয়ের সেটটার দাম অনেক। রকাফেলার প্লাজায় গিয়ে লম্বা কাতারে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর গিয়ে ব্রায়ান মানিঅর্ডার করে, না ক্যাবল করে, যেভাবে পাঠানো হয় আর কী, সেভাবে টাকা পাঠিয়েছিল। ব্যবসায়ী হওয়ার সুবাদে সে এসব কাজে বেশ সচেতনও বটে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্থানান্তরের সময় ব্রায়ানের সেই মানিঅর্ডার হারিয়ে গেছে! রাজার পোস্টাল মানিঅর্ডার সার্ভিসের ‘জয়’ হোক!

এইচ এইচ

পুনশ্চ: প্রথম সংস্করণ হাতে পাওয়া উপলক্ষ্যে খুব সামান্য কিছু উপহার পাঠালাম। অবশেষে ওভারসিজ অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষ আমাকে আমার নিজস্ব ক্যাটালগ পাঠিয়ে দিয়েছে।

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

২ অক্টোবর, ১৯৫০

ডিয়ার হেলেন,

এই চিঠির সাথে যে ছবিদুটো পাঠাচ্ছি, ওগুলো কয়েক সপ্তাহ আগেই দোকানে এনে রেখেছিলাম আপনাকে পাঠাব বলে। কিন্তু এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে দম ফেলার সময় পাইনি, তাই আর ছবি দুটো পাঠানোর সুযোগও হয়ে ওঠেনি। ছবিদুটো নরফোকে তোলা, ওখানে ডগ (আমার স্বামী, পুরো নাম ডগলাস) রয়্যাল এয়ারফোর্সে কর্মরত আছে। দুটো ছবির একটাতেও আমাকে ভালো দেখাচ্ছে না, কিন্তু আমার কাছে আসলে বাচ্চাদের এর চেয়ে সুন্দর ছবি আর নেই। তবে শুধু ডগের যে ছবিটা আছে, ওটা আমার বেশ পছন্দের। ওখানে ডগকে দারুণ সুদর্শন লাগছে।

মাই ডিয়ার, আমি প্রার্থনা করি আপনার ইংল্যান্ডে আসার বাসনা যেন তাড়াতাড়ি পূরণ হয়। এক কাজ করছেন না কেন? কিছু টাকা পয়সা জমিয়ে পরের গ্রীষ্মেই চলে আসুন। মিডলসেক্সে আমার বাবা-মায়ের একটা বাড়ি আছে। আপনি আসলে কিন্তু ওখানেই থাকতে পারেন। আমার মা-বাবাও আপনাকে পেলে খুশি হবে নিঃসন্দেহে।

মেগান ওয়েলস (আমার বুকশপ মালিকের সেক্রেটারি) আর আমি আগামী জুলাইয়ে চ্যানেল আইল্যান্ডের জার্সিতে ঘুরতে যাচ্ছি। আপনি কিন্তু চাইলে আমাদের সাথে এখানে চলে আসতে পারেন। এখানে ঘুরে টুরে টাকা পয়সা যা বাচবে তা দিয়ে না-হয় মিডলসেক্সে আমাদের বাড়িতে মাসখানেক থেকে গেলেন?

এই যে, বেন মার্কস সাহেব উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছেন আমি কী লিখছি। শান্তিতে যে লিখব সে জো নেই। আজকের মতো এখানেই থামি তাহলে।

সেসিলি

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

অক্টোবর ১৫, ১৯৫০

আচ্ছা!

আমি আপনাকে এতটুকুই বলতে পারি, ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল, আমরা অবশ্যই একটা ঘুণেধরা, বঞ্চিত, বিধ্বংসী আর ঝলসানো সময়ে বাস করছি, যখন একটা বইয়ের দোকানকে─একটা ‘বইয়ের দোকান’─তাদের অসম্ভব সুন্দর পুরোনো বইয়ের পাতা ছিঁড়ে মোড়ক বানানো শুরু করতে হয়। এবারে জন হেনরি যখন বইয়ের ফ্যাকাশে পাতা থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম:

“আপনি কি এসব অলক্ষুণে কথা বিশ্বাস করতেন, জাহাঁপনা?” উনি বললেন, উনি কখনোই বিশ্বাস করতেন না। তার চেয়ে বড়ো কথা, আপনি বইটার এমন একটা জায়গায় ছিঁড়ে ফেলেছেন, তাতে এখন যুদ্ধ থেমে যাওয়ার দশা! আরও বেশি দুঃখজনক ব্যাপার, আমি জানিও না এখানে ঠিক কোন যুদ্ধটা লাগল!

নিউম্যান এসে পৌঁছেছে তাও একটা সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। তবে আমি এতদিনেও বিহ্বলতা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারিনি। বইটা আমার টেবিলেই রাখা। সারাটা দিনই সে আমার সাথে থাকে। আমি মাঝেমধ্যে টাইপরাইটারের খটখট বন্ধ করে বইয়ের মলাটে হাত বুলাই। প্রথম মুদ্রণ বলে নয়; আমি আসলে এত সুন্দর বই আগে কখনো দেখিনি। অবচেতনে আমার ভেতরে কিছুটা অপরাধবোধও কাজ করছে। এই দারুণ চকচকে চামড়ার বাঁধাই, মলাটে সোনালি জরির ছাপ, আর প্রচ্ছদের অত্যন্ত সুশোভিত অক্ষরবিন্যাস; যেন কোনো ব্রিটিশ সম্ভ্রান্ত বাড়ির দাবি নিয়ে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। সেখানে পাইনকাঠের মোটা তাকে সজ্জিত একটা পেল্লায় আকারের অভিজাত লাইব্রেরি থাকবে। চামড়ার আরাম কেদারায় কোনো উচ্চবংশীয় নাকউঁচু ভদ্রলোক আগুনের তাপ পোহাতে বসে বইটার পাতা মেলে ধরবে। তার বদলে এমন লাল-ইটের পুরোনো দালানে, একটা খুপরি ঘরের হাতবদল হওয়া স্টুডিও-সোফায় বসে পড়ার মতন মানুষের হাতে বইটির যে কোনোভাবেই মান রক্ষা হয় না!

আমি কিউ এন্থোলজি বইটা নিতে চাই। আপনার আগের চিঠিটা হারিয়ে ফেলেছি, তাই দামটা সঠিক মনে করতে পারছি না। যতদূর মনে পড়ছে দু’ডলার দাম হওয়ার কথা। আমি এবার দুই ডলারই পাঠাচ্ছি, যদি আরও প্রয়োজন হয় তবে জানাবেন অবশ্যই।

বইটা পাঠালে LCXII আর LCXIII নম্বর পৃষ্ঠা দিয়ে মুড়িয়ে পাঠাবেন। তাতে অন্তত আমি যুদ্ধের পরিণতি আর যুদ্ধের নামটা জানতে পারব।

এইচ এইচ

বি.দ্র.: স্যাম পেপিসের ডায়েরি আছে কি আপনাদের কাছে? শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যাগুলো কাটাতে ওনাকে এবার দরকার হবে।

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

১ নভেম্বর, ১৯৫০

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

আপনার চিঠির জবাব দিতে দেরি হলো, সে-জন্য দুঃখপ্রকাশ করছি। আমি আসলে সপ্তাহখানেকের বেশি সময় ধরে শহরের বাইরে ছিলাম। ফিরে এসে জমে থাকা চিঠি শেষ করতেই হিমশিম খেতে হচ্ছিল।

প্রথম কথা হচ্ছে, বইয়ের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে র‍্যাপিং করায় মন খারাপ করবেন না দয়া করে। ক্ল্যারেনডনস রেবেলিয়ন-এর যে পৃষ্ঠাগুলো আমরা আপনার বই র‍্যাপিং করার কাজে ব্যবহার করেছি ওগুলো আসলে আমাদের কাছে মলাটবিহীন দুটো খণ্ডের অংশ। ঐ খণ্ডদুটোর অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে ওটার জন্য সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ দুটো পয়সাও দেবে না।

দ্য কুইলার-কাউচ অ্যান্থোলজি আর দ্য পিলগ্রিমস ওয়ে, দুটোই আপনাকে বুকপোস্টের মাধ্যমে পাঠানো হলো। এ দুটোর দাম আসে ১.৮৫ ডলার। আপনার পাঠানো ২ ডলার দিয়ে এ দাম মিটেও কিছুটা রয়ে গেছে। ওটা আপনার অ্যাকাউন্টে অগ্রিম হিসেবে জমা থাকল। আমাদের স্টকে এই মুহূর্তে পেপিসের ডায়েরি নেই। তবে আপনার জন্য একটা কপি আমরা অবশ্যই খুঁজে দেখব।

শুভেচ্ছান্তে,

বিনীত

এফ. ডোয়েল

মার্কস অ্যান্ড কো.-এর পক্ষে।

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

শুনে খুবই ভালো লাগল যে কিউ অ্যান্থোলজি আপনার ভালো লেগেছে। দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, অক্সফোর্ড বুক অব ইংলিশ প্রোজ আমাদের স্টকে নেই। তবে বরাবরের মতো, আপনার জন্য বইটার এক কপি আমরা খুঁজে বের করব।

স্যার রজার ডি কভারলি পেপার্স-এর কথা বলছেন তো? ওটার ব্যাপারে যেটা বলতে চাই সেটা হলো, আমাদের কাছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রবন্ধের একটা সংকলন আছে। ঐ সংকলনে আপনার চাহিদার বেশ কিছু প্রবন্ধের পাশাপাশি চেস্টারফিল্ড আর গোল্ডস্মিথেরও কিছু প্রবন্ধ আছে। এই সংকলনটা সম্পাদনা করেছিলেন অস্টিন ডবসন এবং সংকলনের এই সংস্করণটাকে বেশ ভালো একটা সংস্করণ বলা যায়। আবার এটার দামও কম, মাত্র ১.৮৫ ডলার। বইটা আপনাকে বুকপোস্টের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলাম। অ্যাডিসন ও স্টিলের আরও কালেকশন যদি আপনার প্রয়োজন হয় জানাবেন, আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।

মিস্টার মার্কস আর মিস্টার কোহেনকে বাদ দিলে দোকানে সবমিলিয়ে আমরা ছয়জন।

বিনীত

ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল

মার্কস অ্যান্ড কো.-এর পক্ষে।

ইস্টকোট

পিনার

মিডলসেক্স

২০-২-৫১

প্রিয় হেলেন,

কাজটা চাইলে অনেকভাবেই করা যায় কিন্তু আমার আর মায়ের ধারণা, তোমাকে এখন যেভাবে বলছি এটাই সবচাইতে সহজ উপায়। প্রথমে একটা বড়ো বোলে আধ কাপ ময়দা, একটা ডিম, আধ কাপ দুধ, পরিমাণমতো লবণ─সবকিছু একসাথে নেবে। তারপর এ সবগুলো উপাদানকে একসাথে ফেটাতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো মিশ্রণটা একটা ঘন ক্রিমের মতো হয়ে না যায়। এবার এ মিশ্রণটা কয়েক ঘণ্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দিতে হবে (মিশ্রণ বানানোর কাজটা সকালে করলে ভালো হয়। তাহলে তুমি এবং মিশ্রণ দুজনেই পর্যাপ্ত সময় পাবে)। যখন তুমি রোস্টটা ওভেনে দেবে, তখন সাথে একটা অতিরিক্ত খালি প্যান ওভেনে দিয়ে দেবে। রোস্টটা হয়ে আসার আধঘণ্টা আগে, রোস্ট থেকে একটু তেল নিয়ে ঐ খালি বেকিং প্যানটাতে ঢেলে দেবে। একদমই অল্প, কোনোমতে স্রেফ প্যানের গা ছুঁয়ে থাকলেই হবে। প্যানটাকে কিন্তু অবশ্যই খুবই গরম হতে হবে। এবার প্যানে ঐ মিশ্রণটা ঢেলে দাও। ব্যস, রোস্ট আর পুডিং একসাথেই তৈরি হয়ে যাবে।

‘ইয়র্কশায়ার পুডিং’ যে কখনও দেখেনি, তৈরি হয়ে গেলে জিনিসটা দেখতে কেমন হবে সেটা তাকে বোঝানো একটু মুশকিল। তবে ঠিকঠাক বানাতে পারলে পুডিংটা বেশ ফুলবে। রঙটা হবে বাদামি আর খেতে বেশ মুচমুচে। পুডিংটাকে কাটা হলে দেখা যাবে ভেতরটা ফাঁপা।

ডগ এখনও নরফোকে রয়্যাল এয়ারফোর্সে আছে। সে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমার পাঠানো ক্রিসমাস টিনটা আমরা খুলছি না। কিন্তু আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি, টিনটা খোলার পর কী দারুণ উৎসবমুখর একটা পরিবেশ সৃষ্টি হবে! তবে আনন্দের সাথে তোমার খরচের কথা চিন্তা করে একটু যে খারাপ লাগছে না, তা না। তোমার এভাবে খরচ করাটা কিন্তু মোটেও কাজের কাজ হচ্ছে না।

ব্রায়ানের জন্মদিনের ডিনারের আগেই যেন এ চিঠিটা তোমার কাছে পৌঁছে, সে কারণে এখনই পোস্ট করে দিলাম। সময়মতো চিঠিটা তোমার হাতে পৌঁছলে জানিও তো। ভালোবাসা নিও।

সেসিলি

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

ফেব্রুয়ারি ২৫, ১৯৫১

প্রিয় সেসিলি,

ইয়োর্কশায়ার পুডিংটা চেটেপুটে খেয়েছি। আমেরিকায় তো এমন কিছু নেই, তাই একজনকে চেনাতে গিয়ে খুব বিপাকে পড়েছিলাম। শেষে বলেছি পুডিংটা ফোলা কিন্তু বাঁকানো, মসৃণ ও পুরবিহীন একটা ওয়াফেল।

খাবারের পার্সেল পাঠানোর খরচ নিয়ে একদম ভেবো না। ওভারসিজ অ্যাসোসিয়েশন আসলে অলাভজনক নাকি করমুক্ত প্রতিষ্ঠান, আমি ঠিক জানি না, কিন্তু তারা একেবারেই নগণ্য পারিশ্রমিকে কাজ করছে। পুরো ক্রিসমাস পার্সেল পাঠানোর চেয়ে আমার টার্কিটা কিনতেই বেশি খরচ পড়ে গেছে। তাদের কাছে কিছু দামি পার্সেলও আছে, তাতে স্ট্যান্ডিং রিব-রোস্ট আর ভেড়ার আস্ত পায়ের মতন খাবার থাকে। তবে সেগুলোও কসাইখানার থেকে কম দামেই পাওয়া যায়। এরপরেও যদি না পাঠাতে পারি তবে নিজের কাছেই যে খারাপ লাগবে। তবে ক্যাটালগ নিয়ে আমার সময় কিন্তু বেশ চলে যাচ্ছে। মেঝেতে ক্যাটালগের পাতা মেলে আলাদা আলাদা পার্সেলের বিবরণ দেখতে থাকি। পার্সেল ১০৫ (১-ডজন-ডিম-আর-১-টিন-মিষ্টি-বিস্কিট) আর পার্সেল ২১৭বি (২-ডজন-ডিম-আর-০-টিন-মিষ্টি-বিস্কিট) এর মধ্যে একসময় বিতর্ক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এক ডজন ডিমের পার্সেলগুলো আমার একেবারেই পছন্দ হয় না। এই ক’টা ডিম কি কারো বাড়ি নিয়ে যাবার মতন কোনো জিনিস হতে পারে? কিন্তু ব্রায়ান আবার বলছিল ডিমের গুঁড়ো হিসেবে যেটা পাওয়া যায় সেটা খেতে একদম কাগজে লাগাবার আঠার মতো স্বাদ। সে এক উভয় সংকট!

একজন প্রডিউসার ফোন করেছিলেন। তার সাথে অবশ্য আগে থেকেই পরিচয় ছিল। উনি একবার আমার লেখা একটা নাটক পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু তা আবার এমন পছন্দ নয় যাতে নাটকটা সঞ্চালনা করতে পারেন। কিন্তু এবার জানালেন উনি একটা টিভি সিরিজ নিয়ে কাজ করবেন, আর তাতে আমাকে চিত্রনাট্যকার হিসেবে চাইছেন, আমি টিভির জন্য চিত্রনাট্য লিখতে আগ্রহী কি না? তারপর শুধু বললেন, “দুটো নোট।” তার এমন দায়সারা আলাপে প্রথমে বুঝতে পারিনি উনি দুশো ডলার পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা বলেছেন। বোঝো অবস্থা! দুশো ডলার! তাও আবার আমার মতন হপ্তা প্রতি ৪০ ডলারে বেগাড় খাটা চিত্রনাট্যকারকে! কাল ওনার সাথে দেখা করতে যাব। দেখা যাক কী হয়!

ইতি,

হেলেন

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

৪ এপ্রিল, ১৯৫১

প্রিয় হেলেন,

তোমার পাঠানো অসম্ভব সুন্দর ইস্টার পার্সেলটা সহিসালামতে এসে পৌঁছেছে। তবে আমাদের সবার একটু মন খারাপ হয়েছে কারণ পার্সেল পাবার পরদিন সকালেই ব্যবসায়িক কাজে ফ্র্যাঙ্ককে শহর ছেড়ে যেতে হয়েছে। আর সে কারণেই বেচারা ফ্র্যাঙ্ক তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠিটাও লিখতে পারেনি। আর সে না লিখলে আমরা কেউ তো লিখতে পারি না তোমাকে, হাজার হোক তুমি হচ্ছো ‘ফ্র্যাঙ্কের মিস হ্যানফ্’। সাহস আছে কারো?

ওহ হো, মাংসের কথা তো বলিইনি। কী যে দারুণ ছিল ওটা! তবে আমি আবারও বলছি, তুমি কিন্তু আমাদের এই পার্সেল পাঠিয়ে পাঠিয়ে প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করছ। এটা কি ঠিক হচ্ছে? না জানি কতগুলো টাকা খসেছে তোমার পকেট থেকে। তোমার এই ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়া তো দূরে থাক, ধন্যবাদ জানানোর ভাষাই তো পাচ্ছি না। তোমার জন্য মন থেকে অনেক অনেক শুভকামনা থাকল।

এহ হে, বেন মার্কস একগাদা কাজ নিয়ে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। আজ তাহলে ক্ষান্ত দিলাম।

ভালোবাসা নিও।

সেসিলি

আর্ল’স টেরেস

কেনসিংটন হাই স্ট্রিট

লন্ডন, ডব্লিউ. ৮

৫ এপ্রিল, ১৯৫১

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, কিছুদিন আগে আপনি মার্কস অ্যান্ড কো.-এর জন্য যে ইস্টার পার্সেলটি পাঠিয়েছেন আমরা সেটা নিরাপদেই হাতে পেয়েছি। পার্সেলের প্রাপ্তিস্বীকার যদিও আপনাকে করা হয়নি কারণ ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল অফিসের ব্যবসায়িক কাজে আপাতত বাইরে আছেন।

আপনার পাঠানো মাংস দেখে আমরা সবাই কিছুক্ষণের জন্য হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আর সেই সাথে ডিম আর টিন তো আছেই। জানিনা আপনাকে কীভাবে ধন্যবাদ জানানো যায় তবু আমার মনে হলো চিঠি লিখে একটু চেষ্টা করা যেতেই পারে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রতি আপনার এই ভালোবাসা, মহানুভবতায় অনেক অনেক কৃতজ্ঞ।

আপনার ইংল্যান্ড আসার কথা শুনেছিলাম, আশা করি সেটা খুব দ্রুতই হবে। আপনার ইংল্যান্ড ভ্রমণ যাতে খুবই আনন্দময় হয় সে জন্য আমাদের দিক থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে।

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ,

মেগান ওয়েলস।

টানব্রিজ রোড

সাউথএন্ড-অন-সী

এসেক্স

৫ এপ্রিল, ১৯৫১

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

প্রায় দু’বছর ধরে আমি মার্কস অ্যান্ড কো.-তে একজন ক্যাটালগার হিসেবে দায়িত্বরত আছি। আপনি যে পার্সেলগুলো পাঠান; ওখানে থাকা মাংস, ডিম, টিনজাত খাবারের একটা অংশ আমিও নিয়মিত পেয়ে আসছি। আর সে কারণেই আজকে আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য এ চিঠি লিখতে বসেছি। জানিনা কৃতজ্ঞতার কতটুকু প্রকাশ করতে পারব তবু একটু চেষ্টা করি।

আমি আমার বাবার আন্টির সাথে থাকি। ওনার বয়স ৭৫ বছর। ওনার কথা চিঠিতে লেখার কারণ; আপনার পাঠানো মাংস আর অন্যান্য টিনজাত খাবার পেয়ে উনি যে কী পরিমাণ খুশি হোন, সেটা যদি আপনাকে কোনোভাবে দেখাতে পারতাম, তাহলে হয়তো আমরা যে কতটা কৃতজ্ঞ তার একটু ছিটেফোঁটা আপনি টের পেতেন। শত শত মাইল দূরে কোনো একজন মানুষ আছেন, যিনি কিনা আমাদের কোনোদিন চোখে দেখেননি, তবু আমাদের কথা ভেবে তিনি যে কত কিছু পাঠাচ্ছেন, কতটা ভালোবাসা আমাদের জন্য তার বুকে জমা আছে─এই ব্যাপারটা আমাদের বুকশপের প্রতিটা মানুষ অনুভব করি, একদম অন্তরের অন্তস্থল থেকে।

কখনও যদি লন্ডন থেকে আপনার কোনো কিছু নেওয়ার প্রয়োজন হয়, আপনি দয়া করে আমার কথা স্মরণ করবেন। আপনার জন্য বড়ো কিছু করবার ক্ষমতা হয়তো আমার নেই, তবু আপনার ভালোবাসার প্রতিদান দেবার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর সুযোগ পেলেও আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

শ্রদ্ধাসহ,

বিল হামফ্রিজ।

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

৯ এপ্রিল, ১৯৫১

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

মনে হয় আপনি একটু চিন্তিত, তাই না? এই যে একসাথে কতগুলো পার্সেল পাঠালেন অথচ আমাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্তি স্বীকার করে একটা শুকনো ধন্যবাদ জানিয়েও চিঠি লিখলাম না। হয়তো ভাবছেন, কেমন অকৃতজ্ঞ লোকজন রে বাবা! তবে এই প্রাপ্তি স্বীকার দেরি হবার পেছনের ঘটনাটা হলো, গত বেশ কিছুদিন ধরে আমি ইংল্যান্ডের এ মাথা থেকে ও মাথা চষে বেড়াচ্ছিলাম। উদ্দেশ্য, দেশের কোনা কোনা থেকে বই খুঁজে বের করা যাতে আমাদের দোকানের ফাঁকা হয়ে যাওয়া শেলফগুলো বই দিয়ে ভরে ফেলা যায়। আমার স্ত্রী তো আমাকে উপাধিই দিয়ে ফেলেছে, ‘ভবঘুরে’; যে শুধু বাড়ি ফেরে খাওয়া আর ঘুমানোর জন্য। কিন্তু আমি যখন বাড়ি ফিরে তার হাতে এক টুকরো সুন্দর মাংস তুলে দিলাম, তখন তার হাসিটা ছিল দেখার মতো (সাথে অবশ্য শুকনো ডিম আর হ্যামও ছিল)। আমার সব অপরাধ তখন মাফ না করে তার আর উপায় ছিল না। সত্যি বলতে দ্বিধা বা লজ্জা নেই; বহুদিন পরে এরকম এক টুকরো মাংস আমরা চোখে দেখলাম।

আপনার এই মহানুভবতার বিপরীতে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। এমনকি সে ধৃষ্টতা দেখানোর চেষ্টা করাও বোধহয় উচিত না। তবু আপনার জন্য বুকপোস্টের মাধ্যমে একটা ছোট্ট বই পাঠাচ্ছি। আপনি এলিজাবেথীয় যুগের প্রেমের কবিতার একটা বই চেয়েছিলেন না? ওরকমই একটা বই এটা। আশা করি বইটা আপনার পছন্দ হবে আর তাতেই হয়তো আমাদের সার্থকতা।

বিনীত

ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল

মার্কস অ্যান্ড কো.-এর পক্ষে।

****

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক সিটি

এপ্রিল ১৬, ১৯৫১

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোডের সকলের প্রতি:

অসাধারণ বইটির জন্য আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ। আমার এমন কোনো বইয়ের মালিকানা পাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি যার প্রতিটি পাতার প্রান্তগুলো এমন সোনালি রঙে মোড়ানো। আপনারা কি বিশ্বাস করবেন যে বইটা আমি আমার জন্মদিনে হাতে পেয়েছি?

বইয়ের পুস্তানিতে না লিখে আলাদা করে কার্ডে লেখার ঝক্কি পোহানোর কোনো দরকার ছিল না। যদিও মনে হয় আপনাদের বইবিক্রেতা সত্তা বইতে কোনো খুঁত হয়ে যাওয়ার ভয়েই কাজটা করতে পারেনি। কিন্তু যদি করতেন, সেটা খুঁত নয়, বরং বর্তমান মালিকের জন্য তা অমূল্য অলংকরণ হয়ে রইত। (হয়তো ভবিষ্যৎ মালিকের ব্যাপারেও কথাটা খাটে। পুস্তানির সাদা পৃষ্ঠায় লেখা উৎসর্জন, মার্জিনে লেখা ছোটোখাটো মন্তব্য, এসব আমার কাছে ঠিক বইয়ের মতোই মূল্যবান। আগের পাঠক হয়তো পড়তে পড়তে আমারই মতো কোনো পাতায় এসে আটকে গেছে। বইয়ের কোনো অনুচ্ছেদে এসে আমারই মতন থমকে যাওয়া কোনো পাঠক হয়তো আজ আর দুনিয়ায় নেই। তবুও বইয়ের পাতায় হাত বুলিয়ে তাদের সাথে আমার সখ্যতা গড়ে ওঠে। তারা সকলেই হয়ে ওঠেন আমার বইমিতা।)

আর আপনারা নিজেদের নাম স্বাক্ষর কেন রাখেননি বলুন তো? আহ হা! ফ্র্যাঙ্কের কাজ এটা, তাই না? আমার মনে হয় লোকটা বেশ হিংসুক! সে ছাড়া অন্য কাউকে আমি এমন প্রেমপত্র পাঠাই, ব্যাপারটা সে মোটেও হতে দিতে চায় না!

আমি আমেরিকার পক্ষ থেকে আপনাদের শুভকামনা জানাই; আপনাদের সখী সেই আমেরিকা, যে জাপান এবং জার্মানির পুনরুত্থানে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ঢেলে যাচ্ছে, যখন ইংল্যান্ড খাবারের এক দানার জন্য হাহাকার করছে। কোনো একদিন, উপরওয়ালার মর্জি হলে, আমি স্বয়ং ওখানে গিয়ে হাজির হব। আমার দেশের পাপের ভার নিতে না পারি, দেশের হয়ে ক্ষমাটুকু তো অন্তত চেয়ে নিতে পারব। (আর যতদিনে আবার নিজের দেশে ফিরে আসব, ততদিনে আমার পাপের জন্য হয়তো আমার দেশ ক্ষমা চেয়ে নেবে।)

আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বইটাকে ছলকে পড়া মদ আর সিগারেটের ছাইয়ের থাবা থেকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করব আমি, কথা দিলাম। তবে আপনারা যে এবার সত্যিই বানরের গলায় মুক্তোর মালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই!

আপনাদের একান্ত

হেলেন হ্যানফ্

ব্যাকস্টেজ

লন্ডন

সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৫১

সুহৃদ,

ডিকেন্সের বইয়ের পাতা থেকে বাস্তবিক জগতে উঠে এসেছে বললে বিন্দুমাত্রও ভুল বলা হবে না, বইয়ের দোকানটা যে এমনই! তুমি এখানে এলে সত্যিই দিশেহারা হয়ে যাবে।

দোকানের বাইরেও কিছু তাকে বই সাজিয়ে রাখা ছিল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে কিছু সময় সেগুলো হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলাম, যাতে বই দেখার উদ্দেশ্যেই আমার দোকানে আসার ব্যাপারটা পাকাপোক্ত হয়ে যায়। ভেতরটায় টিমটিমে আলো জ্বলছিল। দোকানের ভেতরে ঢোকার আগেই তুমি এর সুবাস টের পেয়ে যাবে। সে এক দারুণ সুগন্ধ! আমি লিখে বর্ণনা করে উঠতে পারছি না, কিন্তু সেই গন্ধে ধুলো-ময়লার সাথে জরা মিশিয়ে আছে, সাথে এসে জুড়েছে কাঠের তাক আর কাঠের মেঝের সোঁদা গন্ধ। দোকানের পেছনদিকটার বামপাশে একটা টেবিল রাখা, সেখানে বাতির পাশে এক ভদ্রলোক বসে কাজ করছিলেন। হোগার্থের মতন নাকওয়ালা লোকটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছিই হবে। লোকটা আমাকে দেখতে পেয়ে উত্তর-দেশীয় উচ্চারণে জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে সম্বোধন করল, “বিকেলের শুভেচ্ছা!” আমি জানালাম আমি দোকানটা ঘুরেফিরে দেখতে চাই। তখন লোকটা বলল, নিশ্চয়ই!

বইয়ের তাক যেন শেষ হচ্ছিল না, সবকটা তাক ছাদ অবধি গিয়ে ঠেকেছে। সে-সব বেশ পুরোনো আর ম্যাড়মেড়ে। কোনো একসময় হয়তো ওক কাঠের উজ্জ্বল রঙের তাক ছিল, কালের পরিক্রমায় ধুলো জমে তাদের রং এখন বিবর্ণ। একপাশে প্রিন্ট সেকশন দেখতে পেলাম। বরং বলতে পারো একটা লম্বা প্রিন্ট টেবিল। ক্রুকশ্যাঙ্ক থেকে র‍্যাকহাম, সাথে স্পাই আর আরও অনেক পুরোনো ইংরেজ ক্যারিকেচারিস্ট আর অঙ্কনশিল্পীর কাজ রাখা। তাদের বেশিরভাগকেই চেনার মতন জ্ঞান আমার নেই। ওখান অনেক পুরোনো সচিত্র ম্যাগাজিনও থরে থরে সাজিয়ে রাখা।

প্রায় আধ ঘণ্টামতন অপেক্ষা করে ছিলাম, কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক বা মেয়েদের কাউকে দেখতে পাইনি। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন বাজে একটার কাছাকাছি, সে-সময় হয়তো সবাই দুপুরের খাবারের জন্য বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু আমার আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার সুযোগ ছিল না।

দেখতেই পাচ্ছ, তেমন একটা চাঞ্চল্যকর বিজ্ঞপ্তি ছাপায়নি, তবে আমাদের জানিয়েছে অন্তত সামনের কটা মাস ঝক্কি-ঝামেলা ছাড়াই চলে যাবে। তাই শেষমেশ গতকাল থেকে অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজতে লেগে পড়েছিলাম। নাইটসব্রিজের পাশে একটা ছোট্ট দেড় কামরার বাসা পেয়েও গেছি। আমার কাছে এখন বাড়ির ঠিকানা নেই, আমি তোমাকে পরে জানিয়ে দিব, কিংবা মাকে ফোন করে শুনে নিতে পারো।

খাবারের কোনো সমস্যা নেই এখানে। রেস্তোরাঁ আর হোটেলে খেয়ে দিব্যি দিন পার হয়ে যাচ্ছে। ক্ল্যারিজ-এর মতন নামকরা জায়গাগুলো তাদের চাহিদামতো রোস্ট বিফ আর বিফ চপস রাখে। সবকিছুর আকাশছোঁয়া দাম হলেও এক্সচেঞ্জ রেট ভালো থাকায় আমরা দই-খই করেই চলতে পারছি। আমি যদি ইংরেজ হতাম, তবে অবশ্যই এখানে আমাদের খুব একটা ভালো চোখে দেখতাম না। অথচ দেখো, এখানে সবাই আমাদের সাথে কতটা অমায়িক ব্যবহার করে! প্রত্যেকের বাড়িতে-বাড়িতে, প্রত্যেকের ক্লাবে-ক্লাবে আমাদেরকে ইতোমধ্যেই নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়ে গেছে।

এখানে একমাত্র একটা জিনিস আমরা হাতের নাগালে পাইনি, তা হলো চিনি বা মিষ্টি জাতীয় যে-কোনো কিছু। এজন্যে অবশ্য খুব বেশি আফসোস নেই, বরং সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়, কারণ এখানে এসে দশ পাউন্ড ওজন কমাবো বলেই পণ করেছিলাম।

আমাকে লিখবে অবশ্যই।

বিনীতা,

ম্যাক্সিন



**মার্কস অ্যান্ড কো.-এর অভ্যন্তরীণ চিত্র (১৯৭০ সাল)।**

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক সিটি

সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৫১

ম্যাক্সিন,

তোমার অন্তরের এই সৌন্দর্য চিরঞ্জীব হয়ে থাকুক। কী দারুণ তোমার অভিব্যক্তির প্রকাশ! আমি মুগ্ধ! তোমার লেখার গুণ আমাকেও ছাপিয়ে গেছে।

আমি তোমার ঠিকানা জানতে তোমার মাকে ফোন করেছিলাম। উনি তোমাকে জানাতে বলেছেন তোমার চিনির কিউব আর নেসলে বারগুলো পাঠানো হয়েছে। এদিকে আমি ভাবলাম তুমি ডায়েটে আছো!

আমি ৯৫ স্ট্রিটে “অ্যাডভেঞ্চারস অব এলারি কুইন” টিভি সিরিজের চিত্রনাট্য নিয়ে পড়ে আছি, আর তুমি কি না আমার বইয়ের দোকানে গিয়ে ঘুরে এলে? উপরওয়ালার এ কেমন অবিচার! আমি কি তোমাকে আমাদের সেট-সমাচার নিয়ে কিছু বলেছি? জানো আমরা কেউই লিপস্টিকের ছাপ পড়া কোনো সিগারেট সেটে রাখতে পারি না। ‘বায়ুক সিগার কোম্পানি’ আমাদের স্পন্সর করছে। আর এজন্যে আমরা “সিগারেট” শব্দটা মুখেও আনতে পারি না। সেটে ছাইদানি রাখার অনুমতি আছে, কিন্তু তাতে সিগারেট-উচ্ছিষ্টের কোনো চিহ্ন থাকা চলবে না। শুধু সিগারেট-বাট পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা থেমে নেই, সিগার-বাটও সেখানে থাকার অনুমতি পায়নি। কারণ? কারণ তারা দেখতে মোটেও আকর্ষণীয় নয়। সুতরাং, সেটের উচ্চমার্গীয় এসব ছাইদানিতে থাকার ছাড়পত্র পেয়েছে শুধু অস্পৃশ্য, অক্ষত বায়ুক সিগার।

গিয়েলগাডের সাথে ক্ল্যারিজে ভালোই আড্ডা দিচ্ছ তাহলে!

আমাকে লন্ডনের গল্প শোনাবে—টিউব, কোর্টের ইনস, মেফেয়ার, গ্লোব থিয়েটারের জায়গাটা, সবকিছু; আমার কোনো বাছ নেই। নাইটসব্রিজের কথা লিখতে ভুলো না। এরিক কোটসের লন্ডন সুইট গানটা শুনে তো মনে হয়েছে সবুজে ভরা জায়গাটা নয়নাভিরাম সুন্দর একটা জায়গা। লন্ডন এগেইন সুইট শুনেও একই অনুভূতি পেয়েছি আমি।

এইচ এইচ

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক সিটি

অক্টোবর ১৫, ১৯৫১

এ আবার কেমন ধারা পেপিস ডায়েরি?

এটা মোটেও পেপিস ডায়েরি না। এটা বড়োজোর কোনো মাতব্বর সম্পাদকের অথর্ব হাতের কাজ! পেপিস ডায়েরি থেকে উদ্ধৃতি তুলে নিয়ে নামমাত্র একটা সংকলন দাঁড় করিয়েছে। এসব লোকের পচে মরা উচিত!

রাগে আমার গা রিরি করছে!

জানুয়ারি ১২, ১৬৬৮ তারিখের পাতাটা কোথায়? যেখানে তার বউ তাকে বিছানা থেকে তুলে তপ্ত-গরম খুন্তি হাতে তাড়া করেছিল?

স্যার ডব্লিউ. পেনের ছেলে কই গেল যে কোয়েকার মতবাদ শুনিয়ে শুনিয়ে সবাইকে জ্বালিয়ে মারছিল? এই বই নামের কলঙ্কে কি একটাবার তার উল্লেখ আছে?

ডলারের দুটো নোট পাঠালাম। যতদিন না আসল পেপিস ডায়েরি পাঠাচ্ছেন, ততদিন না-হয় এ দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব। এরপর এই আপদ বইটার প্রতিটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে সেগুলো দিয়ে উপহার মুড়িয়ে এটার সদ্‌গতি করব।

এইচ এইচ

পুনশ্চ: এবার ক্রিসমাসে টাটকা ডিম না গুঁড়ো ডিম পাঠালে ভালো হয়? আমি জানি গুঁড়ো বেশিদিন ভালো থাকে, কিন্তু “ডেনমার্ক থেকে আমদানি করা খামারের টাটকা ডিম” এর স্বাদ বেশি ভালো হবার কথা। সবার কাছ থেকে ভোট নিয়ে দেখবেন নাকি?

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

২০ অক্টোবর, ১৯৫১

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

চিঠির শুরুতেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি পেপিসের কপিটার জন্য। আমি সত্যিই ভেবেছিলাম আপনাকে পাঠানো বইটা পূর্ণাঙ্গ ব্রেব্রুক সংস্করণ। কিন্তু আপনার পছন্দের লেখাগুলো ওখানে না থাকায় আমি বুঝতে পারছি আপনি কতটা হতাশ হয়েছেন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার চিঠিতে লেখা চাহিদা মোতাবেক বইটা আমি অবশ্যই খুঁজে বের করব আর পেলে ডান বাম না দেখে পাঠিয়ে দেবো।

আপনাকে জন্য একটা সুসংবাদ আছে আর সেটা দিতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগছে। খবরটা হলো, আমরা একটা ব্যক্তিগত লাইব্রেরির বই কিনেছি আর সেখানে আপনার পছন্দের কিছু বই পেয়ে গেছি। সেখানে লেই হান্টের একটা বইও পেয়েছি। ওটাতে আপনি যে-সব প্রবন্ধের কথা বলেছিলেন, তার বেশিরভাগই আছে। ঐ সংগ্রহে ভালগেটের নিউ টেস্টামেন্টও পেয়ে গেছি। সাথে পেয়েছি একটা ডিকশনারি যেটা আমার ধারণা আপনার কাজে আসবে। আর ওখানে বিংশ শতাব্দীর ইংরেজি প্রবন্ধ সমগ্রও আছে, যদিও ওটাতে হিলেইর বেলোকের লেখা একটা প্রবন্ধই আছে (ভালো কথা, টয়লেট্রিজ জিনিসপত্র বানায় যে বেলোক, এ বেলোক কিন্তু সে বেলোক না)। বরাবরের মতো বইগুলোর সাথে রসিদটাও পাঠিয়ে দিলাম। সবমিলিয়ে হয়েছে ১৭ শিলিং ৬ পেনি, যেটা আমেরিকান হিসেবে হয় আড়াই ডলারের মতো। আপনার যে অগ্রিম ২ ডলার দেওয়া ছিল, এ হিসাবটা ঐ ২ ডলার বাদেই করা হয়েছে।

বইপত্রের কথা বাদ দিয়ে এবার ডিমের ব্যাপারে আসা যাক। আমি বাকিদের সাথে কথা বলে যেটা বুঝলাম, সবার ধারণা টাটকা ডিম পাঠালেই ভালো হবে। যদিও আমরা সকলেই আপনার সাথে একমত যে, টাটকা ডিম বেশিদিন ভালো থাকে না, তবু যতদিন থাকে ততদিন ওগুলোর স্বাদের কোনো তুলনা হয় না।

আমরা সবাই আশা করছি নির্বাচনের পরে ভালো দিন আসবে। চার্চিল ও তার দল যদি নির্বাচনে জেতে (আমার ধারণা তারাই জিতবে, তাদেরই জেতা উচিত), সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচবে।

শুভেচ্ছাসহ

বিনীত

ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল

মার্কস অ্যান্ড কো.-এর পক্ষে।

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক সিটি

নভেম্বর ২, ১৯৫১

ওহে আমার তেজি ঘোড়া,

তোমার লাগামখানি একটু টেনে ধরো! তোমার এই তড়িৎ গতির বেগ তো আমি সামলে উঠতে পারছি না হে! তুড়ি মেরে যেভাবে লেই হান্ট আর ভালগেট পাঠিয়ে দিলে! তবে তোমার হয়তো মনে নেই, আমি বই দুটো আরও বছর দুয়েকের বেশি সময় আগে চেয়ে রেখেছিলাম। অগত্যা সাবধান করতেই হচ্ছে, এমন তুফান বেগে চলতে থাকলে না জানি কবে আবার তোমার হৃদকলটা অকেজো হয়ে পড়ে!

একটু বেশি কড়া হয়ে গেল বোধ হয়, না? তুমি আমার জন্য কত ঝামেলা পোহাও, আর এদিকে আমার অকৃতজ্ঞ সত্তা তোমাকে একটিবারের জন্যেও কোনো সাধুবাদ দিতে পারল না, উলটো তোমাকে খুঁচিয়েই যাচ্ছে। যাকগে! আজ তবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। তোমার কাজের প্রতি এই নিষ্ঠা, এতটা পরিশ্রম দিয়ে তুমি আজীবনের জন্য আমাকে ঋণী করে ফেলেছ।

এবার তিন ডলার পাঠালাম। প্রথম নোটটার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। অনেক কসরত করেও হাত থেকে ফসকে যাওয়া কফির দাগটা তুলতে পারলাম না। তবে তোমাদের জন্য সেটা কোনো সমস্যা হবে না আশা করি।

আচ্ছা, তোমাদের কাছে কি হার্ড-কাভারের কোনো ভোকাল স্কোর থাকার সম্ভাবনা আছে? যেমন বাখের সেইন্ট ম্যাথিউ প্যাশন আর হ্যান্ডেলের মেসিয়া? আমি এখানে শারমারেও পাব হয়তো। কিন্তু আমার বাড়ি থেকে অন্তত পঞ্চাশ ব্লক দূরে যেতে হবে। তাই ভাবলাম তোমাদের একবার জিজ্ঞেস করে দেখি।

চার্চিল অ্যান্ড কো.-এর জন্য শুভকামনা। আশা করি উনি তোমাদের রেশনের ঝুলিটা আরেকটু ভরিয়ে দিবেন।

আরেকটা কথা। আচ্ছা বলো তো, তোমার নামটা কি ওয়েলশ?

এইচ এইচ

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

৭ ডিসেম্বর, ১৯৫১

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

আপনি শুনে খুশি হবেন যে, আপনার পাঠানো দুই বাক্স ডিম আর গরুর জিভের টিনগুলো নিরাপদে এসে পৌঁছেছে। একই কথা বারবার বলে ফেলছি তবুও, আপনার এই উদারতার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে আমাদের যে ঋণী করেই চলেছেন, তার বিনিময়মূল্য দেওয়া সম্ভব না হলেও আমাদের সকলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানবেন।

মিস্টার মার্টিন (আমাদের পুরোনো কর্মচারীদের মাঝে একজন) বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ। তাই আমরা ঠিক করলাম, ডিমের সিংহভাগ আমরা তাকে দেবো। যেই ভাবা সেই কাজ, একটা গোটা বাক্স তাকে দেওয়া হলো। ওটা পেয়ে তার আনন্দ আর দেখে কে! আর গরুর জিভের টিনগুলো দেখে আমরাও আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছি। ওগুলো আমাদের সবার রান্নাঘরের কাবার্ডের শ্রীবৃদ্ধি করবে। আর আমারটার কথা তো আমি আপাতত ভুলেই যাব, শুধুমাত্র বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যই পারবে ওটার কথা আমাকে মনে করাতে।

কাজের কথায় আসি। লোকাল যত মিউজিক শপ আছে, আমি সবকটাতে আপনার কাঙ্ক্ষিত জিনিসের খোঁজ করে দেখলাম। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, মেসিয়া বা বাখের শক্ত কাভারওয়ালা সেইন্ট ম্যাথিউ প্যাশন রেকর্ডের একটা সেকেন্ডহ্যান্ড কপিও চোখে পড়ল না যেটা ভালো অবস্থায় আছে। আরেকটু খোঁজাখুঁজি করে যেটা বুঝলাম, রেকর্ড কোম্পানির কাছে এগুলোর নতুন সংস্করণই আছে। নতুনের দাম যদিও খানিকটা বেশি মনে হলো, তবু কিনে নিলাম। বুকপোস্টের মাধ্যমে ওগুলো ইতোমধ্যে আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনি যে-কোনো দিন হাতে পেয়ে যাবেন আশা করি। দাম পড়েছে ১ পাউন্ড ১০ শিলিং (আমেরিকান ডলারে হয় ৪ ডলার ২০ সেন্টস), বরাবরের মতো বইয়ের সাথেই রসিদটা আছে।

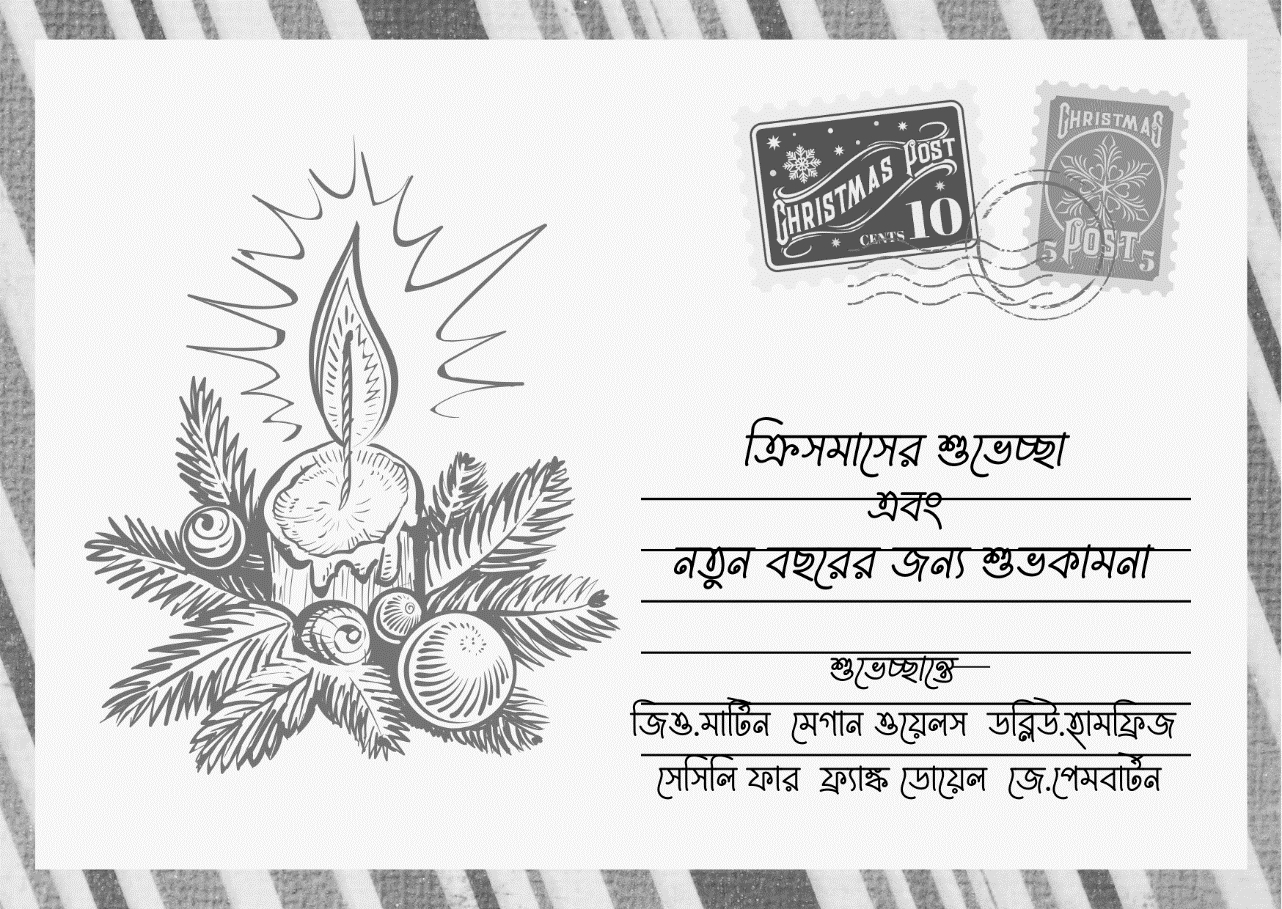
ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য একটা ছোট্ট উপহার পাঠাচ্ছি। উপহারটা হলো, লিনেনের এক প্রস্থ কাপড়। উপহারের প্যাকেটটার গায়ে ‘ক্রিসমাস গিফট’ কথাটা লিখে দিয়েছি এবং আশা করছি এটার জন্য আপনাকে কোনো শুল্ক গুনতে হবে না। বাকিটা ওপরওয়ালা জানেন। যাইহোক, আমাদের ধারণা উপহারটা আপনার পছন্দ হবে এবং উপহারের সাথে সাথে আপনার জন্য রইল ক্রিসমাস এবং আসছে বছরের আন্তরিক শুভকামনা।

আমার নাম ওয়েলশ থেকে উদ্ভূত না। তবে যেহেতু আমার নামটা ফরাসি শব্দ ‘নোয়েল’ এর সাথে মিল রয়েছে, সেহেতু এটার উদ্ভব ফ্রান্স থেকে হলেও হতে পারে।

বিনীত

ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল।

মার্কস অ্যান্ড কো.-এর পক্ষে।



[ভারী এমব্রয়ডারি কাজের আইরিশ সুতি কাপড়ের টেবিলক্লথ-সমেত পাঠানো কার্ড]:

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

১৫ জানুয়ারি, ১৯৫২

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

চিঠির শুরুতেই বলি, লিনেনের কাপড়টা আপনার পছন্দ হয়েছে জেনে আমরা সবাই খুব আনন্দিত। আপনাকে ওটা পাঠাতে পেরে আমাদেরও ভীষণ ভালো লেগেছে। আমাদের পক্ষ থেকে পাঠানো এই উপহারটা গত কয়েকবছর ধরে আমাদেরকে আপনার পাঠানো উপহারগুলো বিনিময়ে ধন্যবাদ জানানোর একটা ব্যর্থ প্রয়াস শুধু। একটা ব্যাপার জেনে আপনি হয়তো অবাক হবেন। আপনাকে যে কাপড়টা পাঠানো হয়েছে এটাতে যে এমব্রয়ডারিটা করা হয়েছে ওটা খুব বেশিদিনের পুরানো না। যিনি এটা করেছেন, তিনি একজন ৮০ বছরের বৃদ্ধা। থাকেন আমার পাশের ফ্ল্যাটে (আপনারা যাকে অ্যাপার্টমেন্ট বলেন)। ভদ্রমহিলা একাই থাকেন এবং এই হাতে করা এমব্রয়ডারির কাজ প্রচুর করেন তিনি। এটাকে তার শখ বলা যেতে পারে। কিন্তু তার হাতের কাজের এই জিনিসগুলো স্রেফ নিজের জন্যে করেন, কাউকে ঘুণাক্ষরেও দেন না। কিন্তু অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পরে আমার স্ত্রী এটা বিক্রি করতে তাকে রাজি করিয়েছে। অবশ্য এই কাঠখড়ের মধ্যে আপনার পাঠানো শুকনো ডিমগুলোও ছিল।

আপনাকে যদি গ্রোলিয়ার বাইবেলটা পরিষ্কার করতেই হয়, সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে পরামর্শ দেবো সাধারণ সাবান আর পানি ব্যবহার করতে। এক পাইন্ট হালকা গরম পানির মধ্যে এক চা-চামচ সোডা ভালো করে মিশিয়ে নেবেন আর তারপর পরিষ্কার করতে স্পঞ্জ ব্যবহার করবেন। আস্তে আস্তে ঘষলে দেখবেন ময়লা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে। এরপর সম্ভব হলে, অল্প একটু ল্যানোলিন তেল দিয়ে পালিশ, ব্যস।

জে. পেম্বারটন আসলে একজন মহিলার নাম, এখানে ‘জে’ হচ্ছে জ্যানেটের আদ্যক্ষর।

আসন্ন নতুন বছরের জন্য আমাদের সকলের পক্ষ থেকে রইল শুভকামনা।

বিনীত

ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল

মার্কস অ্যান্ড কো.-এর পক্ষে।

৩৭ ওকফিল্ড কোর্ট

হ্যাজেলমেয়ার রোড

ক্রাউচ এন্ড

লন্ডন, এন. ৮

২০-১-১৯৫২

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

অনেকদিন ধরেই আপনাকে লিখব ভাবছিলাম। লিখতে চেয়েছি আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য। যে চমৎকার খাবারের পার্সেলগুলো আপনি মার্কস অ্যান্ড কো.-তে পাঠান, তার ভাগ এসে আমাদের পরিবারের দোরগোড়ায়ও পৌঁছায়। তবে এতদিন চিঠি লিখব লিখব করে লেখা না হলেও, আজকে যখন ফ্র্যাঙ্কের কাছ থেকে শুনলাম আপনি সেই ভদ্রমহিলার নাম-ধাম জানতে চান যিনি কাপড়ে এমব্রয়ডারির কাজটা করেছেন, তখন ভাবলাম আপনাকে লেখার এমন সুযোগ মিস করাটা ঠিক হবে না। এমব্রয়ডারি কাজটা দারুণ ছিল, তাই না?

ভদ্রমহিলার নাম মিসেস বোল্টন। আমাদের পাশের ফ্ল্যাট ৩৬ নং ওকফিল্ড কোর্টে থাকেন। উনি যখন জানতে পারলেন, ওনার হাতের কাজটা আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছে, উনি তো ভীষণ অবাক হয়েছেন। আমি নিশ্চিত তিনি যখন শুনবেন তার কাজটা আপনি পছন্দ করেছেন, তখন খুব খুশি হবেন।

শুনলাম আরও কিছু গুঁড়ো ডিম নাকি পাঠাবেন? ধন্যবাদ ডিমের জন্য যদিও বেশ কিছু ডিম এখনও অবশিষ্ট আছে। এই দিয়েই বসন্তকালের আগ পর্যন্ত চালিয়ে নেওয়া যাবে। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবশ্য ডিম নিয়ে খুব একটা ভাবা লাগে না যেহেতু ঐ সময়ের রেশনেও ডিম বরাদ্দ থাকে। মাঝে মধ্যে প্রয়োজনীয় ডিম রেখে তার বদলে অন্য জিনিস অদল-বদল করি আমরা। এই যেমন, একবার এক টিন শুকনো ডিমের বদলে এক জোড়া নাইলনের মোজা নিয়ে নিয়েছিলাম। কাজটা যদিও লিগ্যাল না কিন্তু জীবনধারণের জন্য এমন টুকটাক কাজ মনে হয় করাই যায়।

আমাদের ছোট্ট পরিবারের কিছু ছবি আপনাকে শীঘ্রই পাঠাব। আমাদের বড়ো মেয়ে শীলা, গত আগস্টে ১২ বছর পূর্ণ করে ১৩-তে পড়েছে। ও অবশ্য আমার নিজের মেয়ে না, ফ্র্যাঙ্কের আগের ঘরের। ফ্র্যাঙ্ক তার ১ম পক্ষের স্ত্রীকে যুদ্ধের সময় হারিয়েছে। আর আমাদের ছোটো মেয়ে মেরির বয়সে গত সপ্তাহে ৪ পূর্ণ হলো। ৪ দিয়ে মনে পড়লো, গত মে মাসে শীলা একটা কান্ড ঘটিয়েছে। সে যে কনভেন্ট বোর্ডিং স্কুলে পড়ে সেখানকার নানদের বলেছে, এবারে বাবা-মা এর বিবাহবার্ষিকীতে সে তার বাবা-মা’কে কার্ড পাঠাবে। তার বয়স ১২ বছর, আর তার বাবা-মা এর বিয়ের বয়স ৪ বছর, বুঝতে পারছেন বিষয়টা? কনভেন্ট স্কুলের নান’রা জিনিসটাকে শুরুতে কীভাবে নিয়েছিল? পরে অবশ্য তাদের বোঝাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।

মেলা বকবক করলাম, এবার তাহলে বিদায়। বিদায়ের আগে আপনাকে জানাই নতুন বছরের অনেক অনেক শুভকামনা। শুভকামনার সাথে এই কামনাও করছি যেন আপনাকে শীঘ্রই ইংল্যান্ডের মাটিতে দেখার সৌভাগ্য হয়।

ইতি

নোরা ডোয়েল।

৩৬ ওকফিল্ড কোর্ট

হ্যাজেলমেয়ার রোড

ক্রাউচ এন্ড

লন্ডন, এন. ৮

২৯ জানুয়ারি, ১৯৫২

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

চিঠির জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার কাজ করা কাপড়ের টুকরাটা যে আপনার এত ভালো লেগেছে আর সেটা যে আপনি অকুণ্ঠচিত্তে জানিয়েছেন, তাতে আমি সত্যিই ভীষণ খুশি হয়েছি। মাঝে মাঝে মনে হয়, আহা, যদি আরও বেশি কাজ করতে পারতাম! মিসেস ডোয়েল আপনাকে সম্ভবত বলেছে যে, আমার বয়েস হয়ে গেছে। আগে যেমন কাজ করতে পারতাম এখন চাইলেও আর সে-রকম পারি না। আর কেউ যখন আমার কাজ দেখে ভালোলাগার কথা জানায় তখন মনে হয়, এই বয়সে এসে কী-ই বা চাইবার আছে?

মিসেস ডোয়েলের সাথে প্রায় প্রতিদিনই আমার দেখা হয় আর তখন প্রায়ই আপনার ব্যাপারে শুনি। ইংল্যান্ডে আসলে হয়তো শুধু শোনা না, আপনার সাথে দেখাটাও হয়ে যাবে।

আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি।

শুভেচ্ছান্তে

মেরি বোল্টন

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

ফেব্রুয়ারি ৯, ১৯৫২

দু-দণ্ড আগে শোনো ম্যাক্সিন─

আমি মাত্র তোমার মায়ের সাথে কথা বললাম। ওনার মারফতে জানলাম তুমি ধারণা করছ অনুষ্ঠানটা সামনে আর এক মাসও চলবে না। আর এদিকে তুমি দু’ডজন নাইলন জোড়া নিয়ে গিয়ে বসে আছো! তাই আমার একটা উপকার করতে অনুরোধ করছি। অনুষ্ঠানের ক্লোজিং ঘোষণা পাওয়ার সাথে সাথে চারজোড়া নাইলন নিয়ে বইয়ের দোকানে দিয়ে আসবে। দোকানে গিয়ে ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েলকে খুঁজে বের করে তার হাতেই দেবে, আর বলবে ওগুলো তার স্ত্রী নোরা আর তার তিন মেয়ের জন্য।

তোমার মা ওগুলোর জন্য টাকা দিতে নিষেধ করে দিয়েছে। গেলবারের গরমে সে নাকি নাইলনগুলো স্যাকস-এর ক্লোজ-আউট মূল্যছাড়ে বেশ কমে কিনেছিল। তোমার মা এবার ওগুলো দান করতে চান। ব্রিটিশদের প্রতি তার সহমর্মিতা এতদিন বাদে উতলে উঠছে!

এবারের ক্রিসমাসে দোকান থেকে আমাকে কী পাঠিয়েছে দেখলে তুমি ভিরমি খাবে! আইরিশ ঘরানার সুতি কাপড়ের একটা টেবিলক্লথ। ঘন ক্রিম-রঙা কাপড়ে পুরোনো দিনের নকশায় বাহারি রঙের ফুল-পাতা হাতে সেলাই করা। প্রতিটা ফুলের রং আলাদা। সেই সাথে আলো-ছায়ার খেল ফুটিয়ে তুলতে দারুণ সুচারুভাবে হালকা থেকে গাঢ় রঙের সুতার ব্যবহারও করা হয়েছে। তুমি জীবনে এত চমৎকার কিছু দেখনি, আমি নিশ্চিত! শুধু তুমি না, ভাড়ার দোকান থেকে জোগাড় করে আনা আমার ড্রপ-লিফ[[5]](#footnote-5) টেবিলটাও এমন কিছু কখনও দেখেনি। কাপড়টা দেখে আমার মনে অন্যরকম খায়েশ জাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে, একটা ঢিলেঢালা, হাওয়ায় উড়তে থাকা ভিক্টোরিয়ান হাতার জামা থেকে হাতদুটো শৈল্পিক আঙ্গিকে বের করে আনি। তারপর টেবিলে থাকা কাল্পনিক জর্জিয়ান কেতলি থেকে চা ঢালার সুচারু ভঙ্গিমায় একটা হাত তুলে ধরে রাখি! তুমি বাড়ি আসামাত্র আমরা স্ট্যানিস্ল্যাভস্কির কোনো নাটক শুরু করছি।

এলারি আমার পারিশ্রমিক বাড়িয়ে স্ক্রিপ্টপ্রতি ২৫০ ডলার করে দিয়েছে। জুন অবধি এমন ক্রমবর্ধমান অবস্থা চলতে থাকলে আমি সশরীরে ইংল্যান্ডে হাজির হয়ে বইয়ের দোকানটা নিজেই ঘুরে দেখতে পারব। অবশ্য যদি আমার সাহসে কুলায় আর কী! ৩০০০ মাইল দূরে বসে আমি যে-সব সাংঘাতিক চিঠি পাঠাই, তাতে করে হয়তো কোনোরকম পরিচিতি না দিয়ে দোকানটা ঘুরেফিরে চলে আসাটাই আমার জন্য সমীচীন হবে।

আমি ভেবে পাচ্ছি না তুমি দোকানির কথা কেন বুঝতে পারলে না! সে তো ওটাকে ‘গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড নাট’ বলেনি, সে বলেছে ‘গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড-নাট’, যেটা বলাতে কোনো ভুল নেই। চীনাবাদাম মাটিতে হয়, তাই চীনাবাদামকে ‘গ্রাউন্ড-নাট’ বলা যায়। আবার সেগুলো মাটি থেকে তুলে গুঁড়ো করলে তুমি ‘গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড-নাট’ পেয়ে যাচ্ছ। ‘পিনাট বাটার’ এর চেয়ে তো এই নামের স্বার্থকতার পাল্লা বেশি ভারী। তুমি আসলে ইংরেজিতে একটু কাঁচা রয়ে গেছ, বুঝলে!

এইচ. হ্যানফ্

শব্দজান্তা-নী

বি.দ্র. তোমার মায়ের মনে আজকাল ভারী সাহস এসে জমেছে। তারই সুবাদে এই পঞ্চাশের দশকে এসে ৮ নম্বর অ্যাভিনিউতে তোমার জন্য বাসা খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে। তুমি নাকি বলেছ থিয়েটার পাড়ায় বাসা খুঁজে দেখতে? ম্যাক্সিন, তুমি খুব ভালো করেই জানো এই ৮ নম্বর অ্যাভিনিউতে কোনো কিছু খুঁজে বের করাই তোমার মায়ের কম্ম নয়!

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

ফেব্রুয়ারি ৯, ১৯৫২

ওহে ঠেলাগাড়ি,

আমি তো এদিকে পচে-গলে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করব যতদিনে তুমি কটা বই পাঠানোর সুযোগ পাবে! শুধু চাহিদামতন বইগুলোর মুদ্রণ থাকলে দেখতে কব্বে ব্রেনটানোর দিকে দৌড় লাগাতাম! দুর্ভাগ্য আমার!

যে বইগুলো এখনও পাঠাচ্ছ না সেগুলোর দলে আরেকটা নাম যোগ করে ফেল, ওয়ালটনের লাইভস। না পড়ে কোনো বই কেনা আমার নীতির মধ্যে পড়ে না, খানিকটা যেমন কোনো জামা আগে ট্রায়াল না দিয়েই কিনে ফেলা যায় না। কিন্তু এখানকার লাইব্রেরিগুলোতে পর্যন্ত ওয়ালটনের লাইভস বইটার কোনো কপি নেই।

৪২ নম্বর স্ট্রিটের শাখায় আছে বটে, আর তা চাইলে তুমি খুঁজে দেখতে পারো। কিন্তু সেটাকে বাড়ি বয়ে আনার কোনো অনুমতি নেই! মহিলা তব্দা খেয়ে আমাকে বলল, এখানকার ৩১৫ নম্বর ঘরে বসেই বইটা শুকনো গিলতে হবে; কোনো প্রকার সিগারেট, কফি কিংবা একটু খোলা হাওয়ার সাহায্য ছাড়াই!

ব্যাপার না। কিউ বইটা নিয়ে যথেষ্ট আলাপ করেছে, তাতে আমার পছন্দ না হওয়ার আর কোনো অবকাশ নেই। তার যদি ভালো লাগে, তবে আমারও ভালো লাগবে; শুধু ফিকশন হওয়া যাবে না, তাহলেই হবে। যে মানুষগুলো দুনিয়ার আলো-বাতাসের ছোঁয়া পায়নি, তাদের কী হলো না হলো সে-সব নিয়ে আমার মাঝে কখনও আগ্রহ জন্মায়নি।

আচ্ছা একটা কথা বলো তো, তুমি সারাদিন বসে বসে করোটা কী? দোকানের পেছনে বসে বই পড়ো চুপচাপ? লোকেদের কাছে দু-চারটে বই বেচার চেষ্টা করলেও তো পারো, নাকি?

বিনীত, তোমার কাছে মিস হ্যানফ্।

(শুধুমাত্র ‘বন্ধুদের’ জন্য কাছে আমি হেলেন)

বি.দ্র. নোরা আর তোমার মেয়েদের জানিয়ে দিও, লেন্ট উপলক্ষ্যে তাদের জন্য নাইলনের মোজা আসছে।

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

তোমার সাথে আমি একমত যে, চিঠি লেখার সময় ‘মিস’ শব্দটি বাদ দেওয়া উচিত এবার। সম্পর্কে যতটুকু দূরত্ব পেরিয়ে আসলে প্রথাগত সম্বোধনকে বাদ দেওয়া যায়, তারচেয়ে বেশি দূরত্বই আমরা পেরিয়ে এসেছি। তা সত্ত্বেও আমি কেন তোমাকে মিস বলে সম্বোধন করি, ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত কি না; এ নিয়ে তোমার মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে। তবে ব্যাপারটা হচ্ছে, যেহেতু তোমার সাথে চিঠির আদানপ্রদানটা একদমই পেশাদারিত্বের জায়গা থেকে হয় আর সে চিঠিগুলোর একটা কপি অফিসের ফাইলেও নথিবদ্ধ করতে হয়, সেহেতু আমার মনে হয়েছে সম্বোধনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক রীতি বজায় রাখাটাই শ্রেয়। কিন্তু এই চিঠিটা যেহেতু বইপত্রের সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাই এটার কোনো কপিও অফিসের ফাইলে রাখা হবে না।

তোমার পাঠানো নাইলনের মোজাগুলো আজকে দুপুরে ঠিক যেন জাদুর মতো উদয় হয়েছে। তার থেকেও বড়ো কথা, ওগুলো যে তুমি কীভাবে পাঠালে সেটা ভেবেই আমরা অবাক হচ্ছি। ঘটনা কিছুই বোধগম্য হলো না, শুধু দুপুরে লাঞ্চ থেকে ফিরে এসে দেখলাম টেবিলে ওগুলো রাখা আছে। সাথে একটা নোট যেখানে লেখা, ‘হেলেন হ্যানফ্ এর পক্ষ থেকে’। দোকানের কেউ জানে না ওগুলো আমার টেবিলে কখন, কীভাবে এলো। মেয়েরা তো ওগুলো পেয়ে ভীষণ ভীষণ খুশি। সম্ভবত তারা তোমাকে চিঠি লেখার পরিকল্পনা করছে।

একটা দুঃখের সংবাদ দিচ্ছি এবারে। আমাদের বন্ধু জর্জ মার্টিনের অসুস্থতার কথা বলেছিলাম না তোমাকে? গত সপ্তাহে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি। মার্কস অ্যান্ড কো.-এর সাথে বহু বছর ধরে জড়িত ছিলেন তিনি। ওদিকে একইসময়ে দেহত্যাগ করলেন আমাদের দেশের রাজাও। মার্টিনের মৃত্যু, রাজার দেহাবসান; সব মিলিয়ে বেশ শোকাবহ একটা সময় পার করছি আমরা।

আমি সত্যিই ভেবে পাই না, এই যে এত এত উপহার আমাদের পাঠাচ্ছ তুমি, এই ঋণ কীভাবে শোধাবো আমরা। বলার মতো শুধু একটা কথাই আছে। যদি কখনও লন্ডনে আসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নাও তুমি, তবে জেনে রাখবে ৩৭ নম্বর ওকফিল্ড কোর্টে তোমার থাকার জন্য একটা বিছানা সবসময় প্রস্তুত থাকবে, যতদিন থাকতে চাও তুমি।

আমাদের সবার পক্ষ থেকে তোমার জন্য আন্তরিক শুভকামনা রইল।

ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক সিটি

মার্চ ৩, ১৯৫২

বাব্বা! ওয়ালটনের লাইভস-এর জন্য আজ প্রাণখুলে তোমাকে আশীর্বাদ করছি। পাক্কা একশ বছর আগে, ১৮৪০ সালে প্রকাশিত হওয়া বইটা আজও এত নিখুঁত অবস্থায় কীভাবে রয়ে গেল, তা আমার চিন্তার বাইরে! বইয়ের পাতাগুলো কী দারুণ সুন্দর, মেশিন-ছাঁটের মসৃণতার ছোঁয়া পায়নি। উইলিয়াম টি. গর্ডন লোকটার জন্য খারাপ লাগছে। ১৮৪১ সালেই বইটা জোগাড় করে নিজের নামখানা লিখে রেখেছিল। কিন্তু পোড়া কপাল, লোকটার উত্তরসূরি ভাগ্য সহায় হলো না। অপদার্থগুলো কত তুচ্ছ মূল্যে তোমাদের কাছে রদ্দি বেচার মতন বেচে গেছে─আস্পর্ধা! বেচে-কুচে ফাঁকা করার আগের পাঠাগারটা নাঙ্গা পায়ে একবার ঘুরে দেখতে পারলে মন্দ হতো না!

দারুণ চাঞ্চল্যকর বই! জানো, জন ডন তার মালিকের উচ্চবংশী মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় শেষমেশ টাওয়ারে ঠাঁই পেয়েছিলেন। সেখানে দিনের পর দিন খিদের জ্বালায় ধুঁকে ধুঁকে তারপর গিয়ে ঈশ্বরের ধর্ম খুঁজে পেলেন। ভাবো দেখি!

এবারে শোনো, আমি পাঁচ ডলারের একটা নোট পাঠিয়ে দিলাম। তোমাদের সাথে পরিচয়ের আগে যে অ্যাঙলার কিনেছিলাম, লাইভস হাতে পাওয়ার পর সেটার দিকে ফিরতে একেবারেই আর মন চাইছে না। ওটা আমেরিকান ‘সকলের-তরে-ক্ল্যাসিক’ মুদ্রণের কাঠখোট্টা একটা সংস্করণ। বইয়ের লেখক আইজ্যাক তো আমাকে এসে বলেই গেছেন যে, তিনি ওটাকে দু চোখে দেখতে পারেন না। তার ভাষ্যে, সারাজীবন সে অমন চেহারা বয়ে নিয়ে চলতে পারবে না কোনোভাবেই। তাই উদ্ধৃত আড়াই ডলার দিয়ে দয়া করে একটা সুন্দর ইংরেজি অ্যাঙলার পাঠিয়ে দেবে।

আর হ্যাঁ! প্রস্তুতি শুরু করে দাও হে। এলারি কুইনের টিভি সিরিজটা যদি এভাবেই চলতে থাকে তবে সামনের বছরই আমি ইংল্যান্ডে হানা দিচ্ছি! তোমাদের দোকানের ভিক্টোরিয়ান মইখানা টেনে তরতর করে উঠে একেবারে সবার উপরের ধুলোর আস্তরণ পড়া বইয়ের তাকে ঝড় তুলে দিব। দোকানের সাজসজ্জার বারোটা বাজলে আমার দোষ নেই, বলে দিলাম! তোমাকে তো বলেছিই, টেলিভিশনের পর্দায় এলারি কুইনের জন্য নানান নান্দনিক উপায়ে হত্যার পরোয়ানা লেখা মানুষ আমি। আমার পাণ্ডুলিপির পটভূমিতে শৈল্পিক উপস্থিতি জ্বলজ্বল করে─ব্যালে, কনসার্ট হল, অপেরার সমারোহ─এমনকি সন্দেহভাজন থেকে লাশগুলো পর্যন্ত তাদের শৈল্পিক ভাব ধরে রাখে। হয়তো আমি তোমাদের পুরোনো পুস্তকব্যবসা নিয়েও একটা কাহিনি সাজিয়ে ফেলতে পারি, কী বলো? সেক্ষেত্রে তুমি খুন হতে চাও না-কি খুন করতে চাও?

এইচ এইচ

৩৬ ওকফিল্ড কোর্ট

হ্যাজেলমেয়ার রোড

ক্রাউচ এন্ড

লন্ডন, এন. ৮

মার্চ ২৪, ১৯৫২

ডিয়ার মিস হ্যানফ্,

আপনার পাঠানো হরেক রকমের খাবারদাবারে ভর্তি বক্সটা আজকে হাতে এসে পৌঁছেছে। আমি সত্যিই জানি না এটার জন্য আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানানো যায়। আমাকে এর আগে কেউ কখনও পার্সেল পাঠায়নি। এত কিছু করবার আসলেই কোনো দরকার ছিল না। আপনাকে এক শুকনো ধন্যবাদ জানানো ছাড়া আর কীভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ভেবে পাচ্ছি না। খাবারগুলো আমি নিঃসন্দেহে উপভোগ করব, জানিনা এটুকু বলায় আপনার কতটুকু ভালো লাগবে।

আমার জন্য আপনি যে এভাবে এতটুকু ভেবেছেন, এটাতেই আমি অনেক খুশি। আপনার পাঠানো সবকিছু মিসেস ডোয়েলকে দেখিয়েছি, তিনিও আমার মতোই মুগ্ধ হয়েছেন।

আরও একবার ধন্যবাদ আপনাকে। ভালো থাকবেন।

শুভেচ্ছান্তে

মেরি বোল্টন

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

১৭ এপ্রিল, ১৯৫২

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন, (আমি যে অফিসের ফাইল নিয়ে আর ভাবছি না সেটা এবারে বোঝা যাচ্ছে তো, না?)

তুমি জেনে খুশি হবে যে, আমরা সম্প্রতি একটা ব্যক্তিগত লাইব্রেরি কিনেছি, যেটার সুবাদে ওয়ালটনের কমপ্লিট অ্যাঙলার-এর চমৎকার একটা কপি আমাদের হাতে এসেছে। আশা করছি পরের সপ্তাহের মাঝে তোমাকে বইটা পাঠাতে পারব। বইটার দাম পড়বে ২ ডলার ২৫ সেন্টের মতো। তোমার পাঠানো যে টাকা অগ্রিম হিসেবে আছে, তা দিয়ে এটার দাম অনায়াসে মিটে যাবে।

তোমার এলারি কুইন স্ক্রিপ্টের ব্যাপারটা জেনে মনে হচ্ছে, শো-টা দারুণ। ইশ, আমাদের এখানকার টিভিতে যদি দেখবার সুযোগ হতো, নিঃসন্দেহে দারুণ উপভোগ করতাম আমরা। আরও খানিকটা প্রাণোচ্ছ্বল হলে কতই না ভালো হতো (মানে আমাদের টিভির কথা বললাম, তোমার স্ক্রিপ্ট না)।

আমার, নোরার ও সবার পক্ষ থেকে তোমার জন্য শুভকামনা রইল।

বিনীত

ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল

৩৭ ওকফিল্ড কোর্ট

হ্যাজেলমেয়ার রোড

ক্রাউচ এন্ড

লন্ডন, এন. ৮

রবিবার, ৪ মে, ১৯৫২

ডিয়ার হেলেন,

গেল শুক্রবারে শুকনো ডিমের পার্সেলটা পেয়েছি। পার্সেলটার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি যে কী খুশি হয়েছি। খুশির মাত্রাটা বেশি হবার অবশ্য একটা কারণও আছে। তোমাকে বলেছিলাম না যে, আমাদের এখানে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের রেশনে ডিম থাকে? এবারে কিন্তু রেশনে সে ডিম আসেনি, কেন আসেনি তা ওপরওয়ালাই ভালো বলতে পারবেন। অবশ্য ওপরওয়ালা তো তোমার মাধ্যমে বিকল্প ব্যবস্থা করেই রেখেছেন আর সে কারণেই তো সাপ্তাহিক বন্ধে আমি কেকটা বানাতে পারলাম। ফ্র্যাঙ্ক খানিকটা কেক দোকানে নিয়ে গেছে, সেসিলির জন্য। দোকানে নিয়ে যাবার অবশ্য কারণও আছে। কারণটা হলো, সেসিলির বাড়ির ঠিকানাটা ফ্র্যাঙ্কের মুখস্থ নেই, আর অফিস থেকে যে টুকে আনবে সেটা নাকি তার মনেই থাকেনা। ওহ, সেসিলি সে দোকানের কাজটা ছেড়ে দিয়েছে সেটা তো তুমি জানো, তাই না? সেসিলির স্বামী পূর্ব ইংল্যান্ডের কোনো একটা জায়গায় আছেন আর সেসিলি তার কাছে চলে যাবার অপেক্ষায় আছে।

চিঠির সাথে তোমাকে আমাদের পরিবারের কয়েকটা ছবি পাঠালাম। ছবি নিয়ে ফ্র্যাঙ্কের মন্তব্য হলো, একটা ছবিতেও তাকে খুব একটা ভালো দেখাচ্ছে না। এমনিতে সে নাকি বেশ সুদর্শন। আমরা অবশ্য এ ব্যাপারে তাকে কিছু বলিনি। দিবাস্বপ্ন দেখার অধিকার তো সবারই আছে, তাই না?

শীলা মাসখানেকের ছুটিতে বাড়িতে এসেছে। ওকে নিয়ে আমরা একটু সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। খুব বেশি বেড়ানো না অবশ্য। ঐ সকালে বের হয়ে কয়েকটা দর্শনীয় স্থান দেখে আবার সন্ধ্যায় ফিরে আসা টাইপ ঘোরাঘুরি আরকি। কিন্তু এই অল্প ঘোরাঘুরি করতেই বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে গেল আর তার বড়ো একটা অংশ গেল যাতায়াত ভাড়ার পেছনে। যাতায়াত ভাড়া যে কী ভয়ানক বেড়েছে, বলার মতো না। তাই নিজেদের জন্য একটা গাড়ি কেনার কথা আমরা অনেকদিন যাবত ভাবছি। একটা গাড়ি কেনাও অবশ্য কম খরুচে ব্যাপার না। তাই আমরা ভেবেছি একটা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কেনাই ভালো হবে। দামও বেশ কম পড়বে। নতুন বানানো গাড়িগুলোর বেশিরভাগ রপ্তানি হয়ে চলে যায় বাইরে, অল্প যা কিছু দেশের বাজারে পাওয়া যায় সেগুলোর চাহিদা থাকে অনেক বেশি। আমার বন্ধুদের মাঝে তো কেউ কেউ এমন আছে যে একটা নতুন গাড়ির জন্য ৫-৭ বছর ধরে অপেক্ষা করছে।

ইস্টার মানডেতে তুমি যে বেকনের টিন পাঠিয়েছিলে সেটার স্বাদে তো শীলা পুরো দিওয়ানা হয়ে গেছে। সে তোমার জন্য প্রার্থনা করবে যেন তোমার ইংল্যান্ডে আসার বাসনা পূরণ হয়। কামনা করি সে প্রার্থনা যেন দ্রুতই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায়, একটা লটারি জিতে বসো তুমি, এসে পড় ইংল্যান্ডে আর দেখা হোক আমাদের।

আজকে এ পর্যন্তই থাক। ধন্যবাদ আর ভালোবাসা নিও।

নোরা

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক সিটি

মে ১১, ১৯৫২

প্রিয় ফ্র্যাঙ্ক,

অ্যাঙলার হাতে পাওয়ার পর শুধু ধন্যবাদ জানাতেই তোমাকে লিখতে চেয়েছিলাম। কাঠে খোদাই করা ছবিগুলোই তো বইয়ের দামের দশগুণ পাওনা দাবি করে বসবে! কী এক অদ্ভুত দুনিয়ায় আমাদের বাস দেখো, এত সুন্দর একটা সম্পদ সারাজীবনের জন্য বাগিয়ে নেওয়ার খরচ কত নগণ্য─ব্রডওয়ে মুভি প্যালেসের মাত্র একটা টিকেটের দাম হলেই হয়ে যাচ্ছে। কিংবা একটা দাঁতে ক্যাপ বসানোর খরচের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ টাকা হলেই এরকম একটা বইয়ের মালিক হওয়া যাচ্ছে। কী অদ্ভুত!

যাকগে! যদি ন্যায্য দাম চাওয়া হতো, তবে তোমাদের থেকে বইগুলো কিনে নেওয়ার সামর্থ্য আমার আর থাকত না।

তুমি জেনে খুশি হবে যে আমার মতন উপন্যাস-বিরাগী পাঠক শেষতক জেন অস্টেনের কাছে হার মেনেছে এবং প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস-এর নেশায় অর্ধমত্ত হয়ে পড়েছে। এটাকে আর লাইব্রেরিতে ফেরত দিতে পারছি না যতদিন না তুমি আমার নিজের জন্য একটা কপি পাঠাচ্ছ!

নোরা এবং দোকানের সব দিনমজুরদের জন্য আশিস।

এইচ এইচ

৩৭ ওকফিল্ড কোর্ট

হ্যাজেলমেয়ার রোড

ক্রাউচ এন্ড

লন্ডন, এন. ৮

২৪-৮-১৯৫২

ডিয়ার হেলেন,

মার্কস অ্যান্ড কো.-তে যে পার্সেলটা পাঠিয়েছ ওটার থেকে আমাদের বরাদ্দকৃত অংশটুকু পেলাম আর সাথে সাথেই তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য খাতা কলম নিয়ে বসে গেলাম। ইশ, আমিও যদি তোমাকে এমন কিছু পাঠাতে পারতাম, কতই না ভালো লাগত।

দেওয়ার মতো দারুণ একটা খবর আছে হেলেন। এ সপ্তাহে আমরা একটা গাড়ির গর্বিত মালিক হতে পেরেছি অবশেষে! কী ভাবছ? চকচকে একটা নতুন গাড়ি, না? না গো, নতুন নয়, পুরোনো গাড়ি। তবে দিব্যি চমৎকার চলে, ওটাই তো মূল ব্যাপার, তাই না? এবার আশা করি তুমি আমাদের এখানে এসে ঘুরে যাবে।

স্কটল্যান্ড থেকে আমার দুই জন কাজিন এসেছে ইংল্যান্ডে, কয়েক সপ্তাহের জন্য। খাওয়া-দাওয়া আমার এখানে করলেও ওদের থাকার বন্দোবস্ত করেছি মিসেস বোল্টনের ওখানে। মিসেস বোল্টনের ওখানে ওরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে আছে। তোমাকে এটা বললাম কারণ, রানীর অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তুমি যদি কোনোমতে বিমান ভাড়াটা জোগাড় করতে পারো, তবে কোথায় থাকবে সেটা নিয়ে তোমায় একদম ভাবতে হবে না।

তো, আজ এ পর্যন্তই থাকুক। তোমার জন্য আন্তরিক শুভকামনা রইল। সেই সাথে আরও একবার ধন্যবাদ, মাংস আর ডিমের জন্য।

বিনীতা

নোরা

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

২৬ আগস্ট, ১৯৫২

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

কয়েকদিন আগে এসে পৌঁছানো তোমার তিনটা চমৎকার পার্সেলের জন্য আমাদের সবার তরফ থেকে ধন্যবাদ পাঠানোর জন্য ফের তোমায় লিখতে বসলাম। কষ্ট করে তুমি টাকা উপার্জন করছ আর সেটার একটা অংশ খরচ করছ আমাদের এটা ওটা পাঠিয়ে; কতটা উষ্ণ হৃদয়ের একজন মানুষ হলে এমনটা কেউ করে? জানি না আমাদের ভালোলাগা চিঠির কালো অক্ষরে কতটা তোমাকে বোঝাতে পারি, তবে জেনে রেখো, আমাদের প্রতি তোমার এহেন ভালোবাসায় আমরা অনেক অনেক কৃতজ্ঞ।

লোয়েব ক্ল্যাসিকস-এর প্রায় ৩০টা খণ্ড কিছুদিন আগে আমাদের কাছে এসেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে ওর মধ্যে হোরেস, স্যাফো বা ক্যাটালাস-এর খণ্ডগুলো নেই।

সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে আমি কয়েক সপ্তাহের জন্য ছুটিতে যাচ্ছি। তবে এমন কোনো প্রমোদ-ছুটি নয় সেটা। গাড়ি কিনে পকেট একেবারে ফাঁকা, সুতরাং যা করতে হবে, ভেবেচিন্তে। নোরার এক বোন থাকে সমুদ্রতীরের কাছে। তো সেই শ্যালিকা মহাশয়া যদি দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে তার বাসায় নেমন্তন্ন করে, তবে এবেলা হাফ ছেড়ে বাঁচি। আসলে গাড়িটা ১৯৩৯ মডেলের পুরোনো হলেও, এটা আমার কেনা প্রথম গাড়ি। তাই এটা নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাবার বিন্দুমাত্র সুযোগ পেলেও আমরা খুব রোমাঞ্চ অনুভব করি। আর এরকম মাঝেমধ্যে কোথাও গাড়ি নিয়ে ঘুরতে গিয়ে গাড়িটা যদি খুব বেশি বিগড়ে না যায়, তাহলেই আমি খুশি।

অসংখ্য শুভকামনাসহ

ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক সিটি

সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৫২

ফ্র্যাঙ্কি,

তোমরা যখন ছুটি কাটাচ্ছিলে সে সময় আমার এখানে কে এসেছে জানো? স্যাম পেপিস! তুমি না থাকার সময়ে আমাকে যে বইটা পাঠিয়েছে অনুগ্রহ করে তাকে আমার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দেবে। স্যাম পেপিস হাতে পেয়েছি সপ্তাহখানেক আগে। স্যামের তিনটে গাঢ় নীল রঙের খণ্ড; সাথের চার পৃষ্ঠার খুদে পত্রিকাটা দুপুরের খাবারের সময় পড়ে শেষ করলাম। পরে আস্তে ধীরে রাতের খাবার শেষে স্যাম হাতে নিয়েছি।

স্যাম তোমাকে তার এখানে আসার আনন্দের উচ্ছ্বাসটুকু বুঝিয়ে দিতে বলেছে। তার আগের মালিক এতটাই পিপুফিশু[[6]](#footnote-6), সে জোড়ালাগা পাতাগুলো পর্যন্ত কাটেনি! এদিকে আমি সেগুলোর বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে আছি। তবে হ্যাঁ, বইয়ের পাতাগুলো আমার দেখা সবথেকে পাতলা ইন্ডিয়ান কাগজে তৈরি। এদিকে এগুলোকে ‘পেঁয়াজের খোসা’ বলে, নামটা যুতসই বটে। আবার এর থেকে মোটা কাগজ দেওয়া হলে তিন খণ্ডে কুলাত না, ছ-সাত খণ্ড তো লেগেই যেত। আপাতত এই কাগজের জন্যই রক্ষা! আমার তিনটে বইয়ের তাকে এমনিতেই উপচে পড়া ভিড়, সেখান থেকে কাউকে এখন বিদেয় দেওয়াও সম্ভব না।

প্রত্যেক বসন্তে আমার বইগুলো ঝাড়ামোছার অত্যাচার সামলায়। এরপর যেগুলো আর কখনো পড়ার সম্ভাবনা নেই সেগুলো ছাঁটাই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ঝেটিয়ে বিদেয় করি। কাপড়ের বেলায়ও প্রক্রিয়া একই। আমার এহেন কাজে সবাই তাজ্জব বনে যায়। আমার বন্ধুরা বইয়ের ব্যাপারে বেশ খুঁতখুঁতে। তাদের ঝুড়িতে সব ‘বেস্ট-সেলার’ তকমাওয়ালা বই, তারা পড়ে শেষ করেও বেশ দ্রুত। আবার একটা বই একবার পড়ে শেষ করলে সে বই আর দু-বার কারো হাতে ওঠে না। আমার তো মনে হয় ওরা পুরোটা বই ভালোভাবে পড়েও না; ছাড়াছাড়া ভাবে পড়ে, শেষ করার দায়ে। তাতে করে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বইয়ের কথা সব বেমালুম ভুলে বসে থাকে। অথচ আমার বই ফেলা কিংবা দিয়ে দেওয়া নিয়েই তাদের যত বিপত্তি! তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন─একটা বই কিনলে, সেটা চটজলদি পড়ে শেষ দিলে, এরপর ধুলো জমার জন্য বইয়ের তাকে সাজিয়ে রেখে দিলে─আমরণ! ওটাকে আর ভুলেও হাতে নেওয়া যাবে না। অথচ সেটাকে ফেলেও দেওয়া যাবে না! হার্ডকভার হলে তো আরও কথাই নেই! কিন্তু কেন? একটা বিদঘুটে বই কিংবা একটা গড়পড়তা বইয়ের এহেন মর্যাদা রক্ষা নিয়ে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে।

তোমার এবং নোরার ছুটির দিনগুলো আমুদে কেটেছে আশা করি। আমি তো সেন্ট্রাল পার্কে বসে কাটিয়ে দিলাম। আমার ছোট্ট ডেন্টিস্ট জোয়ির থেকে আমিও এক মাসের একটা বিরতি পেয়েছিলাম। সে বউ নিয়ে তাদের মধুচন্দ্রিমা কাটিয়ে এসেছে। খরচাপাতির ব্যবস্থা অবশ্য আমিই করেছিলাম। তোমাকে কি বলেছি এই ভদ্রলোক আমাকে গত বসন্তে সব দাঁতে ক্যাপ লাগানো কিংবা সব দাঁত তুলে ফেলার মতন এমন শাঁখের করাতে আটকে ফেলেছিল? দাঁতের অভ্যাস তো হয়েই গেছে, দাঁত ছাড়া আর কী করে থাকি! তাই সব দাঁতে ক্যাপ বসিয়ে নিয়েছিলাম। তার কী আকাশসমান খরচা! ভেবেছিলাম রানী এলিজাবেথের অভিষেক অনুষ্ঠান দেখতে এবারে ইংল্যান্ডে যাবই যাব। কিন্তু আমার পকেটের অবস্থা রানীকে বলছে, এবার তাকে একাই সিংহাসনে পদার্পণ করতে হবে। তার মাথায় মুকুট পরা দেখতে না পারলেও, আমার দাঁতের মুকুট দেখেই সামনের কয়েকটা বছর কেটে যাবে।

আমি বই কেনা থেকে এত জলদি অবসর নিচ্ছি না। কিন্তু এদিকে তোমার কাছে বিক্রির মতন বইও তো থাকা চাই! তুমি কি একটু খুঁজে দেখবে শ’র ড্রামাটিক ক্রিটিসিজম বইটা পাও কি না? আমার মনে হয় বইটার বেশ কিছু খণ্ড রয়েছে, যেটা হাতে পাও পাঠিয়ে দিও। এখন মন দিয়ে শোনো ফ্র্যাঙ্কি, এবার বিচ্ছিরি রকমের একঘেয়ে শীত পড়তে যাচ্ছে, আর আমাকে সন্ধ্যায় বাচ্চা পাহারায় বসতে হবে। বুঝতে পারছ আমার হাতে বই থাকাটা এখন কতটা গুরুতর? আর সমুদ্রের পানি গুনতে বসো না, যাও জলদি! বই খুঁজে পাঠাও!

এইচ এইচ

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক সিটি

ডিসেম্বর ১২, ১৯৫২

“মহাশয়ার ৮৪, চ্যারিং ক্রস রোডের বাসিন্দা বন্ধুদের” প্রতি:

বুক-লাভারস এন্থোলজি কাগজের মোড়ক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। মলাটের সোনালি জরির অলংকরণ আর সোনায় মোড়ানো বইয়ের পাতাগুলো বইটার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক হাজার গুণ। নিউম্যানের প্রথম মুদ্রণের মতন আরেকখানা অনন্য সুন্দর বই আমার মালিকানার ঝুলিতে যোগ হলো। আরও বড়ো কথা, বইটা দেখে ঘুণাক্ষরেও কারো মনে হবে না এর কখনও হাতবদল হয়েছে, অথচ এমনটা হয়েই আমার হাতে এসে পৌঁছেছে; বইটা এত দারুণ কিছু প্রেক্ষাপটে নিজেকে আমার সামনে মেলে ধরছে যেন এর পেছনে বইয়ের আগের মালিকের অলৌকিক আত্মার যোগসাজশ আছে, সে যেন নিজে আমাকে তার পছন্দের পটভূমির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইছে! তার সবই আবার আমার কাছে একেবারেই নতুন। যেমন, ট্রিসট্র্যাম শ্যান্ডির বর্ণনায় তার বাবার অভাবনীয় সেই পাঠাগারের কথা জানতে পেলাম, “যেখানে সাজানো আছে সমুদয় বই এবং শাস্ত্র, যেগুলোর একমাত্র অন্তর্নিহিত বিষয় দুনিয়ার সর্বোত্তম নাক।” (ফ্র্যাঙ্ক! এক্ষুনি ট্রিসট্র্যাম শ্যান্ডির টিকি খুঁজে নিয়ে এসো!)

আমার সত্যিই মনে হয় আমাদের উপহার বিনিময়ে বানরের রুটি ভাগের দশা হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের জন্য আমি যা পাঠাই তা তো সপ্তাহ অন্তুরই ফুরিয়ে যাবে, নতুন বছরে দেখানোর মতন কিছুই থাকবে না। আর আমার উপহারগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো─এরা আমার আমরণ সঙ্গী। আবার আমাকে মৃত্যুর পরের স্বস্তিটুকুও এরা উপহার দেবে, কারণ আমি এগুলো অন্য কারো স্নেহের পরশে নিশ্চিন্তে রেখে যেতে পারব। তাই ভেবেছি বইগুলোর সাদা পাতায় আমি আলতো হাতে কিছু পেন্সিলের দাগ রেখে দিব। অনাগত পাঠকদের জন্য বইয়ের সবচেয়ে উমদা অনুচ্ছেদগুলোর দিশারি হতে পারলে ক্ষতি নেই!

সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

হেলেন

৩৭ ওকফিল্ড কোর্ট

হ্যাজেলমেয়ার রোড

ক্রাউচ এন্ড

লন্ডন, এন. ৮

১৭-১২-১৯৫২

ডিয়ার হেলেন,

পত্রপাঠের শুরুতেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তোমাকে দীর্ঘদিন একটা লাইনও লিখতে পারিনি বলে। আশা করি অ্যাডলেই-এর ব্যাপারটা তোমাকে খুব বেশি বিচলিত করেনি। বলার মধ্যে এটুকুই বলতে পারি, পরের বার হয়তো তার কপালটা এতটাও খারাপ হবে না।

মিসেস বোল্টন বলেছেন, তিনি যদি বেঁচে থাকেন তবে পরের গ্রীষ্মে তোমাকে তার বাড়িতে রাখার একটা সুযোগ হয়েই যাবে। তবে উনি যে বেঁচে থাকবেন, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ওনার চেয়ে বেশি বয়সের মানুষ আমি দেখিনি এবং আমার মনে হয় উনি অন্তত ১০০ বছর বাঁচবেন। তাছাড়া তুমি আসলে একটা না একটা ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে যাবে।

ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে চমৎকার জিনিসগুলো পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। হেলেন, তুমি জানোও না যে কী অসম্ভব ভালো একজন মানুষ তুমি। আর সামনের বছর তুমি যখন এখানে আসবে, তোমার সম্মানে মার্কস অ্যান্ড কো.-এর লোকজন যদি জম্পেশ একটা ভূরিভোজ না দেয়, তাহলে ওদের গুলি খেয়ে মরা উচিত।

তোমার ক্রিসমাসের দিনগুলো খুব খুব ভালো কাটুক। আজকের মতো বিদায়। শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইল।

ভালো থেকো!

নোরা

১৪ ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

মে ৩, ১৯৫৩

ফ্র্যাঙ্কি,

কিছু ধরে বসো, নাহলে আজ পটোল তুলবে নিশ্চিত─

প্রথমত, ৩ ডলার পাঠালাম, দেখে নিও। আর পি-অ্যান্ড-পিকে তেমনভাবেই হাতে পেয়েছি যেমনটা স্বয়ং জেন হয়তো চাইতেন; নরম চামড়ার মলাট, দোহারা গড়ন আর নিখুঁত অবয়ব।

এবার আসল কথায় আসি। এলারি সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে, আর সেই সাথে দন্তেষ্ট্যিক্রিয়ার ক্রমবর্ধমান মাশুলের মাঝে আমি এদিক-সেদিক কাজের জন্য হন্যে হয়ে পড়েছি, এমন সময় একটা টিভি অনুষ্ঠানের রূপরেখা লেখার নিমন্ত্রণ পেলাম। অনুষ্ঠানের মোদ্দা বিষয় হলো বিখ্যাত মানুষদের জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো চাঞ্চল্যকর ঘটনার নাটকীয় উপস্থাপন। তাই চটজলদি বাড়ি পৌঁছে একজন বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনের ঘটনা আলেখ্য করে একটা রূপরেখা দাঁড় করিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। তারা পরে সেটা কিনে নিয়েছে আর আমি পরবর্তীতে পুরো চিত্রনাট্য লেখাও শেষ করেছি। তাদের সেটাও বেশ পছন্দ হয়েছে এবং তারা ভবিষ্যতে আমাকে আরও কাজ দিতেও আগ্রহ জানিয়েছে।

এবার বলো দেখি, তোমার কী মনে হয়? আমি কোন ঘটনা নিয়ে লিখেছি? ওয়ালটনের লাইভস থেকে নেওয়া জন ডনের মালিকের মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সেই ঘটনা! যারা টেলিভিশন দেখায় অভ্যস্ত তাদের কেউই জন ডনকে চিনতে পারেনি। তবে হেমিংওয়ের কল্যাণে সবাই নো ম্যান ইজ অ্যান আইল্যান্ড-কে ঠিকই চেনে। আমি শুধু আমার গল্পে এটাকে কৌশলে ঢুকিয়ে দিয়েছি, তাতেই কেল্লাফতে!

আর এভাবেই জন ডন “হলমার্ক অব ফেম”-এ নিজের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে গেলেন আর তোমার বইগুলোর পাওনার সাথে আমার পাঁচটি দাঁতের দন্তেষ্ট্যিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন।

রানীর অভিষেকের দিনে ভোরের আগেই বিছানার মায়া ছেড়ে রেডিওর মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা আছে। তোমাদের সকলের কথাই তখন মাথায় ঘোরাফেরা করবে।

চিয়ারস!

এইচ এইচ

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

১১ জুন, ১৯৫৩

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

শুধু এটুকু জানানোর জন্য লিখছি যে, তোমার পাঠানো পার্সেলটা সহিসালামতে জুনের ১ তারিখে এসে পৌঁছেছে। একেবারে মোক্ষম সময় যাকে বলে, কারণ পরদিন ছিল আমাদের রানীর অভিষেক অনুষ্ঠানের দিন। রানীর অভিষেকের অনুষ্ঠান একসাথে টিভিতে দেখবার জন্য ঐদিন বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব আমাদের বাসায় এসেছিল। তাদেরকে আপ্যায়ন করতে তোমার পাঠানো হ্যামের চেয়ে ভালো কিছু হতেই পারত না। দারুণ স্বাদ ছিল ওগুলোর এবং সবাই বেশ প্রশংসাও করেছে। তোমার আর রানীর সুস্বাস্থ্যের জন্য আমরা ড্রিংক টোস্টও করেছি।

তোমার কষ্টার্জিত অর্থ এভাবে আমাদের ভালো থাকার পেছনে খরচ করে মহানুভবতার উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছ তুমি। তোমার জন্য আমাদের সকলের তরফ থেকে রইল অফুরান ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

তোমার জন্য শুভকামনা রইল বন্ধু।

বিনীত

ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল

বল্ডমেয়ার রোড

ইস্টকোট

পিনাহ

মিডলসেক্স

২৩-৯-১৯৫৩

প্রিয় হেলেন,

তাড়াহুড়ো করে তোমাকে এই চিঠি লেখবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই ক্রিসমাসে বুকশপে তোমার কিছু পাঠাবার যে একদমই দরকার নেই, সেটার ব্যাপারে আগেভাগে জানানো। আমাদের এখানে জিনিসপত্র কেনা-বেচার ওপরে যে বিধিনিষেধ ছিল, সেটা তুলে নেওয়া হয়েছে। সব ভালো ভালো জিনিস এখন কেনা যাচ্ছে, এমনকি টাকা খরচ করলে নাইলনের মোজাও পাওয়া যাচ্ছে। তারচেয়ে তুমি বরং টাকা পয়সা জমাও। কারণ ডেন্টিস্টের পেছনে খরচটা হিসাব না করলে এই মুহূর্তে তোমার জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ইংল্যান্ডের আসার বন্দোবস্ত করা। ও ভালো কথা, তুমি যে-কোনো সময় ইংল্যান্ডে স্বাগতম হলেও ৫৪ সালে এসো না প্লিজ। সামনের বছরটা আমি এখানে থাকব না। তবে তার পরের বছর মানে ৫৫ সালেই ফিরে আসব। তখন তোমার সাথে দেখাও হবে আর আমাদের সাথে তুমি থাকতেও পারবে।

বিবাহিত পরিবারদের জন্য বরাদ্দকৃত কোয়ার্টারের জন্য ডগলাস আবেদন করেছে এবং ও বলেছে যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের ‘ডাক’ চলে আসবে। বাচ্চারা (সাথে আমিও) আশা করছে সেটা ক্রিসমাসের আগেই হবে। এই মুহূর্তে ডগলাস পারস্য উপসাগরের মাঝখানে অবস্থিত বাহরাইন দ্বীপে আছে (হাতের কাছে একটা অ্যাটলাস থাকলে চট করে দেখে নিতে পারো)। বেশ ভালোই আছে সে। কিন্তু আমাদের কোয়ার্টার যখন বরাদ্দ হয়ে যাবার নোটিশ আসবে, তখন ও ইরাকের হাব্বানিয়া’য় রয়্যাল বিমান বাহিনীর ঘাঁটিতে চলে আসবে। যদি সব ঠিকঠাক থাকে, আমরা সেখানেই আবার কিছুদিনের জন্য সংসার পেতে বসব।

তাড়াতাড়ি চিঠি দিও। আর চিঠি পাওয়ার আগেই যদি ‘পটোল তুলি’, তাহলেও সমস্যা নেই। মা ঠিকঠিক তোমার চিঠি আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

একরাশ ভালোবাসা আর শুভকামনা রইল

সেসিলি

১৪ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

সেপ্টেম্বর ২, ১৯৫৫

তুমি বলতে চাও এতগুলো বছর জুড়ে তোমরা এমন পেল্লাই সাইজের ক্যাটালগ ছাপিয়ে আসছ, অথচ আমাকে এতদিন পর এসে পাঠানোর সুযোগ পেলে? *ইতরের ঘরের ইতর!*

প্রত্যর্পণ যুগের কোনো এক নাট্যকার কথায় কথায় মানুষকে ইতর বলতেন শুনেছিলাম। আমারও অনেকদিনের সাধ ছিল, আজ আমিও এটাকে সুযোগ বুঝে বাক্যে বসিয়ে ফেললাম!

যা বুঝলাম, সবকিছুর মাঝে একমাত্র ক্যাটালাস আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে। লোয়েব ক্লাসিকস না হলেও মনে হয় মন্দ হবে না। যদি তোমার কাছে বইটা থেকে থাকে, আমাকে পাঠিয়ে দিও। আর আমিও তোমাকে -/৬এস ২ডি নামক হিজিবিজিটুকু পাঠিয়ে দিব, যখন তুমি এটার অর্থ বুঝিয়ে দেওয়ার ফুরসত পাবে। দুঃখজনকভাবে কে এবং ব্রায়ান শহরতলির দিকে বসতি গড়তে আমাকে এখানে অনুবাদকহীনতায় ফেলে চলে গেছে।

আরেকটা কথা। আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব যদি তুমি নোরা আর মেয়েদের সামনের মাসে প্রতি রবিবার চার্চে পাঠাতে পারো। তাদের বলবে যেন মেসারস, গিলিয়াম, রিইস, স্নাইডার, ক্যম্পানেলা, রবিনসন, হাজেস, ফুরিলো, পোদ্রেস, নিউকোম, ল্যাবিন─সামগ্রিকভাবে যারা ‘ব্রুকলিন ডজার্স’ নামে পরিচিত, তাদের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করে। ওরা যদি এবারের ওয়ার্ল্ড সিরিজও হেরে যায়, তাহলে তো আমাকে গলায় দড়ি দিতে শেষতক কচুগাছতলায় ধরনা দিতে হবে, তখন তোমরা কী করবে?

তোমাদের কাছে কি ডি-টকভিলের জার্নি টু আমেরিকা বইটা আছে? কেউ একজন আমার বইটা ধার করে দিব্যি হাপিস করে দিয়েছে। এমন কেন হয় বলো তো? অন্য কোনো কিছু চুরির কথা যারা স্বপ্নেও মাথায় আনে না, তারাই আবার বই মেরে দেওয়ার ব্যাপারটাকে কেন যেন অপরাধের কাতারে ফেলতে নারাজ!

মেগান কি এখনও ওখানে আছে? ওকে আমার আশিস পৌঁছে দেবে। আর সেসিলির কী হলো? ও কি ইরাক থেকে ফিরেছে?

এইচ এইচ

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

১৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

বেশ অনেকদিন ধরে তোমাকে লিখতে পারিনি বলে খানিকটা অপরাধবোধে ভুগছিলাম। তবে এ অপরাধবোধের পেছনে কিন্তু আমার কোনো অপরাধ নেই, অপরাধ যা আছে সব ঐ ইনফ্লুয়েঞ্জার। ব্যাটা এমনভাবে ঘাড়ে চাপল যে কয়েক সপ্তাহ বুকশপে যেতেই পারিনি। আর যখন গেলাম তখন রাজ্যের কাজ জমে জমে পাহাড় হয়ে ছিল, ফুরসত পেতে দেরি হয়েই গেল।

আমাদের ক্যাটালগের ক্যাটালাস বইটা নিয়ে বলি। তোমার চিঠি পাওয়ার আগেই বইটা বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তবে আমি তোমাকে বইটার অন্য একটা সংস্করণ পাঠিয়ে দিয়েছি। এই সংস্করণে ল্যাটিন টেক্সটের পাশাপাশি স্যার রিচার্ড বার্টনের কাব্যানুবাদ সংযোজিত আছে। সেই সাথে আছে লেনার্ড স্মিদার্সের করা গদ্যানুবাদও। বইটা বড়ো হরফে ছাপা আর এটার দাম পড়বে ৩ ডলার ৭৮ সেন্ট। বাঁধাই যদিও খুব একটা শক্তপোক্ত অবস্থায় নেই, তবে এমনিতে কপিটা ঝকঝকে তকতকে। আর আমাদের কাছে ডি-টকভিলের কোনো সংস্করণ নেই, তবে বরাবরের মতো তোমার জন্য খুঁজে দেখব অবশ্যই।

মেগান এখনও এখানে আছে কিন্তু সে পাকাপোক্তভাবে সাউথ আফ্রিকা গিয়ে বসবাস করার পরিকল্পনায় আছে। আমরা সবাই তার উৎসাহে ভাটা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার পর থেকে সেসিলির সাথে আর যোগাযোগ হয়নি, যদিও তারা গেছে মাত্র বছরখানেক হলো।

‘ব্রুকলিন ডজার্স’ কে সমর্থন দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই তবে একটা শর্ত আছে। শর্তটা হলো, তার বিনিময়ে তোমাকে ‘দ্য স্পার্স’কে সমর্থন করতে হবে (‘দ্য স্পার্স’ হচ্ছে টটেনহ্যাম হটস্পার ফুটবল ক্লাবের ডাকনাম), যারা এই মুহূর্তে পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে আছে। তবে এ সিজন শেষ হবে সেই পরের বছরের এপ্রিলে। সুতরাং, ‘ওস্তাদের মাইর শেষ রাতে’ প্রমাণ করে তারা এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা থেকে যে উঠে আসতে পারবেই না, তা কিন্ত নিশ্চিত করে বলা যায় না।

নোরা এবং আমাদের সকলের পক্ষ থেকে ক্রিসমাস ও নতুন বছর উপলক্ষ্যে তোমার জন্য রইল একরাশ শুভকামনা।

বিনীত

ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল

১৪ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক সিটি

জানুয়ারি ৪, ১৯৫৬

বিছানার নিচের কুটকুটে অন্ধকার গহ্বর থেকে তোমাকে লিখতে হচ্ছে; ক্যাটালাস আমাকে এমন অবস্থাতেই এনে ফেলেছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান সবকিছুর ধারণা ছাপিয়ে বইটা যেন অজ্ঞানে গিয়ে ঠেকল!

আজ অবধি যে রিচার্ড বার্টনকে আমি চিনতাম, সে একজন সুদর্শন ব্রিটিশ অভিনেতা। তাকে গোটা কয়েক ব্রিটিশ চলচ্চিত্রে দেখেছিলাম, আর ব্যাপারটা এটুকু পর্যন্ত থাকলেই হয়তো ভালো হতো। কিন্তু এই ভদ্দরনোককে তো ‘নাইট’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে ক্যাটালাসকে─ক্যা‘টাল’আস─ভিক্টোরিয়ান ফুল-পাখির কাব্যানুবাদে রূপান্তর করার মতন এহেন অসাধ্য সাধন করার জন্য।

আর বেচারা মিস্টার স্মিদার্স! হয়তো ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে, পাছে তার মা এরূপ কেলেঙ্কারি দেখে ফেলেন! রিচার্ড বার্টনের কেরামতি গদ্যে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লোকটা নির্ঘাত নাজেহাল হয়ে গেছে।

সে যাই হোক! এবার যাও, আমার জন্য একটা সাদাসিধে, আটপৌরে ল্যাটিন ক্যাটালাস খুঁজে এনে দাও। আমি একাই একটা ক্যাসেল অভিধান কিনে নিয়েছি। দাঁতভাঙা ল্যাটিন অনুচ্ছেদগুলোর কোমর এবার আমি নিজেই ভাঙতে পারব আশা করি।

আর দয়া করে মেগান ওয়েলসকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখবে যে তার ঘিলুটা আদৌ করোটির ভেতর এঁটে আছে না সেখান থেকে বেরিয়ে তুলো কুড়োতে গেছে? সভ্যতার সুলভ্যতায় সে যখন এতই বিরক্ত, তখন সাইবেরিয়ার লবণখনিতে গিয়ে বসতি করছে না কেন?

তথাস্তু, তথাস্তু! তবে আজ থেকে না-হয় হটস্পারের নিপাট ভক্ত বনে গেলাম।

সামনের গ্রীষ্মের আশায় সঞ্চয়ী ব্যাংকে কিছু টাকা গোছানোর চেষ্টা করছি। যদি সে অব্দি টিভি আমার ভরণপোষণ চালিয়ে নেয়, তবে অবশেষে তোমাদের সাথে দেখা করার সুযোগটা হয়তো এবার পেয়ে যাব। বইয়ের দোকান, সেইন্ট পলস, পার্লামেন্ট, টাওয়ার, কোভেন্ট গার্ডেন, পুরোনো ভিক আর থুত্থুড়ে মিসেস বোল্টন─সবাইকে দেখতে আমি অধীর হয়ে আছি!

দশ ডলারের একটা নোট দিলাম জিনিসটার জন্য, ঐ ক্যাটালাস জিনিসটার জন্য আর কী! ফ্র্যাঙ্কি, এসব উদ্ভট জিনিসের হদিস তুমি পাও কোথায়?

এইচ এইচ

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

১৬ মার্চ, ১৯৫৬

মিস হেলেন হ্যানফ্,

১৪ ইস্ট, নাইন্টি-ফিফথ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২৮, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

চিঠি লিখতে বেশ অনেকদিন লাগিয়ে ফেললাম বলে দুঃখিত। তবে মূল ঘটনা হলো, আজকের আগ পর্যন্ত তোমাকে পাঠাবার মতো কোনো বই-ই আমাদের হাতে ছিল না। তাই ভাবলাম, কিছুদিন অপেক্ষা করি। অন্তত ‘ক্যাটালাস কেলেঙ্কারি’র পরে তো অবশ্যই।

যাই হোক, অবশেষে আমাদের হাতে ট্রিসট্র্যাম শ্যান্ডি-এর দারুণ একটা সংস্করণ এসেছে। এই সংস্করণে রব-এর ইলাস্ট্রেশানও আছে। বইটার দাম পড়বে ২ ডলার ৭৫ সেন্ট। প্লেটোর ফোর সক্রেটিক ডায়লগস-এর একটা অনুবাদ কপিও আমাদের হস্তগত হয়েছে। অনুবাদের কাজখানা করেছেন বেঞ্জামিন জয়েট আর বইখানা প্রকাশিত হয়েছিল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে, ১৯০৩ সালে। এটার দাম ১ ডলার ধরলে কি তোমার পোষাবে? এমনিতে তোমার অ্যাকাউন্টে অগ্রিম ১ ডলার ২২ সেন্ট আছে। সেটা বাদ দিলে তোমার কাছ থেকে এই দুটো বই বাবদ আমাদের পাওনা থাকবে ২ ডলার ৫৩ সেন্ট।

এই গ্রীষ্মে তুমি ইংল্যান্ডে আসছ কি না এটা জানার জন্য আমরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। মেয়েরা দুজনেই বোর্ডিং স্কুলে আছে। সুতরাং তুমি আসলে থাকার জায়গায় সমস্যা তো হবেই না বরং ৩৭ ওকফিল্ড কোর্টের বাড়ির দুটো বিছানার কোনটা বেছে নেবে সেটাই হবে প্রশ্ন। একটা দুঃখের কথা বলতে বেশ খারাপ লাগছে। কথাটা হলো, মিসেস বোল্টনকে একটা বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে-দিন তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে-দিন ভীষণ মন খারাপ হয়েছে। কিন্তু আপাতত সান্ত্বনা এটাই যে ওখানে তার দেখাশোনাটা ভালোমতো হবে।

বিনীত

ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল

১৪ইস্ট, ৯৫ স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক সিটি

জুন ১, ১৯৫৬

প্রিয় ফ্র্যাঙ্ক,

ব্রায়ান আমাকে কেনেথ গ্রাহামের উইন্ড ইন দ্য উইলোস এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। আর বুঝতেই পারছ, এবার আমাকে এটা পেতেই হবে। খেয়াল রাখবে যেন শেপার্ড এর চিত্রালংকরণ থাকে─কিন্তু এখনই পাঠিয়ো না। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তোমার কাছেই জমা রেখো, এরপর নতুন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিও।

গত মাসে বাড়ি খালি করে দেওয়ার পরওয়ানা পেয়ে তো আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড়। আরাম-আয়েশের এই ব্রাউনস্টোন দালান আর এখানে থাকবে না, এখানে সংস্কারের কাজ শুরু হবে। পরে মনে হলো এ বুঝি আমার জন্য মহাজাগতিক কোনো ইশারা, এবারটিতে আমায় বর্তমানের দুঃস্থ-দৈন্য দশা থেকে বেরিয়ে নিজের জন্য একটা যুতসই আসবাবওয়ালা টেকসই নিবাস খুঁজে বের করতে হবে। মনস্থির করে নিয়ে বাড়ি খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। এধার-ওধার খুঁজে ২ নম্বর অ্যাভিনিউতে একটা নির্মাণাধীন ভবনের সামনে যেয়ে থামতে হলো। সেখানেই বুঝে-শুনে একটা আড়াই কামরার, এখনো কাল্পনিক, অ্যাপার্টমেন্টের ইজারায় দস্তখত দিয়ে এলাম। আর এখন পুরো শহর ছুটে বেরিয়ে নতুন বাড়ির জন্য নতুন আসবাব, বইয়ের তাক আর এঘর-ওঘরে পাতার জন্য কার্পেট কিনে ফিরছি, অবশ্যই সবটা হচ্ছে আমার ইংল্যান্ড যাত্রার সঞ্চয় থেকে। আমি আমার পুরো জীবন এভাবে জীর্ণ দালানের ক্ষয়-ধরা আসবাবে বসে, আরশোলার রাজত্বের রান্নাঘরে খুটখাট করেই কাটিয়ে দিয়েছি। তবে এখন আর নিজেকে সেভাবে রাখতে পারছি না। ইংল্যান্ড যাত্রার বিনিময়ে হলেও আমি নিজেকে কিছুটা পরিশীলিত আভিজাত্যের মাঝে গুছিয়ে আনতে চাই, যতটুকু পারি।

ইতোমধ্যে বাড়িওয়ালার ধারণা আমরা বাড়ি খালি করতে একটু বেশিই গড়িমসি করে ফেলছি। আমাদের তাড়া দেওয়ার লক্ষ্যে সে বাড়ির তত্ত্বাবধায়ককে আগেই বিদেয় করে দিয়েছে। তাতে করে গরম পানির ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে আবর্জনা ফেলা, কোনো কাজেই আমরা আর কাউকে নাগালে পাচ্ছি না। সেই সাথে চিঠির বাকশোগুলোর সাথে হলের বাতিগুলো অবধি এখনই উঠিয়ে ফেলেছে। চলতি সপ্তাহে এই বিলুপ্তির খাতায় আমার রান্নাঘর আর বাথরুমের মাঝের দেয়ালটাও পড়ে গেছে। এতকিছুর মধ্যে আবার চোখের সামনে ডজার্সকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখা! আমার ভেতরটা শুধু যদি কাউকে চিরে দেখাতে পারতাম!

ওহ, আমার নতুন ঠিকানা:

সেপ্টেম্বর ১ থেকে:

৩০৫ ই. ৭২ স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, এন. ওয়াই. ২১

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

৩ মে, ১৯৫৭

মিস হেলেন হ্যানফ্,

৩০৫ ইস্ট সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২১, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

এখন যে খবর দিতে যাচ্ছি সেটা শুনে ঝটকা খাবার জন্য তৈরি হয়ে যাও। কেমন লাগবে যদি শোনো তুমি তোমার গত চিঠিতে যে তিনটে বইয়ের কথা বলেছিলে, সেগুলো সব আমরা পেয়েও গেছি আবার তোমাকেও পাঠিয়েও দিয়েছি? বইগুলো পথে আছে, আশা করি সপ্তাহখানেকের মাঝেই তোমার দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। কীভাবে জোগাড় করেছি জানতে চাও? থাক সে কথা, ধরে নাও এটা মার্কস অ্যান্ড কো.-এর বিশেষ সার্ভিস। হিসেবের রসিদটা চিঠির সাথেই পাঠিয়ে দিলাম, তোমার কাছে আমাদের পাওনা হয়েছে ৫ ডলার।

ও ভালো কথা, কিছুদিন আগে তোমার দুজন বন্ধু এসেছিলেন বুকশপে। কিন্তু লজ্জাজনক কথা হলো, আমি ওদের নাম ভুলে গিয়েছি। কমবয়সী এক দম্পতি, চমৎকার মানুষ তারা। দুঃখজনক বিষয় হলো, বেশিক্ষণ সময় কথা বলার সুযোগ হয়নি। সময় ছিল না খুব বেশি ওদের হাতে। পরদিন ভোরেই ওদের পরবর্তী গন্তব্যের পথে রওনা করার কথা ছিল। একটা সিগারেট খেতে খেতে যতটুকু কথা বলা যায়, ওটুকু সময়ই ছিলেন তারা।

অন্যান্য বছরের হিসেবে এবারে অনেক আমেরিকান মানুষ দেখা যাচ্ছে ইংল্যান্ডে। এর মধ্যে অনেক আইনজীবী মানুষ আছেন যারা নাম-ধাম লিখে একটা কার্ড বানিয়ে সেটা পোশাকে সেটে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাদের ঘোরাঘুরি দেখে মনে হচ্ছে, বেশ ভালো একটা সময়ই কাটাচ্ছেন তারা। তুমিও দেখো, পরের বছর চলে আসতে পারো কি না।

সবার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ

ফ্র্যাঙ্ক

[স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-অ্যাভন থেকে পাঠানো পোস্টকার্ড, ৬ মে, ১৯৫৭]

আমাদের একটু সতর্ক করলেও তো পারতে! আমরা বইয়ের দোকানে ঢুকে যেই না তোমার বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিয়েছি, সাথে সাথে রীতিমতো পাচার হয়ে যাচ্ছিলাম! তোমার ফ্র্যাঙ্ক তো পারলে আমাদের পাঁজাকোলা করে নিজের বাড়িতে নিয়ে চলে যায়! সে খুব করে বলছিল যেন আমরা সাপ্তাহিক বন্ধটা তাদের সাথে কাটাই। মিস্টার মার্কস দোকানের পেছন থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন শুধু ‘মিস-হ্যানফের-বন্ধুদের’ সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলে। দোকানের প্রত্যেকটা মানুষ আমাদের অতিথি বানিয়ে আপ্যায়ন করতে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিল। কোনোরকমে জান হাতে নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি!

তোমার প্রাণপ্রিয় উইলিয়ামের বাড়িটা দেখে খুশি হবে আশা করি।

প্যারিস যাচ্ছি, এরপর কোপেনহেগেন, বাড়ি ফিরব ২৩শে।

ভালোবাসা,

জিনি এবং এড

**হেলেন হ্যানফ্** ৩০৫ ই. ৭২ স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক ২১, এন. ওয়াই.

জানুয়ারি ১০, ১৯৫৮

হ্যালো ফ্র্যাঙ্কি─

নোরাকে বলো যেন তার ঠিকানার বইটা হালনাগাদ করে নেয়। তোমার ক্রিসমাস কার্ড মাত্র হাতে পেয়েছি, সে ভুলে আগের ঠিকানাতেই পাঠিয়ে দিয়েছিল।

তোমাকে বলেছি কি না জানি না, তবে আমি সত্যিই তোমার পাঠানো ট্রিসট্র্যাম শ্যান্ডি বইটার প্রেমে পড়ে গেছি। রবের চিত্রালংকরণ অসম্ভব সুন্দর। টোবি আঙ্কেল দেখতে পেলে সন্তুষ্ট হতেন। শোনো এবার। পেছনদিকে কিছু ম্যাকডোনাল্ড ইলাস্ট্রেটেড ক্লাসিকস এর তালিকা দেওয়া আছে, যেখানে এসেজ অব ইলিয়া বইটা আছে। আমি বইটার এই ম্যাকডোনাল্ড সংস্করণ─কিংবা অন্য কোনো ভালো সংস্করণ পেতে চাই। সেটা সাধ্যের মধ্যে হতে হবে অবশ্যই। লোকে আজকাল আর কোনোকিছুকেই সস্তা বলে না; হয় বলে ‘সাধ্যের মধ্যে’, কিংবা ‘যুতসই দাম’। রাস্তার সামনে একটা উঁচু বিল্ডিংয়ে দেখলাম ফলক টানানো, তাতে লেখা:

“এক এবং দুই কামরাবিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্ট,

ভাড়া তেমন, সাধ্য যেমন!”

বাড়িভাড়া কখনোই সাধ্যের মধ্যে হয় না! আর দামও সবার পকেট দেখে বুঝদার সেজে বসে থাকে না। সে নিজের মনমতোই তরতরিয়ে বাড়তে থাকে, বিজ্ঞাপনে যাই বলুক না কেন। তাছাড়া এটা তো আসলে আর বিজ্ঞাপনের কাতারে নেই, এটা এখন পুরোদস্তুর কমার্শিয়াল।

জীবনে চলতে-ফিরতে আজকাল ইংরেজি ভাষাটাকে ধর্ষিত হতে দেখতে হয়। ধরণীতে আসতে বড্ড দেরি করে ফেলেছি বুঝলে, ঠিক যেন মিনিভার চিইভির মতন।

আর ঠিক মিনিভার চিইভির মতনই খুকখুক করে কাশতে কাশতে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে পরক্ষণে আবার সুরাপানে মেতে উঠছি।

এইচ এইচ

বি.দ্র. প্লেটোর মাইনর ডায়লগ কোন চুলোয় গেছে?

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

১১ মার্চ, ১৯৫৮

মিস হেলেন হ্যানফ্,

৩০৫ ইস্ট সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২১, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

অনেকদিন পর তোমাকে লিখছি, সে কারণে আমার আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থনা থাকল। বড্ড চাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আজকাল। গত কয়েকমাস ধরে নোরা হাসপাতালে ভর্তি। বুকশপের কাজ তো আছেই, সেই সাথে বাড়ির সমস্ত কাজকর্মও আমাকেই সামলাতে হচ্ছে। তবে নোরা প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ওকে আবার বাড়ি নিয়ে যেতে পারব। যদিও বেশ কঠিন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে গেলাম, তবু ‘ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস’ থাকায় রক্ষে। চিকিৎসার ব্যাপারটা ওরাই দেখেছে, একটা পয়সাও খরচ করতে হয়নি।

ম্যাকডোনাল্ড ক্লাসিকস-এর কিছু কিছু খণ্ড আমাদের হাতে মাঝেমধ্যে আসে, তবে এই মুহূর্তে একটাও নেই। ল্যামের এসেজ অব ইলিয়া-এর কিছু কপি আমাদের কাছে ছিল কিন্তু ছুটির আগে আগে সব বিক্রি হয়ে গেছে। আগামী সপ্তাহে বই কেনাকাটার জন্য যখন বাইরে যাব, তখন এই বইটার একটা কপি পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখব। আর হ্যাঁ, প্লেটোর বইটা খুঁজে দেখার কথাও ভুলে যাইনি।

আশা করি তোমার ছুটির সময়টুকু ভালোই কেটেছে। ও হ্যাঁ, মেয়েরা ভুল করে তোমার আগের ঠিকানায় ক্রিসমাস কার্ড পাঠিয়েছিল, এর জন্য ওরা তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

শুভেচ্ছা নিও।

ফ্র্যাঙ্ক

৩৭ ওকফিল্ড কোর্ট

হ্যাজেলমেয়ার রোড

ক্রাউচ এন্ড

লন্ডন, এন. ৮

৭ মে, ১৯৫৮

ডিয়ার হেলেন,

তোমার চিঠিদুটোর জন্য ধন্যবাদ। তোমার প্রস্তাবটার জন্য আলাদাভাবে ধন্যবাদ, হেলেন। কিন্তু আমাদের সত্যি এই মুহূর্তে কিছু লাগবে না। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে একটা জিনিস পাওয়ার ইচ্ছে জাগে। সেটা হলো, আমাদের নিজেদের একটা বুকশপ। যদি থাকত, তাহলে হয়তো তোমার এই মহানুভবতার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কিছু বই তোমাকে পাঠাতে পারতাম।

চিঠির সাথে আমাদের কয়েকটা নতুন ফটোগ্রাফ তোমায় পাঠালাম। ছবিগুলো খুব একটা মন্দ নয়, তবে সেরা সেরা ছবিগুলো সব আত্মীয়-স্বজনদের পাঠিয়ে দিতে হয়েছে। ছবিগুলো একটু খুটিয়ে দেখলেই তুমি সম্ভবত খেয়াল করবে শীলা আর মেরির চেহারায় কী মিল! যে কেউই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বুঝবে। ফ্র্যাঙ্ক বলে, মেরির এখন যা বয়স সে বয়সে শীলাও নাকি দেখতে ঠিক মেরির মতোই ছিল। শীলার মা ছিলেন ওয়েলশ-এর মেয়ে, আর আমি এমারেন্ড আইল-এর। সুতরাং মেয়েদের মাঝে চেহারায় যে মিল, সেটা ফ্র্যাঙ্কের কাছ থেকেই পাওয়া। তবে তারা দুজনেই ফ্র্যাঙ্কের চাইতে দেখতে সুন্দর। এবং বলাই বাহুল্য, এ কথাটা ফ্র্যাঙ্ক মানতে নারাজ।

এই চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারটা আমার দ্বারা একেবারেই হয় না। তোমাকে লিখতে গিয়ে কত কসরত যে আমাকে করতে হয় সেটা যদি তুমি জানতে! ফ্র্যাঙ্ক বলে, যে আমি এত কথা বলতে পারি, সে আমি চিঠি লেখার বেলায় এতটা গোবর-গণেশ হয় কী করে!

আরও একবার ধন্যবাদ রইল তোমার চিঠির জন্য। শুভকামনা জেনো।

সৃষ্টিকর্তা তোমার মঙ্গল করুন।

নোরা

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

১৮ মার্চ, ১৯৫৯

মিস হেলেন হ্যানফ্,

৩০৫ ইস্ট সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২১, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

দুঃসংবাদটা তোমাকে কীভাবে দেবো বুঝতে পারছি না। তোমার বন্ধুর জন্য শর্টার অক্সফোর্ড ডিকশনারি-এর যে বইটা পাঠাব বলে ঠিক করেছিলাম, তোমাকে জানানোর দুদিন বাদে সেটা এক লোক দুম করে দোকানে এসে কিনে নিয়ে গিয়েছে। আমি বুকশপেই ছিলাম কিন্তু ঘটনাটা ঘটার সময় অন্যদিকে ব্যস্ত ছিলাম। তোমাকে এটা জানানোর জন্য এতদিন সময় নিলাম কারণ আমার আশা ছিল বইটার অন্য একটা কপি ঠিকই জোগাড় করে ফেলতে পারব। কিন্তু এখানেও কপাল খারাপ কারণ এখনও ডিকশনারিটার কোনো কপি খুঁজে পাইনি। তোমার বন্ধুকে হতাশ করার কারণে আমি সত্যিই আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এখানে পুরো দোষটা আমার। আমার উচিত ছিল বইটাকে আলাদা করে সংরক্ষণ করে রাখা।

আজকে বুক পোস্টের মাধ্যমে তোমাকে জনসন অন শেক্সপিয়ার বইটা পাঠাচ্ছি। এটার যে সংস্করণটা পাঠাচ্ছি সেটাতে ভূমিকা লিখেছেন ওয়ালটার র‍্যালেই। অক্সফোর্ড প্রেস থেকে প্রকাশিত এই বইটা আমাদের স্টকে আগে থেকেই ছিল। বইটার দামও বেশি না, মাত্র ১ ডলার ৫০ সেন্ট। তোমার যে অগ্রিম টাকা আমাদের কাছে জমা আছে তাতে এই বইয়ের দাম মিটেও রয়ে যাবে।

তোমার টেলিভিশন শো-টা হলিউডে স্থানান্তর হয়ে গেছে শুনে আমরা সত্যিই খুব কষ্ট পেয়েছি। আরও একটা গ্রীষ্মের ছুটিতে এখানে প্রচুর আমেরিকানদের দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা যাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি তাকে দেখতে পাব না। তোমার নিউ ইয়র্ক ছেড়ে সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়াতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তটা আমি পুরোপুরি বুঝতে পারছি। আমরা সবাই তোমার জন্য প্রার্থনা করছি যেন খুব দ্রুতই তোমার হাতে কাজ চলে আসে।

শুভেচ্ছান্তে

ফ্র্যাঙ্ক।

**হেলেন হ্যানফ্** ৩০৫ ই. ৭২ স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক ২১, এন. ওয়াই.

আগস্ট ১৫, ১৯৫৯

মহোদয়:

চিঠি লিখছি আমার কর্মসিদ্ধির সুসংবাদ জানাতে।

জিতে গেছি! সিবিএস থেকে ৫০০০ ডলারের একখানা গ্রান্ট-ইন-এইড জিতে গেছি! অনুদানের বদৌলতে আমেরিকান ইতিহাস নাটকীয়করণ নিয়ে এবারে বছরখানেক কাজ করতে পারব। ব্রিটিশ আধিপত্যের সাত বছরে নিউ ইয়র্কের পরিস্থিতি নিয়ে চিত্রনাট্য লিখতে শুরু করেছি। আমি বিস্মিত হচ্ছি এই ভেবে যে, কীভাবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে নিদারুণ বাৎসল্য আর মার্জনা নিয়ে আমি তোমাদের ১৭৭৬-১৭৮৩ সালের বর্বরতার কথা তোমাকে জানাতে পারছি!

ক্যান্টারবারি টেলস-এর কোনো আধুনিক-ইংরেজি সংস্করণ আছে নাকি? আমার ভেতর চসার না পড়তে পারার একটা শুপ্ত অনুশোচনা সারা জীবনই রয়ে যাবে। কিন্তু আমাকে এককালে প্রাক-অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন/মিডল ইংলিশ শিখতে এক বন্ধু কড়া করে বারণ করে দিয়েছিল। বেচারা নিজে বিষয়টাতে পিএইচডি করছিল। সেখানে তাকে প্রাক-অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন ভাষায় পছন্দসই কোনো বিষয়ের উপর একটা প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়। “এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল,” সে খুব বিরক্ত হয়ে বলছিল, “কিন্তু যেখানে প্রাক-অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন ভাষার পর্যাপ্ত শব্দ পাওয়া সম্ভব, প্রবন্ধ লেখার এমন একমাত্র বিষয় হলো ‘মিড-হলে হাজারখানেক নরহত্যার কার্যকরী উপায়।’ ”

তার কাছেই বেওউলফ আর তার জারজ সন্তান সিডউইথ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম─নাকি উইডসিথ? বন্ধুর ভাষ্যে, বইটা পড়া অত্যাবশ্যক কিছু না। আর তাই শেষমেশ আমার এই বিষয়ের উপর থেকে আগ্রহটুকু উবে গেল। আমাকে একটা আধুনিক চসার পাঠিয়ে দিও, তাহলেই হবে।

নোরার জন্য ভালোবাসা।

এইচ এইচ

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

মিস হেলেন হ্যানফ্,

৩০৫ ইস্ট সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২১, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

তুমি একটা আর্থিক অনুদান পেয়েছ এবং আবার কাজ শুরু করেছ জানতে পেরে আমরা সক্কলেই ভীষণ ভীষণ খুশি হয়েছি। তুমি যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছ, যেভাবেই করতে যাচ্ছ তাতে আমরা বিন্দুমাত্র তোমার প্রতি আস্থা হারাচ্ছি না। কারণ তোমাকে আমরা চিনি, আমরা জানি মানুষ হিসেবে কতটা মহান তুমি। তবে তোমাকে একটা কথা বলার আছে। কথাটা হলো, আমাদের বুকশপের নবীন এক সহকর্মী সে-দিন স্বীকার করে বলল যে, ইংল্যান্ড যে এককালে ‘দ্য স্টেটস’ ‘শাসন’ করেছে সেটা তোমার চিঠি না পড়লে তার জানাই হতো না।

চসারের ব্যাপারে বলি এবার। আমাদের সেরা সেরা পণ্ডিতগণ চসারের কাজগুলোকে আধুনিক ইংরেজি ভাষায় রুপান্তরের কাজটাকে কখনও প্রয়োজনীয় মনে করার ‘ঝামেলা’র মধ্য দিয়ে যাননি। শুধু একজনের কথা মনে পড়ছে যিনি এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তার নাম ‘হিল’। ক্যান্টারবারি টেলস-কে আধুনিকীকরণের তার এই প্রচেষ্টা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে, লংম্যানস প্রকাশনী থেকে। আমার মতে তার কাজটা বেশ ভালোই হয়েছিল। যদিও এই মুহূর্তে (বলাই বাহুল্য!) বইটা আউট-অব-প্রিন্ট, তবে বইটার একটা পরিষ্কার সেকেন্ডহ্যান্ড কপি খুঁজে বের করার চেষ্টা করব আমি।

শুভেচ্ছান্তে

ফ্র্যাঙ্ক।

রবিবার রাত আর ১৯৬০ শুরু করবার

একটা চমকপ্রদ উপায়!

ঠিক জানি না, ফ্র্যাঙ্কি─

বইটা কেউ একজন আমাকে ক্রিসমাসে দিয়েছিল। বিশাল আকারের একটা মডার্ন লাইব্রেরি বই। তুমি কি ওগুলোর কোনোটা দেখেছ? এর চেয়ে নিউ ইয়র্ক বিধানসভার কার্যক্রমের মলাট ঢের বেশি আকর্ষণীয়, ওজন আবার এটারই বেশি। বইটা আমাকে এমন এক ভদ্রলোক দিয়েছেন যিনি খুব ভালো করে জানেন আমি জন ডনের কতটা পাড়ভক্ত। বইয়ের শিরোনাম দেখো:

দ্য কমপ্লিট পোয়েট্রি

অ্যান্ড

সিলেক্টেড প্রোজ

অব

জন ডন

অ্যান্ড

দ্য কমপ্লিট পোয়েট্রি

অব

উইলিয়াম ব্লেক?

প্রশ্নবোধক চিহ্নটা আমার দেওয়া। তুমি কি জানো এই দুজন লেখকের মাঝে মিলটা কোথায়?─দুজনই ইংরেজ এবং দুজনই লিখতেন, এটুকু ছাড়া? মুখবন্ধ পড়ে বোঝার খানিক নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালালাম। মুখবন্ধের সূচনায় চারটা ভাগ আছে। প্রথম দুভাগে ডনের অধ্যাপনা জীবনের বর্ণনার সাথে লেখকের বিভিন্ন কাজের চিত্রালংকরণ এবং সমালোচনার সংকলন। তৃতীয় ভাগ শুরু হয় এভাবে:

কৈশোরের কোনো এক গ্রীষ্মে নবি ইজিকিয়েলকে মাঠের মাঝে একটা গাছের ছায়ায় বসে থাকতে দেখতে পান উইলিয়াম ব্লেক, উনি মায়ের হাতে বেধরক মার খেয়েছিলেন সে-দিন।

আমি ওনার মায়ের সাথে একমত। মানে, সৃষ্টিকর্তার পশ্চাৎ হোক কিংবা ভার্জিন মেরির সম্মুখ, এগুলো না-হয় মানা যায়─কিন্তু নবি ইজিকিয়েলকে আবার কে দেখতে চায়?

আমার এমনিতেও ব্লেক মশায়কে খুব একটা মনে ধরে না। লোকটার কথায় আদিখ্যেতা মাত্রাতিরিক্তরকম বেশি। আমার লেখার একমাত্র মানুষ হলো ডন। ব্লেকের ব্যাপারটা আমাকে বড্ড বিরক্ত করছে। ফ্র্যাঙ্কি, আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতেই হবে তোমাকে!

কই আমি আয়েশ করে আমার আরামকেদারায় গুটিশুটি হয়ে পড়ে ছিলাম, দুনিয়াদারির চিন্তা ভুলে রেডিওতে পুরোনো দিনের মনকাড়া গান শুনছিলাম─কোরেলি বা অন্য কেউ হবে─সাথে টেবিলের উপর রাখা এই জিনিসটা। এই পেল্লাই বপুর মডার্ন লাইব্রেরির জিনিসটা। তাই আমি ভাবলাম:

“সারমান ১৫-এর তিনটে সোজাসাপটা অনুচ্ছেদ পড়ে দেখি,” তোমাকে ডন পড়তে হলে সশব্দেই পড়তে হবে, কিছুটা বাক-এর ফিউগ এর মতন।

তুমি কি জানতে চাও সারমান ১৫-এর তিনটে লাগোয়া অনুচ্ছেদ সশব্দে পড়তে চাওয়ার আমার এহেন নিরীহ প্রচেষ্টার ফল কেমন হয়েছে?

প্রথমে তোমাকে জায়ান্ট মডার্ন লাইব্রেরি সংস্করণটা হাতে নিতে হবে, এরপর সেখানে সারমান ১৫ খুঁজে বের করতে হবে এবং তারপর তুমি খুঁজে দেখবে উদ্ধৃতি ১, ২ ও ৩। উদ্ধৃতির অংশটুকু পড়া শেষ করে তুমি আবিষ্কার করবে তারা নির্দ্বিধায় জেযাবেল বাদ দিয়ে ফেলেছে। বাধ্য হয়ে তোমাকে ডনের সারমানস টেনে বের করতে হবে, সেখান থেকে সিলেক্টেড প্যাসেজেস (লোগান পিয়ারসাল স্মিথ) খুঁজে বের করে তুমি পাক্কা বিশ মিনিট লাগিয়ে সারমান ১৫-এর উদ্ধৃতি ১ উদ্ধার করতে পারবে, কারণ লোগান পিয়ারসাল স্মিথের মতে এটা সারমান ১৫-এর উদ্ধৃতি ১ নয়, বরং সেটা অনুচ্ছেদ নং ১২৬। সকলকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। এতশত যজ্ঞের পর তুমি এটাকে খুঁজে পেয়ে দেখবে এখান থেকেও জেযাবেল বাদ দেওয়া হয়েছে। এবার তুমি কমপ্লিট পোয়েট্রি অ্যান্ড সিলেক্টেড প্রোজ-এর শরণাপন্ন হবে, এবং উপলব্ধি করবে তারাও জেযাবেলকে সাথে রাখার কোনো প্রয়োজন মনে করেনি। নিরুপায় হয়ে তোমাকে অক্সফোর্ড ইংলিশ প্রোজ ধরে আনতে হবে। সেখানে আরও মিনিট বিশেক তল্লাশির পর দেখবে অক্সফোর্ড ইংলিশ প্রোজ মোতাবেক এটা না তো সারমান ১৫-উদ্ধৃতি ১, না অনুচ্ছেদ নং ১২৬, বরং এটা অনুচ্ছেদ নং ১১৩। মৃত্যু, সমতার ধারক। জেযাবেলকে এখানে পাবে, এখান থেকে সশব্দে পড়েও ফেলবে। কিন্তু পড়া শেষ করে দেখবে এখান থেকে আবার উদ্ধৃতি ২ আর ৩ লাপাত্তা! এবার এগুলো পড়তে হলে তোমাকে আবার আগের তিনটে বইতে ফেরত যেতে হবে। যদি তুমি আক্কেলমন্ত হও, তবে আগের বইগুলো জায়গামতো মেলে রেখে দিয়েছ, এখন সেখানে থেকে চট করে পড়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু আমার ঘটে কোনোকালেই এত বুদ্ধি ছিল না!

এবার একটু খোলাসা করে বলো দেখি: জন ডনের কমপ্লিট সারমানস পেতে কতটা কাঠখড় পোড়াতে হবে আর কটা কিডনি বেচতে হবে?

আমি শুতে গেলাম। কেমন ভালো ঘুম হবে জানি না। দুঃস্বপ্নে অ্যাকাডেমিক-আলখেল্লা জড়ানো দানবেরা উদ্ধৃতি, সংযুক্তি, অনুচ্ছেদ আর সারমর্ম নামের একেকটা বিকট আকারের রক্তমাখা রামদা হাতে উঁচিয়ে আমাকে তাড়া করবে নিশ্চিত!

একান্ত,

এইচ এইচ

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

৫ মার্চ, ১৯৬০

মিস হেলেন হ্যানফ্,

৩০৫ ইস্ট সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২১, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

ইচ্ছা করেই তোমার শেষ দুটো চিঠির জবাব দেরিতে দিচ্ছি। পণ করেছিলাম, ভালো কোনো সংবাদ না নিয়ে তোমাকে লিখব না। আজকে যেহেতু লিখছি সেহেতু একটা ভালো সংবাদ আছে।

ভালো সংবাদটা হলো, বার্নার্ড শ আর এলেন টেরির মধ্যকার আদানপ্রদানকৃত পত্র-সংকলন বইটার একটা কপি জোগাড় করতে পেরেছি। বইটার যে সংস্করণ তা যে খুব আহামরি সেটা বলার কোনো সুযোগ নেই তবে বইটার অবস্থা পরিচ্ছন্ন, ঠিকঠাক আছে বলা যায়। এর চেয়ে ভালো আরেকটা কপি পাওয়া যায় কি না সেটার অপেক্ষা করা যেত, কিন্তু একে তো বইটা বেশ জনপ্রিয়, তার উপর এটার সেকেন্ডহ্যান্ড কপি যে অহরহ পাওয়া যায় তাও না। তাই কোনো ঝুঁকি না নিয়ে বইটা তোমায় পাঠিয়ে দিলাম। বইটার দাম পড়ছে ২ ডলার ৬৫ সেন্ট। এটার দাম মিটিয়ে তোমার অ্যাকাউন্টে অগ্রিম হিসেবে আর ৫০ সেন্ট রইল।

জন ডনের ব্যাপারে যেটা বলব সেটা হলো, তুমি যদি তার ধর্মানুশাসন বিষয়ক সকল লেখা একসাথে পেতে চাও সেক্ষেত্রে তার কমপ্লিট সারমানস কেনা ছাড়া আমি কোনো পথ দেখি না। যদ্দূর জানি তার সকল লেখা একত্র করে যে রচনাবলি আছে তা ৪০ খণ্ডেরও বেশি। ওগুলোর ভালো অবস্থার কপি যদি পাওয়াও যায় তার দামও হবে আকাশচুম্বী।

‘মর্ডান লাইব্রেরি জায়ান্টস’ সংক্রান্ত ভোগান্তি সত্ত্বেও আশা করি ক্রিসমাস আর নিউ ইয়ারের দিনগুলো তোমার ভালো কেটেছে। নোরা আর আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা রইল।

ফ্র্যাঙ্ক

**হেলেন হ্যানফ্** ৩০৫ ই. ৭২ স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক ২১, এন. ওয়াই.

মে ৮, ১৯৬০

এম. ডি-টকভিলের পক্ষ থেকে সাধুবাদ এবং সেই সাথে তিনি নিজের আমেরিকা যাত্রার সাফল্যের ঘোষণা জানিয়েছেন। মশাই শিয়াল পণ্ডিত সেজে টেবিলের উপর দিব্যি আসন পেতে বসেছেন, কারণ তিনি জানেন তিনি যা বলেছেন সবটাই হাছাকথা, বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় দেশ চালানোর ভার উকিলবাবুদের কাঁধে চাপার কথাটা। আমি যে গণতান্ত্রিক ক্লাবের সদস্য, সেখানকার চৌদ্দ জন লোকের মাঝে এগারো জনই পেশায় উকিল। বাড়ি ফিরে গোটা কয়েক খবরের কাগজের পাতা উল্টিয়ে যা বুঝলাম, রাষ্ট্রপতির কাতারে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ যে-কজন মানুষ আছেন─স্টিভেনসন, হামফ্রি, কেনেডি, স্ট্যাসসেন, নিক্সন; হামফ্রি বাদে বাকি সবাই উকিল।

তিন ডলার পাঠালাম। বইটা খুবই সুন্দর। দেখে মনেও হয় না হাতবদল হয়ে এসেছে, ভেতরের কিছু পাতা এখনও কাটা পড়েনি। আমি কি তোমাকে বলেছি আমি বইয়ের পাতা কাটার চমৎকার একটা যন্ত্র খুঁজে পেয়েছি? মুক্তা-খচিত হাতলের ফল কাটার ছোট্ট একটা ছুড়ি। আমার মা আমার জন্য এগুলোর প্রায় ডজনখানেক রেখে গিয়েছিল, তারই একটা আমার টেবিলের পেন্সিল কাপে জায়গা করে নিয়েছে। হতে পারে আমার ঠিক মানানসই মানুষদের সঙ্গে তেমন মেলামেশা নেই, কিন্তু আমি আসলে খুব শীঘ্রই গোটা বারোজন অতিথি আপ্যায়নের কোনো চিন্তা করতে পারছি না যেখানে সবাই বসে একসাথে ফল কেটে খাব!

চিয়ারস!

এইচ এইচ

**হেলেন হ্যানফ্** ৩০৫ ই. ৭২ স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক ২১, এন. ওয়াই.

ফেব্রুয়ারি ২, ১৯৬১

ফ্র্যাঙ্ক?

তুমি কি আছো?

আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কাজ হাতে পাওয়ার আগে আর লিখব না।

হারপারস ম্যাগাজিন-এর জন্য তিন সপ্তাহ খেটে একটা গল্প লিখেছিলাম, তার জন্য ২০০ ডলার পারিশ্রমিক পেয়েছি। এবার তারা আমার জীবনী নিয়ে একটা বই লেখার ফরমায়েশ জানিয়েছে। এজন্যে আমাকে ১৫০০ ডলার বায়নাও দিয়েছে। তাদের ধারণা বইটা লিখতে হয়তো আমার ছ’মাসও লাগবে না। আমার নিজেকে নিয়ে তেমন একটা চিন্তা নেই, কিন্তু আমার বাড়িওয়ালা বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে।

আর তাই বই কেনায় কিছুদিনের জন্য লাগাম টানতে হয়েছে। কিন্তু গেল অক্টোবরে একজন আমাকে লুই দ্য ডিউক ডি সেইন্ট সাইমন-এর একটা যাচ্ছেতাই সংক্ষেপিত-সংস্করণের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। পরে আমি সোসাইটি লাইব্রেরিতে তল্লাশি চালিয়ে আসল বইটা খুঁজে বের করলাম। সোসাইটি লাইব্রেরিতে ইচ্ছেমতো ঘোরাঘুরি করা যায়, আবার বই বাড়িতে নিয়ে আসারও সুযোগ আছে। তখন থেকে আজ অবধি লুই-এর মাঝেই ডুবে আছি। আমি যে সংস্করণ পড়ছি সেটাতে মোট ছ’টা খণ্ড আছে। কাল রাতে পড়তে পড়তে ষষ্ঠ খণ্ডের মাঝামাঝি আসার পর মনে হলো এটাকে লাইব্রেরিতে রেখে এলে এই লুই-হীন বাড়ির ধারণা নিয়ে তো আমি আর ঘুমোতেই পারব না!

আমি ফ্রান্সিস **আর্করাইটের চমৎকার অনুবাদ পড়ছি। তবে তোমার ভরসার যে-কোনো অনুবাদ হাতে পেলেই আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু আগেই পাঠিয়ে দিও না। বইগুলো পেলে কিনে নিজের কাছে রেখে দিও। আমি একেক করে সবকটা খণ্ড কিনে নেব।**

**নোরা আর মেয়েরা ভালো আছে আশা করি। বাকিদের কথাও** জানিও।

হেলেন

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১

মিস হেলেন হ্যানফ্,

৩০৫ ইস্ট সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২১, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

আশা করি শুনে খুশি হবে যে, আর্করাইটের অনুবাদ করা মেমোয়ার্স অব দ্য ডিউক ডি সেইন্ট সাইমন-এর বইয়ের একটা সেট আমাদের স্টকে আছে। চমৎকার ভাবে বাঁধানো বইগুলো খুবই সুন্দর অবস্থায় আছে। বইগুলো আজকে তোমার ঠিকানায় পাঠানো হচ্ছে, আশা করা যায় দুই-এক সপ্তাহের মাঝেই ওগুলো তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। সবমিলিয়ে বইগুলোর দাম পড়ছে ১৮ ডলার ৯৫ সেন্ট। কিন্তু তুমি দয়া করে একসাথে এ টাকা পাঠানো নিয়ে বিচলিত হবে না। মার্কস অ্যান্ড কো.-এর সাথে তোমার এতদিনের লেনদেনের হিসেবে আমরা সত্যিই এই টাকাগুলো তাড়াতাড়ি পাওয়া নিয়ে একদমই মাথা ঘামাচ্ছি না।

তোমার কাছ থেকে অনেকদিন পরে চিঠি পেয়ে ভালো লাগছে। আমরা সবাই বেশ ভালোই আছি। সেই সাথে অপেক্ষায়ও আছি, একদিন দুম করে ইংল্যান্ডের রাস্তায় তোমাকে দেখতে পাওয়ার আশায়।

সবার পক্ষ থেকে ভালোবাসা নিও,

ফ্র্যাঙ্ক।

**হেলেন হ্যানফ্** ৩০৫ ই. ৭২ স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক ২১, এন. ওয়াই.

মার্চ ১০, ১৯৬১

প্রিয় ফ্র্যাঙ্কি,

দোহাই-ঈশ্বরের-দোহাই পাঠানো ১০ ডলারের নোটটা যেন থাকে! আজকাল এমন নোট আর খুব বেশি আসছে না হাতে, কিন্তু লুই খুব করে আমাকে ঋণের বোঝা থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসতে চাইছিলেন। এমন মানুষদের আদালতে সামলাতে সামলাতে বেচারা এতটাই বীতশ্রদ্ধ যে দুশো সত্তর বছর পরে এসে আবার ধার-দেনায় জর্জরিত কারো ঘরে উনি আর উঠতে চান না।

কাল রাতে তোমার কথা মনে হয়েছে। হারপারস-এর সম্পাদক এসেছিলেন ডিনারে। আমরা আমার-জীবনের-গল্প বিষয়টা নিয়ে আলাপ করতে করতে একটা সময় ল্যান্ডোরের ‘ঈশপ অ্যান্ড রোডোপি’ নিয়ে ‘হলমার্ক হল অব ফেম’-এর জন্য করা নাটকের কথাটা উঠল। তোমাকে কি এটার কথা বলেছিলাম? ল্যান্ডোরের ছলছল-আঁখির রোডোপির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন স্যারা চার্চিল। রবিবার বিকেলে নাটক সম্প্রচারিত হয়। নাটকটা সম্প্রচারের ঘণ্টা দুয়েক আগে আমি নিউ ইয়র্ক টাইমস সানডে-এর পাঠপ্রতিক্রিয়া অংশে ঢুঁ দিলাম। সেখানে ৩ নম্বর পাতায় পলি অ্যাডলারের এ হাউজ ইজ নট এ হোম বইয়ের একটা পাঠপ্রতিক্রিয়া চোখে পড়ল। বইটা পতিতাপল্লীকে কেন্দ্র করে লেখা। শিরোনামের নিচে গ্রিক কোনো মেয়ের মাথার মূর্তির একটা ছবি এঁটে দেওয়া, নিচে লেখা: “রোডোপি, গ্রীসের সবচেয়ে বিখ্যাত বারাঙ্গনা!” ল্যান্ডোর তো এমন কিছু জানাতে বেমালুম ভুলে গেছেন। যে-কোনো পণ্ডিতেরই জানার কথা ল্যান্ডোরের ‘রোডোপি’ হলো সেই ‘রোডোপিস’, যে স্যাফোর ভাইকে তার সর্বস্বের বিনিময়ে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আমি কোনো পণ্ডিত না। কোনো এক বৈরাগ্যের শীতে বসে গ্রিক গল্পগুলো গোগ্রাসে গিলেছিলাম ঠিকই, কিন্তু সে-সবের উদ্‌গিরণ হয়ে গেছে অনেকদিন।

তো আমরা এই উপাখ্যানের আলোচনাতেই মত্ত ছিলাম, এর মধ্যে আমার সম্পাদক জিন প্রশ্ন করে উঠল, “ল্যান্ডোর আবার কে?” আর যায় কোথায়! আমিও অত্যুৎসাহে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে দিলাম─মাথা দুলিয়ে শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে জিন একপর্যায়ে বলেই বসল:

“তুমি আর তোমার আদ্যিকালের ইংরেজি বই!”

দেখতে পারছ তো ফ্র্যাঙ্কি, এই দুনিয়ায় তুমিই একমাত্র আমাকে বুঝতে পারো।

এইচ এইচ

পুনশ্চ: জিন মেয়েটা চীনা।

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

১৪ অক্টোবর, ১৯৬৩

মিস হেলেন হ্যানফ্,

৩০৫ ইস্ট সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২১, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

দারুণ চমকপ্রদ খবর আছে হে! তোমাকে যদি বলি যে, ভার্জিনিয়া উলফের কমন রিডার-এর দুই খণ্ড ইতোমধ্যে তোমার বাড়ির পথে রওনা হয়ে গিয়েছে, সেটা তো চমকপ্রদ খবরই হবে, তাই না? যদি আরও কিছুর প্রয়োজন থাকে তাহলে জানিও। আশা করি এরকম করে খুঁজে-খেটে দিতে পারব।

আমরা সবাই ভালো আছি। দিনগুলো বরাবরের মতোই স্বাভাবিকভাবে কেটে যাচ্ছে। আমার বড়ো মেয়ে শীলা (২৪) হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নেবে। এ কারণে সে বছর দুই আগে সেক্রেটারির চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এখন কলেজে পড়াশুনা করছে। তার পড়াশুনা শেষ হতে আরও বছর খানেকের মতো লাগবে। সুতরাং নিজেদের দায়দায়িত্ব সন্তানদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে একটু আরামের জীবন কাটাতে যে আরও বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

সবার পক্ষ থেকে তোমার জন্য রইল একরাশ ভালোবাসা।

ফ্র্যাঙ্ক

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

৯ নভেম্বর, ১৯৬৩

মিস হেলেন হ্যানফ্,

৩০৫ ইস্ট সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২১, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

বেশ অনেকদিন আগে আমার কাছে তুমি চসারের ক্যান্টারবারি টেলস-এর একটা আধুনিক সংস্করণ চেয়েছিলে। আমার হাতে এরকম একটা ছোট্ট বই এসেছে যেটা আমার ধারণা তোমার ভালো লাগবে। এটা অবশ্য পূর্ণাঙ্গ না তবে মোটামুটি বেশ ভালো একটা কাজ। বইটার দামও বেশি পড়বে না, মাত্র ১ ডলার ৩৫ সেন্ট। বইটা আজকে তোমাকে বুক পোস্টের মাধ্যমে পাঠাচ্ছি, দেখো তোমার কেমন লাগে। এটা পড়ে চসারের আরও বই পড়ার যদি আগ্রহ হয়, আমাকে বোলো। আমি খুঁজে দেখব এরকম আর কী পাওয়া যায়।

শুভেচ্ছান্তে

ফ্র্যাঙ্ক।

শনিবার

‘চসার: সহজ-সমাচার’ নিয়ে অনেক হয়েছে। বইটাতে ল্যাম্ব’স টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ার-এর মতন স্কুলঘরের গন্ধ।

বইটা বেশ উপভোগ করছি। প্রব্রাজিকা মহিলার গল্পটা পড়ে বিশেষ মজা পেয়েছি। সে এত সুকৌশলে নিজের হাত দিয়ে খাবার খেত যে কোনোদিন একফোঁটা তেলও নিজের গায়ে পড়ে মাখামাখি হয়ে যায়নি। আমি নিজেকে নিয়ে এমন কথা জাহির করতে পারব না, যেখানে আমি উলটো কাঁটাচামচ ব্যবহার করে আসছি। এর বাইরে তেমন কিছু আমাকে অভিভূত করতে পারেনি। যদিও সব গল্পই, আর তুমি তো জানোই, আমি মোটেও গল্প-অনুরাগী মানুষ নই। যদি জফরি নিজের নামে একখানা ডায়েরি রেখে রিচার্ড দ্য থার্ডের প্রাসাদে কর্মচারী হয়ে থাকার রোজনামচা আমাকে জানাতে পারত─তা পড়তে আমি আদ্যিকালের ইংরেজি শিখতেও রাজি থাকতাম।

আমাকে কেউ একটা বই দিয়েছিল, সেটাই বের করলাম। অলিভার ক্রোমওয়েলের সময় জীবনযাত্রা কেমন ছিল এই বিষয়ে আনাড়ী হাতে লেখা একটা বই। কিন্তু এই হবুচন্দ্র তো আর অলিভার ক্রোমওয়েলের সময় জন্মায়নি, তখন জামানা কেমন ছিল না ছিল তা সে জানবে কী করে? কারো যদি আসলেই অলিভার ক্রোমওয়েলের সময়কার জীবনযাত্রা নিয়ে আগ্রহ থাকে তবে সে পক্ষের জন্য মিল্টন আর বিপক্ষের জন্য ওয়ালটন হাতে নিয়ে সোফায় বসে পড়তে পারে। তারা শুধু সে-সময়ের বর্ণনা জানিয়েই থেমে থাকবে না, তাকে টেনে নিয়ে সময়ের পেছনেও চলে যাবে।

“পাঠক হয়তো বিশ্বাস করবে না এমনও কিছু হতে পারে,” ওয়ালটন বা কেউ কোথাও বলেছিলেন, “কিন্তু আমি সেখানে ছিলাম এবং আমি দেখেছি।”

আমি এমন কিছুই চাই। আমি-সেখানে-ছিলাম বইগুলোর প্রতি আমার অন্যরকম টান আছে।

চসারের জন্য দুই ডলার পাঠিয়ে দিলাম। তাতে করে তোমার কাছে ৬৫ সেন্ট আমানত রয়ে যাবে। এর চেয়ে বেশি সম্পদ বর্তমানে আমার আর কোথাও জমা নেই।

এইচ

**হেলেন হ্যানফ্** ৩০৫ ই. ৭২ স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক ২১, এন. ওয়াই.

মার্চ ৩০, ১৯৬৪

প্রিয় ফ্র্যাঙ্ক,

শিশুতোষ ইতিহাস বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে তোমাকে লিখতে বসলাম জানতে চেয়ে, (এটা আমার চার নম্বর বই, ভাবতে পারো?) তুমি কি আমার এক বন্ধুকে সাহায্য করতে পারবে? তার কাছে শ-এর স্ট্যান্ডার্ড এডিশন-এর অসম্পূর্ণ সমগ্র আছে। বইগুলো মরচে-রঙা কাপড়ে বাঁধাই করা আছে এমন বলেছিল, তাতে যদি তোমার বুঝতে সুবিধা হয়।

বন্ধুর কাছে যে বইগুলো আছে সেগুলোর তালিকা আমি পাঠিয়ে দিলাম, সমগ্রের বাকি বইগুলো নিতে সে আগ্রহী। তবে যদি তোমার কাছে একের অধিক বই থেকে থাকে, তবে সব আবার একসাথে পাঠিয়ে দিও না। বইগুলো একেক করে পাঠিয়ে দিও। আমার বন্ধু তো, আমার মতো কাঙাল হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি বইয়ের তালিকায় ওর ঠিকানাও লিখে দিয়েছি, তুমি সোজাসুজি ওর ঠিকানাতেই পাঠিয়ে দিও। ওখানে ৩২ নম্বর অ্যাভিনিউ লেখা, একান্ত যদি পড়তে না পারো।

সেসিলি বা মেগানের কোনো খবর পেলে?

শুভেচ্ছান্তে,

হেলেন

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

১৪ এপ্রিল, ১৯৬৪

মিস হেলেন হ্যানফ্,

৩০৫ ইস্ট সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২১, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

তোমার বন্ধুর জন্য বার্নার্ড শ-এর যে রচনাবলির কথা বলেছ, ওটার ব্যাপারে বলি। ওটার ‘স্ট্যান্ডার্ড এডিশন’ (মরচে রঙ এর কাপড়ে বাঁধাই করা যেমনটা তোমার বন্ধু তোমাকে বলেছে) এখনও প্রকাশনীর কাছেই পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ সেটটাতে সম্ভবত ৩০টা খণ্ড আছে। এই সেটটার সেকেন্ডহ্যান্ড কপি কদাচিৎ আমাদের হাতে আসে। কিন্তু তোমার বন্ধু যদি সেটটা নতুন কিনতে চায় আমরা সানন্দে সেটা পাঠাতে পারি। ধীরে ধীরে পাঠালাম না-হয়, এই ধরো প্রতিমাসে ৩-৪টা খণ্ড করে।

বছর কয়েক হলো সেসিলির কোনো খোঁজখবর পাই না। আর মেগান ওয়েলস খুব বেশিদিন সাউথ আফ্রিকাতে মন বসাতে পারেনি। এখানে এক ফাঁকে এসেছিল। আসার পরে আমরা কেউই তাকে ‘আরে, আগেই তো বলেছিলাম’ বলতে কিংবা ভাব-ভঙ্গিতে বোঝাতে ছাড়িনি। এখান থেকে সে নিজের ভাগ্যান্বেষণে অস্ট্রেলিয়া পাড়ি জমিয়েছে। কয়েক বছর আগে ওখান থেকে আমাদের ক্রিসমাস কার্ড পাঠিয়েছিল সে। এরপর আর ওর খোঁজখবর পাইনি।

নোরা, মেয়েদের আর আমার, সকলের ভালোবাসা নিও।

ফ্র্যাঙ্ক

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

৪ অক্টোবর, ১৯৬৫

মিস হেলেন হ্যানফ্,

৩০৫ ইস্ট সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২১, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

বহুদিন বাদে তোমার চিঠি পেয়ে ভালো লাগল। হ্যাঁ, আমরা বেঁচে তো আছিই তবে দিনদিন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। সেই সাথে দিনদিন ব্যস্তও হয়ে উঠছি, কিন্তু আফসোস দিন দিন সব বাড়লেও টাকা পয়সা বেড়ে বড়লোক হয়ে ওঠা হচ্ছে না।

ই.এম. ডেলাফিল্ডের ডায়েরি অব আ প্রোভিনশিয়াল লেডি বইটার একটা কপি আমরা জোগাড় করতে পেরেছি। যে কপিটা পেয়েছি ওটা ১৯৪২ সালের ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত হওয়া সংস্করণ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সেকেন্ডহ্যান্ড এ বইটার দাম পড়বে ২ ডলার। বুক পোস্টের মাধ্যমে আজকে বইটা তোমাকে পাঠাচ্ছি, বরাবরের মতো সাথে রসিদটাও রইল।

এবারের গ্রীষ্মকালটা বেশ ভালোই কাটল আমাদের। অন্যবারের তুলনায় এবারে পর্যটকও বেশি এসেছে। বিশেষ করে এবারে তরুণ-তরুণীদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো, যাদের বেশিরভাগই এসেছে কার্নাবি স্ট্রিটের ঐ বিশেষ বাড়িটায়। আমরা অবশ্য দূর থেকেই তাদের দেখেছি এবং বলতে দ্বিধা নেই, ‘বিটলস’ ব্যান্ডটাকে আমার সব মিলিয়ে ভালোই লাগে। শুধু তাদের ভক্তরা যদি একটু চিৎকার চেঁচামেচি কম করত!

নোরা আর মেয়েরা তোমাকে ভালোবাসা জানিয়েছে।

ফ্র্যাঙ্ক

**হেলেন হ্যানফ্** ৩০৫ ই. ৭২ স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক ২১, এন. ওয়াই.

সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৬৮

বেঁচে আছি তো, নাকি?

চার কি পাঁচ বছর ধরে বাচ্চাদের জন্য আমেরিকান ইতিহাসের বই লিখে আসছি। সেই কাজে মজেই আজকাল আমেরিকান ইতিহাসের বই কেনার ঝোঁকে পড়ে গেছি─কদাকার, কার্ডবোর্ডের বাঁধাইয়ের আমেরিকান সংস্করণের ইতিহাস বই। আমার মাথাতেও কখনও আসেনি জেমস ম্যাডিসনের কন্সটিটিউশনাল কনভেনশনের স্টেনোগ্রাফিক রেকর্ড কিংবা টি. জেফারসনের জে. অ্যাডামসকে লেখা চিঠিগুলো বা এমন আরও অনেক কিছু ইংল্যান্ডের মাটি থেকে দারুণ ইংরেজি সংস্করণে প্রকাশিত হতে পারে!

নাতি-নাতনীর মুখ দেখতে পারলে? শীলা এবং মেরিকে জানাবে তাদের বাচ্চারা আমার শিশুতোষ লেখা সমগ্রের অটোগ্রাফ-সংবলিত কপির অন্যতম উত্তরাধিকারী। তাহলেই দেখবে উত্তরসূরি উৎপাদনের কাজে কেমন তাড়া লেগে যায়!

এক বর্ষণমুখর রবিবারে আমার একজন বান্ধবীকে প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। আর যায় কোথায়! জেন অস্টেনের জন্য সে বর্তমানে উন্মাদিনী। হ্যালোউইনের আশেপাশে মেয়েটার জন্মদিন, ভাবছিলাম ওর জন্য জেন অস্টেনের কোনো বই উপহার দেবো। খুঁজে দিতে পারবে এর মধ্যে? যদি তোমার কাছে পুরো সমগ্র থাকে, তাহলেও জানিও। দাম নাগালের বাইরে হলে ওর বরকে অর্ধেক দিতে বলব আর আমি বাকি অর্ধেক দেবো।

নোরা এবং ওখানকার সকলের জন্য শুভকামনা।

হেলেন

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

১৬ অক্টোবর, ১৯৬৮

মিস হেলেন হ্যানফ্,

৩০৫ ইস্ট সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২১, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার হেলেন,

হ্যাঁ, এখনও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে আমরা বেঁচে-বর্তে আছি। যদিও এই বারের গ্রীষ্মের ছুটিতে কাজের চাপে আমাদের অবস্থা একদম খারাপ। এবারে পর্যটকদের আনাগোনা বিগত সব বছরকে ছাড়িয়ে গেছে। ফ্রান্স, আমেরিকা, স্ক্যান্ডিনেভিয়া; কোত্থেকে আসেনি! এইসব পর্যটকদের অনেকেই আমাদের বুকশপ থেকে চামড়ায়-বাঁধানো সুন্দর সুন্দর বইগুলো কিনে নিয়ে গিয়েছে। আর তাদের এত এত বই কেনাতে আমাদের মজুদের অবস্থা এই মুহূর্তে প্রায় শূন্য। বইয়ের দামও আর আগের মতো নেই। সবমিলিয়ে তোমাকে তোমার বন্ধুর জন্মদিনে উপহার দেওয়ার মতো জেন অস্টেনের বই জোগাড় করে দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। ক্রিসমাসের আগে আগে হয়তো কিছু পেলেও পাওয়া যেতে পারে।

নোরা আর আমার মেয়েরা ভালো আছে। শীলার কথা যেটা আগে বলেছিলাম সেটাই, অর্থাৎ সে শিক্ষকতা করছে। আর মেরির চমৎকার একটি ছেলের সঙ্গে এনগেজমেন্ট হয়ে আছে। কিন্তু এদের কেউই আপাতত বিয়ে করছে না, কারণ তাদের কারো হাতেই নাকি পর্যাপ্ত টাকা নেই! সুতরাং, কম বয়েসে ‘গ্ল্যামারাস নানু’ হওয়ার যে স্বপ্ন নোরা দেখছিল, তা ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

ভালোবাসা নিও,

ফ্র্যাঙ্ক।

মার্কস অ্যান্ড কো., পুস্তকবিক্রেতা

৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড

লন্ডন, ডব্লিউ.সি. ২

৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯

মিস হেলেন হ্যানফ্,

৩০৫ ইস্ট সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিট

নিউ ইয়র্ক ২১, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্র।

ডিয়ার মিস,

মিস্টার ডোয়েলকে গত ৩০ সেপ্টেম্বরে লেখা আপনার চিঠিটা কিছুক্ষণ আগে আমি হাতে পেয়েছি। এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনাকে জানাচ্ছি যে, ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখ, রবিবার, তিনি মৃত্যুবরণ করেন। গত বুধবার, ১লা জানুয়ারি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

হঠাৎ করে তার অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে যাওয়ায় গত ১৫ ডিসেম্বর তড়িঘড়ি করে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কালবিলম্ব না করে তার অপারেশন করা হয়েছিল। কিন্তু বেচারার কপাল খারাপ ছিল। দ্রুত অপারেশন করা হলেও ইতোমধ্যে ইনফেকশন ছড়িয়ে ‘পেরিটোনাইটিস’ হয়ে গিয়েছিল। ৭ দিন পরে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি আমাদের এই কোম্পানির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবে তার মৃত্যুতে মি. কোহেন (কোম্পানির কর্ণধার) শোকাহত হয়েছেন। মি. মার্কস মারা যাবার অল্প কদিনের মাঝে মি. ডোয়েলের এভাবে চলে যাওয়া আসলেই আমাদের সকলের জন্য অনেক হৃদয়বিদারক।

এমতাবস্থায় আমরা কি আপনার জন্য অস্টেনের বইগুলো খুঁজে দেখব?

আপনার বিশ্বস্ত

মার্কস অ্যান্ড কো.-এর পক্ষে,

জোয়ান টড (মিসেস)

সেক্রেটারি।

(তারিখবিহীন চিঠি, পোস্টমার্ক অনুসারে তারিখ: ২৯ জানুয়ারি, ১৯৬৯। চিঠিতে কোনো ঠিকানাও ছিল না।)

ডিয়ার হেলেন,

তোমার সৌহার্দ্যপূর্ণ চিঠিটার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। তুমি একদম ভেবো না, চিঠিটা পড়ে আমার এতটুকুও খারাপ লাগেনি। শুধু একটা খারাপ লাগা, আফসোস থেকে যাবে। সেটা হলো, ফ্র্যাঙ্কের সাথে তোমার কখনও সামনাসামনি দেখা হলো না, মুখোমুখি বসে ফ্র্যাঙ্ককে চেনার সুযোগ হলো না তোমার। যদি হতো, তাহলে জানতে কী চমৎকার একজন মানুষ ছিল ফ্র্যাঙ্ক, কী অসাধারণ ছিল তার রসবোধ! পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে তার স্মৃতি রোমন্থন করে চিঠি লিখছে মানুষ। বইয়ের দুনিয়ার মানুষেরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে জানাচ্ছেন, বইয়ের ব্যাপারে তার কতই না গভীর জ্ঞান ছিল! এবং তার এই জ্ঞান সকলের সাথে কী সহজ-সরলভাবে সে ভাগাভাগি করেছে। আমি চিঠিগুলো পড়ছি আর জানছি কতটা নিরহংকারী, কতখানি বিনয়ী মানুষ ছিল ফ্র্যাঙ্ক। তুমি চাইলে তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা এই চিঠিপত্রগুলো তোমাকে পাঠিয়ে দিতে পারি আমি।

এখন আর তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই, একটা সময় তোমাকে হিংসে হতো আমার। কারণ তোমার লেখা চিঠিগুলো ফ্র্যাঙ্ক খুবই পছন্দ করত। তোমাদের দুজনের রসবোধও ছিল একইরকম। আর তোমার এত চমৎকার করে চিঠি লেখার ভঙ্গিটাও ছিল হিংসে করার আরেকটা কারণ। ফ্র্যাঙ্ক আর আমি দুজন ছিলাম একদম ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। নম্র, ভদ্র, বিনয়ী ছিল ফ্র্যাঙ্ক। আর আমি তো আইরিশ, বিপ্লবীদের মতো স্বভাবটা মনে হয় আমার রক্তেই আছে। ইদানীং তাকে প্রচণ্ড মিস করি আমি। তার সাথে কী চমৎকারই না কেটেছে জীবনের এতগুলো সময়! মানুষটা প্রায়ই আমাকে বইপত্রের ব্যাপারে কিছু না কিছু শেখাবার চেষ্টা করে যেত। আমার মেয়েগুলোও হয়েছে দারুণ লক্ষ্মী। এ জায়গাটাতেও আমি ভাগ্যবতী। ফ্র্যাঙ্কের ফাঁকা জায়গাটা আমাদের সবাইকেই একদম একাকী করে দিয়েছে।

লিখতে লিখতে কত কিছু লিখে ফেললাম, কিছু মনে কোরো না প্লিজ।

ভালোবাসা নিও।

নোরা

আশা করি তুমি একদিন এখানে আসবে, তোমার সাথে আমার দেখা হবে। তোমাকে দেখতে পেলে আমার মেয়েরাও ভীষণ খুশি হবে।

এপ্রিল ১১, ১৯৬৯

প্রিয় ক্যাথেরিন,

তোমাকে বিদায় জানাতে বইয়ের তাকগুলো ঝা-চকচকে করার কর্মযজ্ঞ থেকে খানিক বিরতি নিলাম। পাটির সবদিকে বই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নিয়েই তোমাকে লিখতে বসেছি। আশা করি তুমি আর ব্রায়ান লন্ডনে বেশ মৌজেই আছো। ব্রায়ান আমাকে ফোনে জিজ্ঞেস করেছিল: “তোমার কাছে যাওয়ার ভাড়াটুকু থাকলে কি আমাদের সাথে যেতে?” তার প্রশ্ন শুনে আমি সত্যিই কেঁদে ভাসিয়েছি।

কিন্তু, আমি ঠিক জানি না, হয়তো আমার এমন না যেতে পারাটাই ভালো। কতগুলো বছর ধরে এই একটা স্বপ্ন অন্তরে পুষে গেলাম। শুধু শহরের রাস্তাগুলো একঝলক দেখব বলে কতবার ইংরেজি সিনেমাগুলো দেখতে গিয়েছি। আমার একজনের কথা প্রায়ই মনে পড়ে। অনেক বছর আগে সে আমাকে একবার বলেছিল, ইংল্যান্ডে যারা যা দেখতে যায়, তাদের নাকি ঠিক তাই দেখার সৌভাগ্য হয়। আমি বলেছিলাম, আমি তো ইংরেজি সাহিত্যের ইংল্যান্ডকে খুঁজে দেখতে চাই, সে তখন মাথা নেড়ে বলেছিল: “তবে সেখানেই তাকে পাবে।”

হয়তো ঠিক, হয়তো ভুল। কিন্তু পাটির চারপাশে তাকিয়ে আজ এটুকু অন্তত বলতে পারি, সব আসলে এখানেই আছে।

শ্রদ্ধেয় যে মানুষটা আমাকে আমার সব বই কেনার সৌভাগ্য করে দিয়েছিল, সে ক-মাস আগে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছে। আর মিস্টার মার্কস, দোকানের মালিক, উনিও আর বেঁচে নেই। কিন্তু মার্কস অ্যান্ড কো. আজও সেখানেই আছে। যদি তুমি ৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড পেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাও, তবে আমার হয়ে একটা চুমু এঁকে দিয়ে এসো, ঠিক আছে? এটুকু দাবি আমার থাকল।

হেলেন

উইনটন এভিনিউ

লন্ডন, এন. ১১,

অক্টোবর, ১৯৬৯

ডিয়ার হেলেন,

ডোয়েল পরিবারের ৩য় সদস্য হিসেবে আপনাকে চিঠি লিখছি! প্রথমত, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এত দীর্ঘসময় ধরে আপনাকে চিনলেও এতদিন পরে আপনাকে লেখার কারণে। জানিনা বললে বিশ্বাস করবেন কি না তবে সত্যিটা হলো, আপনার কথা আমরা প্রায়ই ভাবি। কিন্তু সেই ভাবনাটা মনেই থেকে যায়, কাগজে কলমে রূপ ধারণ করে আপনাকে লেখাটা আর হয়ে উঠে না। তাই আজকে যখন আপনার দ্বিতীয় চিঠিটা পেলাম, লজ্জায় আর কী করব বুঝতে না পেরে সাথে সাথেই কাগজ কলম নিয়ে আপনাকে লিখতে বসে গেলাম।

আপনার বইয়ের ব্যাপারে পরিকল্পনা জানতে পেরে আমরা ভীষণ উচ্ছ্বসিত হয়েছি। খুশি মনেই বাবার চিঠিগুলো ছাপানোর অনুমতি দিচ্ছি আমরা।

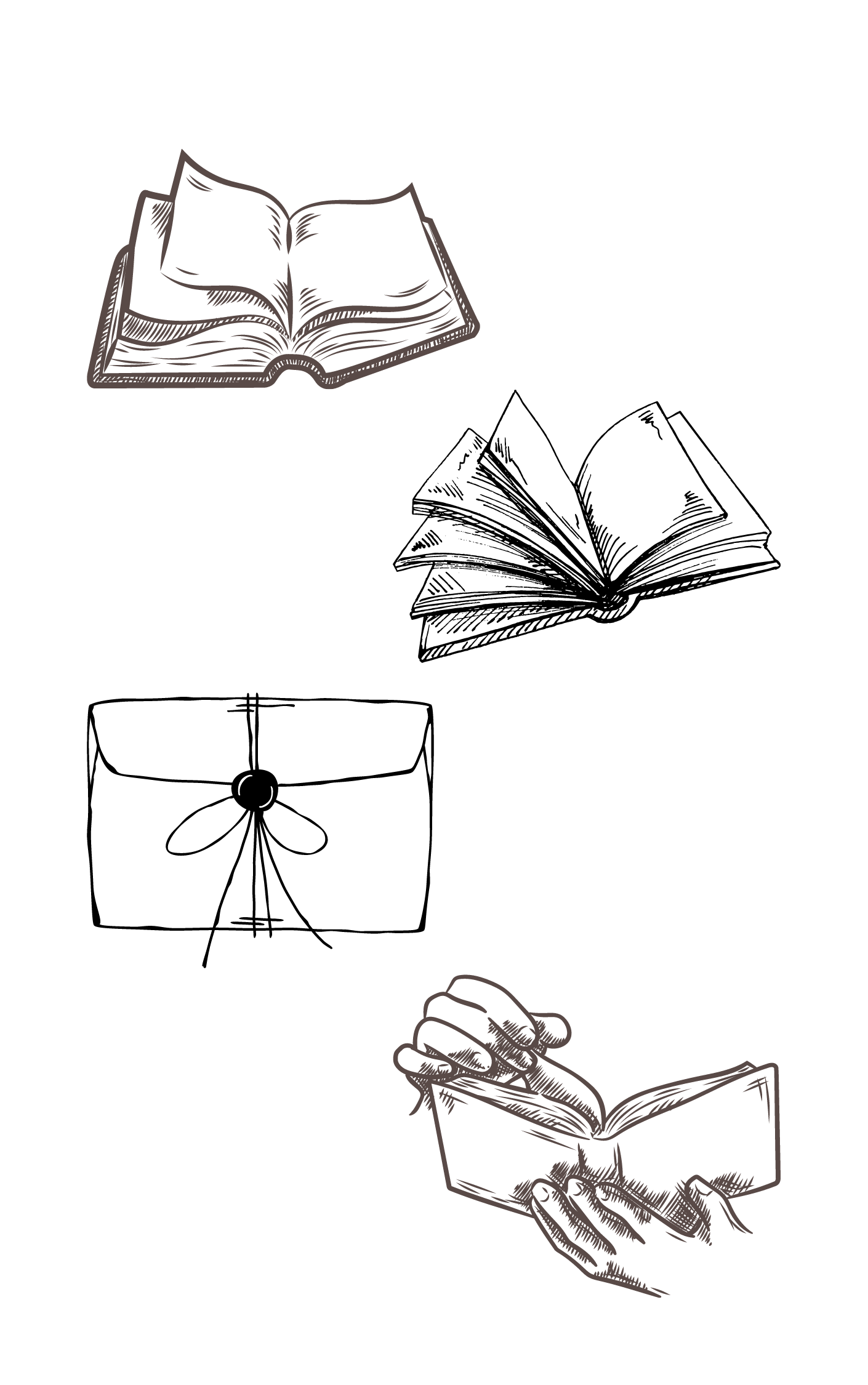
আমরা এখন আমাদের নতুন বাড়িতে উঠেছি, বাড়িটা চমৎকার। যদিও নতুন বাড়িটা পেয়ে, বাড়িটাতে উঠতে পেরে আমরা সবাই ভীষণ খুশি, তাও এই নতুন বাড়িটাই মাঝে মাঝে আমাদের বিষণ্ণতার কারণ হয়ে যায়। কারণ বাবা বাড়িটা দেখে যেতে পারেননি। দেখতে পেলে কতই না খুশি হতেন তিনি!

পরক্ষণেই মনে হয়, কোনো কিছু নিয়েই আফসোস করা উচিত নয়। আমার বাবা কখনোই বিত্তবান বা ক্ষমতাবান কেউ ছিলেন না, কিন্তু তার যা ছিল তা নিয়েই তিনি সুখে থাকতে জানতেন। আর সম্ভবত সেটা আমরাও পেয়েছি। তাই আমরাও অনেক সুখে আছি।

আমরা প্রত্যেকেই ব্যস্ত জীবন কাটাচ্ছি ইদানীং। হয়তো জীবনে ব্যস্ততাটাই ভালো। মেরি সারা সপ্তাহ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে কঠোর পরিশ্রম করে। মাঝে মধ্যে হাঁপিয়ে উঠলে সারারাত বন্ধুবান্ধব সমেত গাড়ি নিয়ে দাপিয়ে বেড়ায়। আমি পূর্ণকালীন শিক্ষকতার পাশাপাশি পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছি, ডিগ্রিটা তো লাগবে। আর মা! তার কথা আর কী বলব। সারাক্ষণই এটা ওটা নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত সময় কাটে তার। আবার ব্যস্ততা যে চিঠি লিখতে না পারার পেছনে আমাদের অজুহাত, এমনটা ভাববেন না যেন। তবে লেখার ব্যাপারে আমরা আনাড়ী, আলসে হলেও চিঠি পেতে আমাদের ভীষণ ভালো লাগে। তবে এবারে কথা দিচ্ছি, আমরা অবশ্যই আপনাকে লেখার চেষ্টা করব। আপনিও প্লিজ সময় করে আমাদেরকে চিঠি লিখবেন।

ভালোবাসা জানবেন,

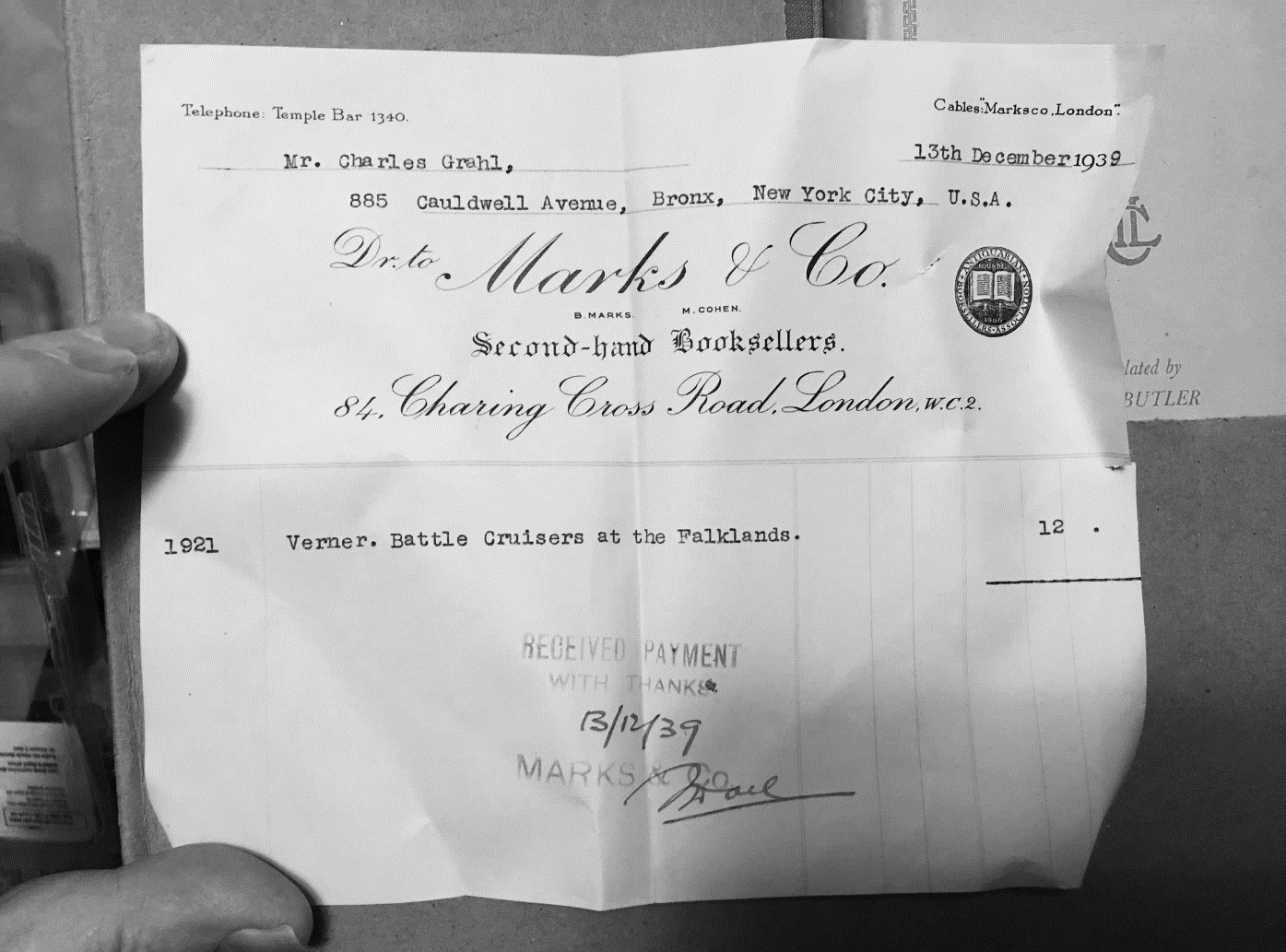
শীলা।

****

স্মৃতির পাতা

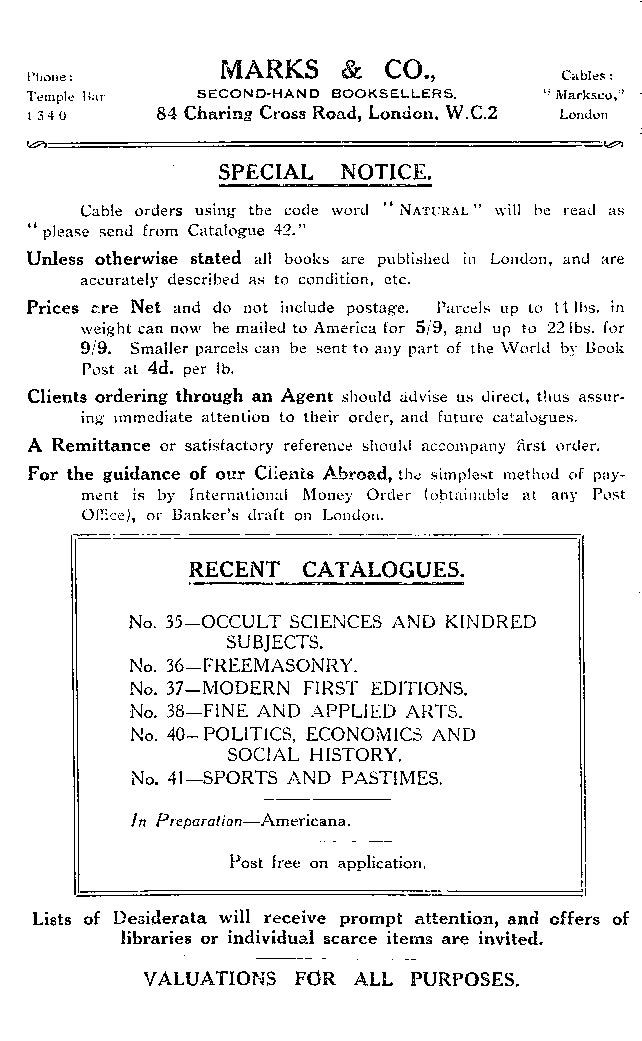


***৮৪, চ্যারিং ক্রস রোডের সেই সেকেন্ডহ্যান্ড পুস্তকবিক্রেতা প্রতিষ্ঠান, মার্কস অ্যান্ড কো*.**



***ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েলের স্বাক্ষর সংবলিত মার্কস অ্যান্ড কো.-এর বিক্রয় রসিদের স্থিরচিত্র।*** ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৯ তারিখে নিউ ইয়র্কে পাঠানো একটি চালানের রসিদ।

ছবি কৃতজ্ঞতা: www.DoullBooks.com



***মার্কস অ্যান্ড কো.-এর ক্যাটালগের বিজ্ঞপ্তি।*** ছবিটি www.archive.org থেকে সংগৃহীত।

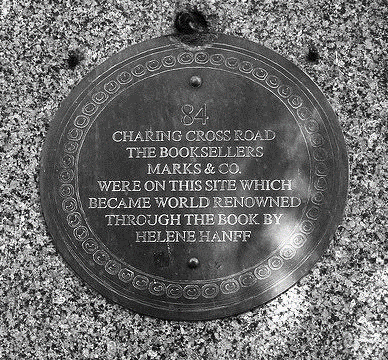


***ছবিতে মিস হ্যানফের পত্রমিতা মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল।*** ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে ছবির ‘১৯৩৯ মরিস ১২’ গাড়িটি কেনেন ফ্র্যাঙ্ক। পুরোনো হলেও সেই সময় এমন একটা গাড়ি কেনা বেশ ব্যয়বহুল ব্যাপার ছিল। এভাবে চিঠির সাথে ফ্র্যাঙ্কের স্ত্রী নোরাও মাঝে মাঝে তাদের পরিবারের ছবি পাঠাতেন। উনি এক চিঠিতে স্বামী ফ্র্যাঙ্কের ছবি নিয়ে মশকরা করে লেখেন, “ছবি নিয়ে ফ্র্যাঙ্কের মন্তব্য হলো, একটা ছবিতেও তাকে খুব একটা ভালো দেখাচ্ছে না। এমনিতে সে নাকি বেশ সুদর্শন। আমরা অবশ্য এ ব্যাপারে তাকে কিছু বলিনি। দিবাস্বপ্ন দেখার অধিকার তো সবারই আছে, তাই না?”

***ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল এবং পরিবারবর্গ।*** ৬০-এর দশকে তোলা ছবিতে বাদিক থেকে স্ত্রী নোরা ডোয়েল এবং দুই কন্যা মেরি এবং শীলার সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল।



***জুন, ১৯৭১ সালে মিস হ্যানফ্ অধীর আকাঙ্ক্ষিত ৮৪, চ্যারিং ক্রস রোডের মার্কস অ্যান্ড কো. বুকশপে যাওয়ার সুযোগ পান।*** কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার যাওয়ার ছ’মাস আগেই দোকানটি বন্ধ হয়ে যায়। তার এই লন্ডন ভ্রমণ আরো বেশি মর্মবিদারক ছিল, তার কারণ ১৯৬৯ সালে তার কুড়ি বছরের পত্রমিতা ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল পরলোকগমন করেন। এত বছরের অপেক্ষা শেষেও তাদের সাক্ষাতের সুযোগ মেলেনি।



***১৯৮২ সালের এক সাক্ষাৎকারে নিজের নামে নামফলক পাওয়ার অনুভূতি জানান মিস হ্যানফ্।*** “আমার ভক্তেরা─পুরো দুনিয়ার কত মানুষ আছে যারা আমাকে বন্ধু ভাবে! আবার লন্ডনের এক দেয়ালে পিতলের নামফলকের উপর আমার নাম লেখা আছে, বইয়ের দোকানটার একসময়ের অস্তিত্বের স্মারক ধরে রাখছে। একটাই কারণ, আমি একটা সময় এখানে চিঠি পাঠিয়েছি। নিজের চেয়ে বড় সমালোচক তো কেউ হয় না, আমিও নিজেকে অশিক্ষিত একজন ছাপোষা, মেধাবিবর্জিত কলমচির বেশি কিছু ভাবতে পারি না। অথচ লন্ডনের একটা দেয়ালে নিজের নামের ফলক নিয়ে বসে আছি! কেউ এমন কোনো কিছুর স্বপ্ন দেখার কথাও তো ভাবে না!”



*“****ছেঁড়া-ফাটা, ময়লা-মলিন বই কিনতে কেন অযথা ১৭ নম্বর স্ট্রিটে হন্যে হতে যাব?*** যেখানে আমি ঘরে বসে, টাইপরাইটারে খটখট করেই পরিচ্ছন্ন, সুন্দর বই হাতে পেয়ে যাচ্ছি!…মনে হয় ১৭ নম্বর স্ট্রিটের চেয়ে লন্ডনই আমার হাতের নাগালে।”─ মিস হেলেন হ্যানফ্। নিউ ইয়র্কের স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টের সেকেন্ডহ্যান্ড সোফায় বসে বসে এই টাইপরাইটে ‘খটখট’ করেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছেন চিত্রনাট্যকার মিস হেলেন হ্যানফ্।



জেমস রুজ-ইভানস এর দিকনির্দেশনায় বইটি স্যালিসবেরি সামার থিয়েটার ফেস্টিভাল-এ সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৮১ সালে। চোখের শৈল্যচিকিৎসার দরুন মিস হ্যানফ্ সে-সময় ফেস্টিভালে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তার ভাষ্যে, “অক্টোবরে জেমস রুজ-ইভানস জানালেন উনি ‘৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড’ লন্ডনের প্রডিউসার মাইকেল রেডিংটনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। আমি ফিরতি চিঠিতে তাকে সাধুবাদ জানিয়ে আবার আমার ডান চোখের লেন্স ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, ওটা বারবার চোখ থেকে বেরিয়ে আসছিল।”

পরবর্তীতে মাইকেল রেডিংটন তাকে নাটক দেখতে আসার জন্য বেশ কয়েকবার আমন্ত্রণ জানালে লেখিকা চোখের লেন্স হারিয়ে যাবার আশঙ্কায় লন্ডন যাত্রা নাকচ করে দেন। কিন্তু তার বন্ধু রিচার্ড তাকে তার টালবাহানার মাঝে থেকে বের করে আনতে বেশ কার্যকর উপায় অবলম্বন করেছিলেন। তিনি লেখিকাকে বলেন, “নাট্যকার হওয়ার স্বপ্নে এতদিন এত তোড়জোড় চালালে, এখন তোমার নিজের বই নিয়েই নাটক লেখা হলো, সেটা আবার মঞ্চস্থ হচ্ছে ওয়েস্ট এন্ড-এ─আর তুমি বলছ ওপেনিং-এ যাবে না?” এরপর আর কী, মিস হেলেন ছুটলেন তার স্বপ্নের শহর লন্ডনে। তথ্যসূত্র: www.angelagarry.com

***নাট্যদলের সদস্যদের সাথে মিস হেলেন হ্যানফ্***

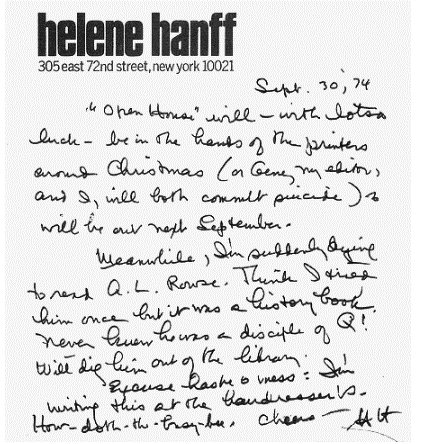
1ছবিতে মিস হেলেন হ্যানফের সাথে মাইকেল রডিংটন এবং নাটকের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

|  |
| --- |
|  |
|  |  |



***‘৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড’(১৯৮৭) চলচ্চিত্র নির্মাণকালীন সময়ে মিস হ্যানফ্ এবং চলচ্চিত্রে তার ভূমিকায় অভিনয়কারী শিল্পী অ্যান ব্যানক্রফট।***

|  |
| --- |
|  |
|  |  |



***৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ তারিখে মিস হেলেন হ্যানফের স্বহস্তে লেখা চিঠির একাংশ।***

হেলেন হ্যানফ্, ‘৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড’-এর হাস্যোজ্জ্বলঅক্ষরে দুঃখ লুকানো লেখক, আশিতেই বিদায় নিলেন

মৃত্যুসংবাদজ্ঞাপক─নিউ ইয়র্ক টাইমস

**মারগালিট ফক্স**

**প্রকাশকাল: এপ্রিল ১১, ১৯৯৭**

হেলেন হ্যানফ্**,** লন্ডনের পুস্তকবিক্রেতার সাথে কুড়ি বছর ধরে চলে আসা কৌতুকরসপূর্ণ পত্র-যোগাযোগ নিয়ে লেখা যার পত্রোক্ত স্মৃতিকথা, ‘৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড’ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে; গত বুধবার [৯ এপ্রিল, ১৯৯৭] ম্যানহ্যাটনের ডি-উইট নার্সিং হোমে তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালীন তার বয়স ছিল ৮০ বছর।

১৯৭০ সালে বই প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মিস হ্যানফ্ বেনামি ফ্রিল্যান্স লেখক হিসেবে টেলিভিশনের জন্য বেশ কিছু চিত্রনাট্য এবং শিশুতোষ বই লিখে গেছেন। কিন্তু লন্ডনের পুরোনো পুস্তকবিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ‘মার্কস অ্যান্ড কো.’-এর উদ্দেশ্যে ১৯৪৯-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত লেখা চিঠিগুলো, যেখানে জেন অস্টেন আর আইজ্যাক ওয়ালটনের মতন লেখকদের বই কেনা-বেচার রসিদের সাথে প্রস্ফুটিত হয়েছে তাদের মধ্যকার সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং অমায়িক বন্ধুত্ব, তাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও অপ্রত্যাশিত সেই সাহিত্যখ্যাতি এনে দেয়।

নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ পাঠপ্রতিক্রিয়া জানানোর সময় থমাস লাস্ক লিখেছেন: “বইজগতের একটি বিমোহক: বিশ শতকের দুনিয়ায় হাজির হলো একটি উনিশ শতকের বই। বইটি আপনার জীবনের ঘণ্টাখানেক সময় তো আমোদিত করবেই, একইসাথে আপনাকে মানবতার একাত্মতায় করে রাখবে বিভোর।”

পত্র-যোগাযোগের শুরু থেকেই মিস হ্যানফ্ ব্যবসায়িক চিঠিপত্রের সকল শিষ্টাচারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গেছেন। “এ আবার কেমন ধারা পেপিস ডায়েরি?” মার্কস অ্যান্ড কো.-এর চালান পাওয়ার পর ১৫ অক্টোবর, ১৯৫১ তারিখের বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা তার পাগলাটে চিঠিতে তিনি সদ্য হাতে আসা বই নিয়ে নিজের অসন্তুষ্টি বোঝাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। লিখেছেন: “এটা মোটেও পেপিস ডায়েরি না। এটা বড়োজোর কোনো মাতব্বর সম্পাদকের অথর্ব হাতের কাজ! পেপিস ডায়েরি থেকে উদ্ধৃতি তুলে নিয়ে নামমাত্র একটা সংকলন দাঁড় করিয়েছে। এসব লোকের পচে মরা উচিত! রাগে আমার গা রিরি করছে! জানুয়ারি ১২, ১৬৬৮ তারিখের পাতাটা কোথায়? যেখানে তার বউ তাকে বিছানা থেকে তুলে তপ্ত-গরম খুন্তি হাতে তাড়া করেছিল?”

প্রত্যুত্তরে তিন হাজার মাইল দূরে থাকা ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল, দোকানের প্রধান কর্মকর্তা এবং মিস হ্যানফের প্রধান পত্র প্রাপক, নিজের “ব্রিটিশসুলভ রক্ষণশীল শিষ্টাচার” ধরে রাখতে বরাবরই বেশ হিমশিম খেয়ে গেছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে মিস হ্যানফ্ ঠিকই তাদের মাঝের আনুষ্ঠানিকতার এই অদৃশ্য দেয়াল নামিয়ে আনতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, তার সাথে দোকানের অন্য সদস্যদেরও বেশ সখ্যতা গড়ে ওঠে। তারা ওনাকে ইয়র্কশায়ার পুডিং-এর রেসিপি লিখে চিঠি পাঠান। বিনিময়ে লেখিকা যুদ্ধ-পরবর্তী ব্রিটেনের খাদ্যসংকটের বিরুদ্ধে খাদ্যসামগ্রী এবং নাইলন মোজা পাঠিয়ে একা হাতেই যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। সেই সাথে মার্কস অ্যান্ড কো. কোনো বই ঠিকঠাক পাঠিয়ে দিলে পুরস্কারস্বরূপ মিস হ্যানফ্ প্রায়ই তার আটলান্টিকের ওপারের কৌতুকরসবোধের মিশেলে লম্বা-চওড়া স্বগোক্তির মহাকাব্য রচনা করতেও ভোলেননি।

“নিউম্যান এসে পৌঁছেছে তাও একটা সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। তবে আমি এতদিনেও বিহ্বলতা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারিনি।” ১৯৫০ সালে মাত্র ৬ ডলারের বিনিময়ে জন হেনরি নিউম্যানের ‘আইডিয়া অব এ ইউনিভার্সিটি’ (১৮৫২)-এর প্রথম মুদ্রণ হাতে পাওয়ার অভিজ্ঞতায় তিনি লিখেছেন: “অবচেতনে আমার ভেতরে কিছুটা অপরাধবোধও কাজ করছে। এই দারুণ চকচকে চামড়ার বাঁধাই, মলাটে সোনালি জরির ছাপ, আর প্রচ্ছদের অত্যন্ত সুশোভিত অক্ষরবিন্যাস যেন কোনো ব্রিটিশ সম্ভ্রান্ত বাড়ির দাবি নিয়ে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। সেখানে পাইন কাঠের মোটা তাকে সজ্জিত একটা পেল্লায় আকারের অভিজাত লাইব্রেরি থাকবে। চামড়ার আরাম কেদারায় কোনো উচ্চবংশীয় নাকউঁচু ভদ্রলোক আগুনের তাপ পোহাতে বসে বইটার পাতা মেলে ধরবে। এমন লাল-ইটের পুরোনো দালানে, একটা খুপরি ঘরের হাতবদল হওয়া স্টুডিও-সোফায় বসে পড়ার মতন মানুষের হাতে বইটির যে কোনোভাবেই মান রক্ষা হয় না!”

ব্যাটারির (ম্যানহ্যাটনের আদিনাম) দক্ষিণের হলেও তার আদিনিবাস ছিল ফিলাডেলফিয়াতে─তবে তার লন্ডনের শুভানুধ্যায়ীদের জন্য মিস হ্যানফ্ ছিলেন তাদের ‘নিউ ইয়র্কের পত্রমিতা’। তার চিঠিগুলোতে নিউ ইয়র্কের সে-সব দিনের কথা উঠে এসেছে যখন মানুষ সুযোগ পেলেই সেন্ট্রাল পার্কে চড়ুইভাতিতে মেতে থাকত, ডজার্সদের (পরবর্তীতে মেটস) মানুষ নিপাট উন্মত্ততা নিয়ে সমর্থন করত, আর দিন শেষে স্থানীয় রাজনীতির আলাপে কফির কাপে ঝড় তুলে ফেলত। (মিস হ্যানফ্ ‘লেনক্স হিল ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব’-এর প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট ছিলেন।)

নতুন-নতুন অসংখ্য লেখকের বইয়ের আলাপের মাঝে তার চিঠিগুলোতে একমাত্র ধ্রুবক হয়ে রয়ে গেছে তার লেখক জীবনের দরিদ্রতার টানাপোড়েন। “পোকা-খাওয়া সোয়েটার” গায়ে জড়িয়ে, হাতের নাগালে উপচে পড়া ছাইসমেত ছাইদানি আর জিনের বোতল টেনে নিয়ে বাড়িতে বসেই লেখালিখি করে গেছেন বহু বছর। মার্কস অ্যান্ড কো.-এর কর্মচারীদের ইংল্যান্ড আমন্ত্রণের অজস্র মিনতি সত্ত্বেও (১৯৫০-এর শেষের দিকে ফ্র্যাঙ্ক ডোয়েল নিজের সাবালিকা কন্যার ঘরটি পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন) মিস হ্যানফ্ তার অনিশ্চিত অর্থনৈতিক অবস্থার দরুন ১৯৬৯ অব্দিও তার ইংল্যান্ড যাত্রার স্বপ্নপূরণ করতে পারেননি। এরপর তো একদিন মি. ডোয়েলের পেরিটোনাইটিসে অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর সংবাদ গিয়ে পৌঁছায়!

হেলেন হ্যানফ্ ১৫ এপ্রিল, ১৯১৬ সালে ফিলাডেলফিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আর্থার হ্যানফ্ এবং মায়ের নাম মিরিয়াম লেভি হ্যানফ্। মিস হ্যানফ্ ছোটোবেলা থেকেই একটা থিয়েটার-পাগল পরিবারে বেড়ে উঠেছেন (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী মহামন্দার সময়ে ওনার বাবা, একজন শার্ট বিক্রেতা, অব্যর্থভাবে প্রতি সপ্তাহে পুরো পরিবার নিয়ে থিয়েটারে যেতেন এবং বক্স-অফিসের কর্মচারীদের থেকে শার্টের বিনিময়ে টিকেট কিনে নিতেন।) সেখান থেকেই তার মাঝে নাট্যকার হওয়ার স্বপ্ন বুনতে শুরু করে।

১৯৩৮ সালে ব্যুরো অব নিউ প্লেজ-এর জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অনুদান লাভের মধ্য দিয়ে মিস হ্যানফের ক্যারিয়ারের শুভ সূচনা হয়। তারপর কিছুদিনের মাঝেই উনি ম্যানহাটনে চলে আসেন। তিনি এখানে থেরেসা হেলবার্ন, থিয়েটার গিল্ড-এর সহ-সঞ্চালকের ছায়ায় কাজ শুরু করেন। ১৯৪০ সালের মাঝেই কুড়িটা নাটক লিখে ফেললেও কোনোটা সঞ্চালনার মুখ দেখতে পায়নি। নিউ ইয়র্ক থিয়েটারে সাফল্যের পথে তার পুনরাবৃত্ত প্রচেষ্টার কড়চা লেখা আছে ১৯৬১ সালে লেখা তার স্মৃতিকথা, ‘আন্ডারফুট ইন শো বিজনেস’ বইতে।

“আমি চমৎকার সংলাপ লিখতে পারি ঠিকই, কিন্তু বন্দুকের নলের মাথায় পড়লেও কোনো গল্প আবিষ্কার করে ফেলতে পারব না।” ১৯৮২ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান মিস হ্যানফ্। পঞ্চাশের দশকে উনি নিজের ভরণপোষণ চালিয়ে নিয়ে গেছেন টেলিভিশন অনুষ্ঠানের জন্য চিত্রনাট্য লিখে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু অনুষ্ঠান হলো: ‘প্লেহাউজ ৯০’, ‘দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অব এলারি কুইন’ আর ‘হলমার্ক হল অব ফেম’।

মহামন্দায় জন্ম নেওয়া প্রজন্মের অংশ হিসেবে মিস হ্যানফকেও কিছু দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হয়। তিনি সর্বসাকুল্যে মাত্র এক বছরের জন্য কলেজে পড়াশোনার সুযোগ পান। কিন্তু দারিদ্র্যের করাল থাবাও তার জ্ঞান আহরণের অদম্য ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি তার পুরো জীবন নিজেকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার ব্রত পালন করে এসেছেন, সাহিত্যের অসংখ্য অমূল্য বই গোগ্রাসে গিলে নিজেকে করে তুলেছেন স্বশিক্ষিত। এক্ষেত্রে হালের ‘বার্নস অ্যান্ড নোবেলস’-এর “যাচ্ছে-তাই অবস্থার, হাজারো আঁকাজোকাওয়ালা বই”-এর চেয়ে তার কাছে লন্ডনের পুরোনো বইগুলো বেশি সমীহ পেয়েছে। ম্যানহ্যাটনের ইস্ট ৭২ স্ট্রিটে তার স্টুডিও-অ্যাপার্টমেন্টের একটা পুরো দেয়ালের তাকে মেঝে থেকে ছাদ অবধি মার্কস অ্যান্ড কো.-এর বইতে ঠাসা ছিল। বইগুলোর দামি চামড়ার বাঁধাই আর সোনালি জড়ির কাজে সাজানো তাকগুলো যেকোনো বইপ্রেমীর জন্য আরাধ্য। বইয়ের তাকগুলোর সামনে ঝোলা থাকত সেই বিখ্যাত মার্কস অ্যান্ড কো.-এর সাইনবোর্ড। তারই একজন অনুরাগী মিস্টার ডোয়েলের মৃত্যুর পর দোকানটা বন্ধ হয়ে গেলে সেই সাইনবোর্ড জোগাড় করে এনে দেয়।

একসময় মিস্টার ডোয়েলের স্মরণে দোকানের কর্মচারীদের সাথে গড়ে ওঠা পত্রমিতালি বই আকারে দুনিয়ার সামনে আনার সিদ্ধান্ত নেন মিস হ্যানফ্, আর তারপরের গল্পটা তো কারো আর অজানা নেই। ‘৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড’ ব্রিটেনে আশাতীতরকম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে জেমস রুজ-ইভানস বইটিকে লন্ডন থিয়েটারে নিয়ে আসেন। (নাটকটি ব্রডওয়েতে তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। ১৯৮২ সালে মঞ্চস্থ হওয়া নাটকটিতে মিস হ্যানফ্ চরিত্রে এলেন বার্সটিন এবং মিস্টার ডোয়েলের চরিত্রে জোসেফ মাহের অভিনয় করেছিলেন।) ১৯৮৭ সালে বইটাকে কেন্দ্র করে একটি কাহিনিচিত্র নির্মিত হয়, যেখানে অভিনয় করেছেন অ্যান ব্যানক্রফট এবং এন্থনি হপকিনস।

বইয়ের জনপ্রিয়তা অবশেষে মিস হ্যানফকে তার এত বছরের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ করে দেয়। তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে তালা-ঝোলানো বইয়ের দোকানটা ঘুরে আসেন। সেখানে প্রয়াত মিস্টার ডোয়েলের বিধবা স্ত্রী নোরার সাথেও তার সাক্ষাৎ হয়। লেখিকার ইংল্যান্ড যাত্রার আলেখ্য উঠে আসে তার ‘দ্য ডাচেস অব ব্লুমসবেরি স্ট্রিট’ (১৯৭৩) বইতে। মিস হ্যানফের অন্যান্য বইগুলো হলো: ‘কিউ’স লেগেসি’ (১৯৮৬), ‘অ্যাপল অব মাই আই’ (১৯৭৭) এবং শিশুতোষ বইয়ের মধ্যে আছে ‘মুভারস অ্যান্ড শেকারস’ (১৯৬৯) ও ‘টেরিবল থমাস’ (১৯৬৪)।

“গত দশ বছরের ঘটনাগুলো আমার কাছে আজও অবিশ্বাস্য,” ১৯৮২ সালের এক সাক্ষাৎকারে নিজের অনুভূতি জানান মিস হ্যানফ্। “আমার ভক্তেরা─পুরো দুনিয়ার কত মানুষ আছে যারা আমাকে বন্ধু ভাবে! আবার লন্ডনের এক দেয়ালে পিতলের নামফলকের উপর আমার নাম লেখা আছে, বইয়ের দোকানটার একসময়ের অস্তিত্বের স্মারক ধরে রাখছে। একটাই কারণ, আমি একটা সময় এখানে চিঠি পাঠিয়েছি। নিজের চেয়ে বড়ো সমালোচক তো কেউ হয় না, আমিও নিজেকে অশিক্ষিত একজন ছাপোষা, মেধাবিবর্জিত কলমচির বেশি কিছু ভাবতে পারি না। অথচ লন্ডনের একটা দেয়ালে নিজের নামের ফলক নিয়ে বসে আছি! কেউ এমন কোনো কিছুর স্বপ্ন দেখার কথাও তো ভাবে না!”

এত কিছুর পরেও ‘৮৪, চ্যারিং ক্রস রোড’ তার লেখককে আজীবনের আকাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিতে পারেনি। ১৯৮৫ সালে পাবলিশারস উইকলি-এর একটি সাক্ষাৎকারে মিস হ্যানফ্ বলেছিলেন, “লেখক হওয়ার সবচাইতে বড়ো বিপদ হচ্ছে, আপনি কোনো মাসে নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না আপনার আগামী ছ’মাসের বাসাভাড়া কোত্থেকে আসবে।”

শেষ বছরগুলোতে এসে উনি ‘সর্বস্বান্ত’ হয়ে পড়েছিলেন। রয়্যালটির অর্থ, সোশ্যাল সিকিউরিটি আর শেষতক অথরস লিগ ফান্ড থেকে প্রাপ্ত ৫০০০ ডলার অনুদানের সাহায্যে নিজেকেই নিজের হাসপাতালের খরচ বহন করতে হয়।

বর্তমানে ওনার কোনো নিকটাত্মীয় বেঁচে নেই।

1. হিলার: Christian Science healing মানে হচ্ছে ধর্মীয়ভাবে প্রার্থনা করে রোগ নিরাময়। আর Healer হচ্ছে যিনি এই চিকিৎসাটা পরিচালনা করেন। নামের সাথে সায়েন্স থাকলেও আধুনিক বিজ্ঞান এ পদ্ধতিতে চিকিৎসাকে স্বীকৃতি দেয় না। [↑](#footnote-ref-1)
2. ‘মার্কস অ্যান্ড কো.’-এর স্বত্বাধিকারী বি. মার্কস এবং এম. কোহেন এর পূর্ণনাম বেনজামিন মার্কস এবং মার্ক কোহেন। মার্ক কোহেন নিজের নামের সম্পূর্ণ অংশ রাখতে চাননি বিধায় তার পদবির সংক্ষিপ্ত অংশ ‘কো.’ নিয়ে দোকানটির নামকরণ ‘মার্কস অ্যান্ড কো.’ করা হয়েছে। [↑](#footnote-ref-2)
3. কোশার: ইহুদি কায়দায় তৈরি খাবার। [↑](#footnote-ref-3)
4. লেন্ট: ইস্টার উৎসবের আগে ৪০ দিন পর্যন্ত সময়কে লেন্ট বলা হয়। [↑](#footnote-ref-4)
5. ড্রপলিফ টেবিল: দুপাশে ভাজ করা যায় পাতার মতন আকৃতির এমন অংশ সংবলিত ছোটো টেবিল। [↑](#footnote-ref-5)
6. পিপুফিশু: পিপুফিশু অর্থ অলসের চূড়ামণি; (পিঠ পুড়ছে, ফিরে শু/শো' এর আদ্যাক্ষর) [↑](#footnote-ref-6)